ফুল্লরা।

(পঞ্চাঙ্ক)

মিলনান্ত দৃশ্যকাব্য।

শ্রীপিয়ারী চরণ সরকার
প্রণীত

প্রথম সংস্করণ।

ইটালি.
আনন্দমাতা সঙ্গীত সন্মিলনীর স্বত্বাধিকারী
শ্রীরাধারমণ কুমার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১৩১৫ সাল।

মূল্য ॥৵০ আনা

হাওড়া,
কলডাঙ্গা লেন, সালিখা,
দি সাল্‌কিয়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
হইতে
শ্রীনফর চন্দ্র দত্ত
দ্বারা মুদ্রিত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

আমার পরম সুহৃদ শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র নাথ দাস মহাশয় এই পুস্তক প্রণয়ণ বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার নিকটে আমি চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম।

শ্রীপিয়ারী চরণ সরকার

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৬	১৫	ভবিষ্যৎ	ভবিষ্য
১০	৬	মহারাজ	মহারাজের
১১	১২	উপসম	উপশম
১৪	১৩	ও	ঐ
৪৬	৭	ব্যভার	ব্যাভার
৬০	১২	তুযিলে	তুষিলে
৬০	২২	দরিতারে	বনিতারে
৭৩	২	মরিচীকা	মরীচিকা
৯১	১৫	রীমমল	বীরমল
৯৪	৮	সুন্দবী	সুন্দরী
১১৮	১৯	তয়ে	ভরে
১১৯	১৯	ি ল্লিলর দায়দাম উাসিত প্রাণে।	
	এর পরিবর্ত্তে	দিলাম বিদায় উল্লাসিত প্রাণে।	
১২৬	১৯	মন্ত্রি, নাহি কি	ফুল্লরা। মন্ত্রি নাহি কি
১২৬	২০	ফুল্লরা। হায়!	হায়!
১২৯	২৩	ভিখারিনী	ভিখারিণী
১৩৬	১৩	বুদ্ধ	বুদ্ধি

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

অজিৎ কুমার	...	মগধরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র—রাজা।
প্রমোদ কুমার	...	অজিতের বৈমাত্রেয়।
ভীষ্মদেব	...	কহ্লানের রাজা।
জয়মঙ্গল	...	মগধরাজ্যের মন্ত্রী।
বীরমল	...	কহ্লানের সেনাপতি।
নরহরি	...	অজিৎ কুমারের সখা।
চণ্ডীদাস	...	হৈহয় রাজ্যের মন্ত্রী।

জনৈক সন্ন্যাসী, নাগরিকদ্বয়, সৈন্যগণ, স্বেচ্ছাসেবকগণ,
সভাসদ্‌গণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

ফুল্লরা	...	...	মগধরাজ্যের বিধবা মহিষী ও প্রমোদ কুমারের মাতা।
কল্যাণী	...	...	কহ্লান-রাজমহিষী।
সিন্ধুবালা (পুষ্পবালা)		...	কহ্লান রাজের নিরুদ্দিষ্টা কন্যা ও হৈহয়ের কুমারী রাণী।
চিত্রলেখা		...	ঐ কনিষ্ঠা কন্যা।
প্রিয়ম্বদা		...	দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যা।

নর্ত্তকীগণ, সখিগণ ইত্যাদি।

ফুল্লরা।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—ফুল্লরার গুপ্ত গৃহ।

(ফুল্লরা আসীনা।)

ফুল্লরা। বিন্দুমাত্র সুখ নাহিক এ চিতে,
দুঃখানলে দহি নিরবধি,
কেন বিধি সৃজিলা আমারে—
রাজার নন্দিনীরূপে,
কেন বা করিলা মোরে রাজার মহিষী!
আমি রাজরাণী,
মম গর্ভজাত পুত্র রাজার নফর!
অবলা হৃদয়ে কভু সহে কি এ জ্বালা?
মগধের রাজা বলি
পূজে সবে সপত্নী-নন্দনে,
কে কবে বলেছে রাজা আমার দুলালে?
বলিবে কি কভু,

পতি যার ছিল একদিন
এ রাজ্যের রাজা,
পুত্র তার সেই রাজ্যে আজি
তৃণ সম হেয় হতমান,—
হেন অপমান কেমনে বা সহি ;
কোন্ প্রাণে পুত্রের এ দশা
হেরি প্রতিক্ষণ ?
(সচকিতে) কার পদ শব্দ শুনি,
হয় অনুমান—
প্রমোদ আসিছে হেথা।

(প্রমোদ কুমারের প্রবেশ)

প্রমোদ। প্রণমামি জননী চরণে।
ফুল্লরা। এস বৎস, রাজা হও মম আশীর্ব্বাদে।
প্রমোদ। কেন মাতঃ, হেরি তব বিষণ্ণ বদন ?
করেছে কি কোন দোষ পুত্র তব পদে ?
ফুল্লরা। নহ বৎস কোন দোষে দোষী,
দোষ মম পোড়া অদৃষ্টের।
নহে বল, এ দুর্দ্দশা কেন হবে ?
রাজার নন্দিনী, ছিনু রাজার ঘরণী,
(আজি) অনাথিনী সম পরাধীনা।
তুইও বাছা রাজপুত্র হয়ে,
আজ কিনা রাজার কিঙ্কর।
কোথা আজি রাজা করি তোরে,

রাজমাতা হ'য়ে আদেশে পালিব রাজ্য,
নহে উদরান্ন আশে
আছি ব'সে পরমুখ চেয়ে।

প্রমোদ। কেন মাতঃ! কি হয়েছে?
কে লইবে রাজ্য আমাদের?
কেবা রাজা, কাহার নফর আমি,
তুমি দাসী কার?

ফুল্লরা। কি হ'য়েছে, কিছুই বুঝনা,—
বালক সমান,
কপটতা নাহি স্থান পায় তব হৃদে,
তাই বুঝি, পারনা বুঝিতে
অজিতের ছলনা চাতুরী।
তাই ভাব, চিরদিন যাবে এইভাবে।
বৃথা আশা তব—
অগ্রজের বুঝহ ব্যাভার,
রাজ্যে আছে তব অধিকার,
কিন্তু সুযোগ অন্বেষণ, সতত চিন্তন তার
আসিলে সুযোগ,
তাড়াইবে দুষ্ট, মোসবায়।
রাজ্যহারা, বন্ধুহারা
ভিক্ষা অন্নে জীবন ধারণ;
কাঙালিনী মাতা পাছে পাছে
বিবশা বদনে বা'র;—

সে দশা ভাবনা কি একবার ?
তাই বলি, চাহ যদি নিজের কল্যাণ
হও সাবধান,
নিজ হিতে হওনা বিমুখ।

প্রমোদ। মাতা, অহেতু দুষিছ তাঁরে।
ভাবি দেখ মনে,
পুত্র বলি ভাব তারে,
ততোধিক সম্মানে তোমায়,
রাজমাতা কহে তোমা সবে—
কেন তবে আত্মপর বিবেচনা,
বৃথা ভবিষ্য-কল্পনা,
বৃথা অমঙ্গল ভাবনায়
হৃদে দাও স্থান ?

ফুল্লরা। আরে অল্পমতি !
না বুঝিস্ খলের চাতুরী !
সুজন সুমতি ভাব তারে ;
দেখায় সে যত স্নেহ তোরে,
ততোধিক কুটিলতা হৃদয়ে তাহার,—
পাছে কোন ঘটে বিসম্বাদ,
তাই মমতার সোণার শিকলে,
বাঁধিয়া রেখেছে তোরে
অধীনতা কঠোর পিঞ্জরে।

প্রমোদ। মাতঃ, কৃত্রিম নহে সে স্নেহ ;

অকপট ভালবাসা দাদার আমার।
শিকারে যাইলে আমি,
যান তিনি সাথে সাথে মোর।
সতর্ক নয়ন তাঁর, থাকে মম প্রতি,
বিপদে না পড়ি কোনমতে।
সামান্য শিকারে মম
হেরি সফলতা,
হরষিত হন কত।
বাখানেন শতমুখে মম বীরপনা।
যখনি যা করেছি প্রার্থনা,
হাসিমুখে তখনি তা করেছেন দান।
হেরি মোরে, হন কত সুখী।
দেখেন কখন যদি
বিষাদের রেখা বদনে আমার,
বিষাদিত হন কত—
প্রিয়ভাষে জিজ্ঞাসেন বিষাদের হেতু,
প্রবোধ কত যে দেন, বলিতে না পারি
হাসিমুখ হেরিলে আমার,
স্বর্গ যেন পান হাতে।

ফুল্লরা। হায়, মম ভাগ্য দোষে,
শিশুর মতন, ভ্রান্ত মন তব,
ফেরে সদা ইঙ্গিতে তাহার,
কিন্তু মস্তকেতে হেরি উজ্জ্বল মানিক,

কালসর্পে বিশ্বাস কি করে কেহ ?
অজিতের মিষ্টবাক্যে ভুলি;
নিজ সুখে দিয়ে জলাঞ্জলি,
দাদা দাদা ব'লে আত্মহারা—
কিন্তু, প্রমোদ কুমার,
মাত আমি তব,
চাহি আমি মঙ্গল তোমার,
মম আজ্ঞা না কর হেলন।
(বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া)
এই লও, ধর দৃঢ় করে,
মাতৃদত্ত শাণিত ছুরিকা,
যাও সাবধানে,
আজি নিশিযোগে
অজিতে বিনাশ করি,
ভবিষ্যৎ সুখের পথ কর পরিষ্কার।

প্রমোদ। (শিহরিয়া) মাগো, ক্ষম এ দাসেরে।
ছার রাজ্য আশে,
পিতৃসম জ্যেষ্ঠের নিধন,
না পারিবে পুত্র তব করিতে সাধন।
এ কি আজ্ঞা জননী তোমার !
মাতা হ'য়ে ঘাতকের কাজে
পাঠাইছ আপন কুমারে ?
ধরি তব পায়,

হেন কুমন্ত্রণা মাতঃ, কর পরিহার—
কিংবা, না পারি বুঝিতে.
উচ্চ প্রলোভনে প্রলোভিত করি,
করিতেছ পরীক্ষা আমার।
মাগো প্রাণ বড় হয়েছে ব্যাকুল
পাপ কথা শুনি তব মুখে,
আজ্ঞা দেহ মোরে,
ক্ষণতরে যাই স্থানান্তরে।

[প্রস্থান করিতে করিতে]

(স্বগতঃ) একি ! স্বপ্ন—একি পাপ কথা
শুনিলাম জননীর মুখে !
রাজ্য রাজ্য করি, উন্মাদিনী
হয়েছেন নিশ্চয় জননী,
নহে পুত্র সম সপত্নী সুতেরে,
বধিবার তরে কেন এ মন্ত্রণা !—
একি রাজ্য লোভে
পুত্র তরে ছার রাজ্য লোভে
করিবেন পুত্র রক্তপাত—
ভিন্ন কিসে তিনি আমা হ'তে,
নারিনু বুঝিতে।

[ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান।

সুন্দরা যাও পুত্র,—
রাজ্য আমি দিব তোর করে।

তোরে হেরি রাজসিংহাসনে
ঘুচাইব প্রাণের এ জ্বালা।
শিশু তুই—বুঝি নাই আগে,
তোমা হ'তে এই কার্য্য হবে না সাধন।
অন্যায় হ'য়েছে মম,
তোর কাছে হেন কথা করিয়া প্রকাশ।
নরহত্যা কথা শুনি,
ভীত হ'য়ে করিলি প্রস্থান;
না বুঝিলি আপন মঙ্গল।
তুই শিশু, তোর সম
আমিও কি বিরত রহিব নিজ উদ্দেশ্য সাধনে?
শতধিক জীবনে আমার!
মায়াবিনী আমি—
অন্য মায়া করিব বিস্তার। (চিন্তা)

(প্রিয়ংবদার প্রবেশ)

প্রিয়। (স্বগতঃ) পোড়া কাণের জ্বালায় গেলুম। যত মনে করি পরের কথায় থাকবো না, তত যেন কোথা থেকে পরের কথাগুলি আগে আমার কাণে এসে ঢোকে, এই দেখনা, মায়ে পোয়ে কি পরামর্শ হচ্ছিল, অমনি জগতের পোকা মাকড়টি না শুনতে শুনতে, তাদের নাড়ীর কথাটি আমার কাণে গিয়ে উপস্থিত। তা গেলি গেলি, একটু আধটু যা, তা নয়, একেবারে অজিৎকুমারের নামটি পর্য্যন্ত। তার উপর আবার

পোড়া মনটিও হয়েছে তেমনি। হাঁ করলেই বার্ত্তা বুঝে নিয়েছে। বার্ত্তাটা আর কি? সতীন ছেলে রাজা হয়েছে, আর পেটের পো ভেসে বেড়াচ্চে, এটা কি আর প্রাণে সয়? তাই অজিৎকুমারের সর্ব্বনাশ ক'রে প্রমোদের রাজ্যাভিষেকের যোগাড় হ'চ্চে। কিন্তু বিধাতর কলম কে কাট্‌বে বল। (প্রকাশ্যে) রাণীমা, আমায় কি ডেকেছিলেন?

ফুল্লরা। হাঁ প্রিয়ম্বদে. ডেকেছিনু তোরে,
আছে গুরুতর প্রয়োজন মম,
কন্যা সম ভালবাসি তোরে,
তাই কোন গুপ্তমন্ত্রণায়
বাসনা সহায় তোর।

প্রিয়। কি প্রয়োজন, কি মন্ত্রণা আমায় বলুন না।

ফুল্লরা। প্রিয়ংবদে!
অজিৎ হয়েছে মগধের রাজা,
ঈর্ষায় জ্বলিছে প্রাণ মম।
হেরি যবে তারে রাজ সিংহাসনে,
ফেটে যায় প্রাণ—
সপত্নীর পুত্র সেই জন,
থাকিতে প্রমোদ, মম গর্ভজাত সুত
সপত্নী তনয় হবে রাজা।
ইচ্ছা মম,
প্রমোদে করিয়া রাজা হব রাজমাতা।

জিজ্ঞাসি লো তাই,
কি উপায়ে বল,
রাজ্যচ্যুত করিব অজিতে।

প্রিয়। স্বগতঃ) যা ভেবেছি তাই; কিন্তু যা হোক হিংসুকে মেয়েমানুষ বটে। (প্রকাশ্যে) তা কি করবেন বলুন রাণীমা। স্বর্গীয় মহারাজ ইচ্ছা অনু-সারেই ত বড় রাজপুত্র রাজা হয়েছেন। আর এই রকম তো সকল রাজ সংসারে বরাবর হ'য়ে আস্‌ছে। তাতে আর দুঃখ কি মা? আপনার এখন দুটী রাজ পুত্রকে পেটের ছেলে মনে করা উচিত। কেন, বড় রাজপুত্তুরওত আপনাকে সৎমায়ের মতন দেখেন না। আর দুটি ভেয়েও ত বেশ ভাব।

ফুল্লরা। (স্বগতঃ) তুইও দুষিলি মোরে;—
বৃথায় পালিনু তোরে
বাল্যকাল হ'তে সযতনে।
কিংবা কিবা দোষ তোর,
অন্তরের জ্বালা মোর বুঝিবি কেমনে?
বৃথা শ্রম মম বুঝাইতে তোরে।
দরিদ্র দুহিতা, সামান্য রমণী হ'য়ে
কি ধারিবি রাজত্বের ধার?
পর্ণ কুটিরেতে
তৃণের শয্যায় শুয়ে,
অনন্ত প্রসাদ সুখ

উপভোগ করেছে কে কবে?
বৃথা এ মন্ত্রণা তোর সনে।
হৃদয়ের বল আছে মম,
নিজে আমি করিব উপায়।
হারায়েছি জ্ঞান,
ভাল করি নাই,
প্রকাশিয়া কথা তোর কাছে।

(প্রকাশ্যে) না না, প্রিয়ংবদে, সত্য যা কহিলি,
হিংসা দ্বেষ কিবা প্রয়োজন?
দানিলে আশ্রয়,
দ্বিগুণ বাড়িবে জ্বালা,
যন্ত্রণায় উপসম কোথা?
ক্লান্ত মম মন দারুণ-দহনে।
বিশ্রামের তরে যাব শয়ন-আগারে—
যাও তুমি কার্য্যান্তরে।

প্রিয়। (প্রস্থান করিতে করিতে স্বগতঃ) কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা ক'ল্লে, তাকি বুঝ্‌তে পারিনি। তুমি বাল্যকাল হ'তে আমায় প্রতিপালন করেছ বটে, সে জন্য আমি তোমার নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবো। কিন্তু তা ব'লে অন্যায় কার্য্যে তোমার সহায়তা কত্তে পার্‌বো না—উপরে তো একজন আছেন।

[প্রস্থান।

ফুল্লরা। যাও পুত্র, যাও প্রিয়ংবদে,
নাহি চাহি সাহায্য তোদের;—

ভেবেছ' কি
ফিরাবে আমারে বাক্যছটাবলে ?
রমণী হৃদয়,
সত্য বটে কোমলতা ময়
কিন্তু এবে মন,
প্রমত্ত বারণ সম,
ধায় বেগে স্বকার্য্য সাধন তরে—
কে রোধিবে গতি তার ?
ধর্ম্মভাব মানে পরাজয়।
যাব' নিজে আজি নিশাকালে
শানিত ছুরিকা হস্তে,
অজিতের শয়ন আগারে।
আমূল বিন্ধিয়া তার কপট হৃদয়ে
নিষ্কণ্টক করিব এ রাজ সিংহাসন,
ঘুচাইব দারুণ যন্ত্রনা।

[বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—প্রমোদ গৃহ।

(সিংহাসনোপরি অজিৎকুমার উপবিষ্ট ; জয়মঙ্গল, নরহরি ও সভাসদ্‌গণ।)

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

গীত।

যার সরলতা মাখা প্রাণ, তারে হৃদয় দাওনা।
কুটিল জনে বাস্‌লে ভাল, ভাল ত তায় হয় না॥
সরলে সরলে মিলিলে হৃদয়, অতি মধুময় হয় সে প্রণয়।
কত মধু উথলে তায়,—পরাণে সুধার প্রবাহ বয়—
সরলে গরলে প্রণয়ে মজিলে, সে মিলন কভু রয় না॥

(প্রস্থান।)

নর। (পরিভ্রমণ করিতে করিতে স্বগতঃ) তাইত, এ বেটীরাও যে দেখ্‌ছি আশ্চর্য্য কর্‌লে গা। এদেরও গায়ে রাজ্যের হাওয়া লাগ্‌লো নাকি? তাই এরাও এখন বেছে বেছে রগ ঘেঁসে গান গাইতে আরম্ভ কল্লে,—ধন্য মেয়েমানুষ বাবা ; সংসার গড়তেও এরা, আর ভাঙতেও এরা।

অজিৎ। কি সখা, তোমায় কি ঘুর্ণী বাতাসে পেলে নাকি? তুমি হাঁ ক'রে কি ভাব্‌ছো?

নর। না সখা তেমন কিছু ভাবিনি ; তবে এই গান শুন্‌তে শুন্‌তে পেটটা কেমন জ্বলে উঠলো, তাই কি ক'র্‌ব

ভাবছিলুম। শাস্ত্রকারেরা বলে গেছেন জান না,

কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রং
তচ্চ গীতেন হন্যতে,
গীতন্ত স্ত্রী বিলাসেন,
স্ত্রীবিলাসো বুভুক্ষয়া।

বুঝ্‌লে সখা, পেটের জ্বালার কাছে আর কিছু নয়।

অজিৎ। আচ্ছা সখা, স্ত্রীলোকের নাচ গান শুনে, হাব ভাব দেখে, লোকের মনে ত মদনাগুন জ্বলে উঠে শুনেছি; কিন্তু তোমার যে জঠরাগুন জ্বলে উঠলো, এত বড় আশ্চর্য্যের কথা। তুমি এমন পেটুক হ'লে কবে থেকে, বল দেখি? আগে ত এমন ছিলে না।

নর। মদন আগুন কি জ্বল্‌বার যো আছে? আমি স্বয়ং মদন রিপুর অবতার বোল্লেই হয়। তবে কি জান যেমন হজ্‌মিগুলি খেলে সব হজম হ'য়ে যায়, তেমনি এই মধুরভাষিনীদের গানরূপ হজ্‌মিগুলি উদরস্থ করে, আমার সব হজম হয়ে গেছে; কাজেই জঠর জ্বালা বেড়ে উঠেছে।

অজিৎ। তুমি কি পাগল হ'লে নাকি? কোথায় গান, আর কোথায় হজমিগুলি—দুটোতে সম্পর্ক বেশ কাছাকাছি বটে।

নর। তোমায় মিনতি কর্চ্ছি, ও বিদ্‌কুটে সম্পর্ক কথাটা আর মুখে এন না; যেখানে সম্পর্ক টম্পর্ক নেই সেখানে এক রকম নির্ঝঞ্ঝট; যত গোলমাল ও সম্পর্কের কাছে।

অজিৎ। এ কি, সখা যে আবার সুর ফিরিয়ে ধর্‌লে দেখ্‌ছি।

নর। আর সখা, রাজ্য শুদ্ধ যে বেসুর মেরে গেছে দেখ্‌ছ না। আজকাল যে সবই সুরফাঁকতাল।

অজিৎ। সুরফাঁকতালটা আবার কি রকম?

নর। তাও বুঝ্‌লে না সখা; এই দেখনা তুমি ফাঁক, আমি ফাঁক, মন্ত্রী মশায় ফাঁক, রাজ্যশুদ্ধ সবাই ফাঁক। কেবল সেই মহিষমর্দ্দিনী আর তার সুযোগ্য পুত্র ষড়াননই এই হিড়িকে টেঁকে থাক্‌বেন। আর সব ফাঁক হয়ে কে কোথায় ভেসে যাবে। মনে কর না সখা, আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা কচ্চি, বা প্রলাপ বক্‌ছি।

অজিৎ। (স্বগতঃ) ভেসে যাব আমি,
কেন? কিসের কারণ?
রাজদ্রোহী হয়েছে কি কেহ?
তবে কেবা সেই জন?
কার কাছে অপরাধী, কিবা অপরাধে?
কার' প্রাণে ভ্রমেও ত কভু
দিই নাই সামান্য বেদনা—
শান্তিপূর্ণ রাখিয়াছি পিতৃ-সিংহাসন;
পরহিত-ব্রতে বিরত কি ছিনু কভু?
তবে বৈরীভাব
আচরিবে কেবা মম সনে?
মর্ম্ম ভেদ করিতে অক্ষম।
(প্রকাশ্যে) অমাত্য ধীমান, সুধাই তোমারে,

দূরদর্শী তুমি,
তত্ত্ব বুঝিবারে নারি—
গভীর রহস্য—
অন্ত তার পার কি ভেদিতে ?
কিংবা কহ প্রকাশিয়া
বাতুলের রোল,
আন্দোলিত করিছে পরাণ।

মন্ত্রী। মহারাজ ! সখা তব নহে ত বাতুল।
বৃথা তবে মন্ত্রীত্ব আমার
হেরিয়া বদন যদি
নারিব বুঝিতে অন্তরের কথা।
প্রকাশিতে ভীত সবে এ রহস্য বাণী।
প্রভু তুমি, আমি মন্ত্রী তব,
প্রকাশিয়ে গুপ্ত কথা আজি
পালিব কর্ত্তব্য মম।
সরল হৃদয় তব মহারাজ,
আত্মপর নাহি বিবেচনা—
কিন্তু জানিহ নিশ্চয়
বিমাতা নহেক তব আপনার জন ;
হিংসাপূর্ণ হৃদয় তাহার
করে সদা উচ্ছেদ কামনা তব।
প্রজাগণে—
জনে জনে এই কথা করে আন্দোলন।

(প্রস্থান।)

নর। না বাবা, পাকামাথাওয়ালা বুড়ো মন্ত্রী যখন হাটের মাঝে হাঁড়ী ভেঙ্গে এখান থেকে সরেছেন, তখন দেখ্‌ছি গতিক বড় মন্দ। আর আমার সখারও মনটা কেমন বিগ্‌ড়ে গেছে দেখ্‌ছি; আমিও এই বেলা আস্তে আস্তে এখান থেকে সরে পড়ি।

[প্রস্থান।

জনৈক সভাসদ্‌। সব ফস্কাল দেখ্‌ছি, ফুর্ত্তিটা হেলায় হারালে গা। এস না হে, আমরাও পাতলা হই। শেষকালে ফাঁড়াটা কি আমাদের ওপর দিয়েই যাবে।

(অজিৎ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

অজিৎ। মিথ্যা এ রটনা!
স্নেহময়ী জননী হৃদয়ে
এ হিংসা কি সম্ভবে কখন'?
শিশু যবে মাতৃ ক্রোড়ে থাকি
হাসে সুমধুর হাসি মধুর অধরে,
না চুম্বিয়া সে চাঁদ বয়ান
পারে কি জননী প্রাণ হিংসিতে তাহরে?
তবে কি জননী—
মম সুখে হবেন কাতর?
কিন্তু এক কথা—
মাতা নয়, বিমাতা আমার;
তাই কি সে সার্থকতা রক্ষিতে নামের
সাধিবে আপন কার্য্য হিংসিয়ে আমায়।
না না; সম্ভব এ নয়

আমি তো ভাবিনি তাঁরে কখন' সে ভাবে
তিনিও তো মাতার মতন
স্নেহপূর্ণ চক্ষে মোরে করেন দর্শন।
তবে কি প্রমোদ-হৃদে
রাজ্য লোভ হয়েছে প্রবল।
তাই আজ পুত্র স্নেহ বশে
ধর্ম্মভয়ে দিয়ে জলাঞ্জলি
করিছেন উচ্ছেদ কামনা মম।
না না, ভাবিলেও ইহা
মহাপাপে লিপ্ত হবে প্রাণ।
প্রমোদ কুমার
আদর্শ ভ্রাতার স্থান করে অধিকার;
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রতি যার অসীম ভকতি—
দাদা কথা উচ্চারিতে মুখে
আনন্দেতে নেচে ওঠে হৃদয় যাহার
তার প্রাণে এ পাপ বাসনা?
অসম্ভব, অসম্ভব ইহা;
নিশ্চয় পড়েছে ভ্রমে
সখা আর মন্ত্রী মম।
মিথ্যা ভ্রমে আমিও কি হইব পতিত?
তবে কেন মম করে
গুরুতর রাজ্যভার হয়েছে অর্পিত?
রাজা আমি,
রাজধর্ম্ম রক্ষিব সতত।

আসুক্ বিপদরাশি
অকাতরে সহিব সে সব।
কল্পনায় বিভীষিকা হেরিয়া নয়নে,
কর্ত্তব্যেরে দূরে তাড়াইব ?
রাজধর্ম্ম নহে ত এমন—
দূর হও বৃথা চিন্তা হৃদয় হইতে।
মগধের রাজপুত্র দুর্ব্বলের মত
রাজধর্ম্ম হ'তে কভু বিরত না হবে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কহ্লাণ রাজ্য—বিশ্রামাগার।

(ভীষ্মদেব, কল্যাণী ও চিত্রলেখা।)

ভীষ্ম। বল প্রিয়ে, কতদিন আর
এইরূপে অশ্রুবারি
করিবে মোচন দিবানিশি ?
কতদিন আর,
প্রবল ঝটিকা সম—
প্রতিক্ষণে প্রবাহিত হ'য়ে দীর্ঘশ্বাস
হতশ্বাস করিবে এ পুরী।
চেয়ে দেখ একবার চিত্রলেখা পানে ;
আহা, সরলা বালিকা
পৃথিবীর দুঃখলেশ হৃদে নাহি পশে

সদা ভাসে আমোদ সাগরে।
কিন্তু যবে হেরে তব মলিন বদন
চেয়ে রয়অনিমিখে তব মুখ পানে
চেয়ে চেয়ে, কেবা জানে কেন
ছোট ছোট আঁখি দুটী তার
নত হয় অশ্রুভারে।
নেহারি সে বিষাদ মূরতি
হয় না কি বৃদ্ধি যাতনার?
তবে কেন জ্ঞানহীনা সম
দিবানিশি ফেলি আঁখিজল
অমঙ্গল ঘটাও ইহার।

কল্যাণী। জানি সব, মহারাজ!
কিন্তু হায়
পোড়া মন না মানে বারণ
ভোলা কিসে যায় বল?
প্রতিক্ষণে দগ্ধ প্রাণ
ধায় দূর অতীতের পানে
পড়ে মনে তাহারি বদন।
চাঁদ মুখে মৃদু হেসে
আধ ভাষে সম্ভাষিত মোরে;
পূর্ব্বস্মৃতি বৃশ্চিক দংশন সম
দহিতেছে হৃদয় আমার।
বল মহারাজ,
কেমনে পাশরি,

কেমনে বা যন্ত্রণার হবে উপশম ?

চিত্র। বাবা, মা'র কি হয়েছে ? মা কেন অমন কচ্ছেন ? আমি কি কোন অন্যায় করেছি, তাই মা আমার ওপর রাগ করে কাঁদছেন ? না, মা'র কোন অসুখ করেছে ?

ভীষ্ম। পৃথিবীতে পিতৃমাতৃ স্নেহই প্রবল। যদিও জনক জননীর সন্তানের প্রতি ভালবাসা অতুলনীয়, তবু আমার বিবেচনায় সন্তানের জনক জননীর প্রতি ভাল বাসা নিতান্ত কম নয়। আহা ! আমার চিত্রলেখার দিকে চাইলে একথা বেশ বুঝা যায়। জননীর এরূপ অবস্থা দেখে মার আমার মুখখানি কত ম্লান। মায়ের মুখের দিকে চাইলে বুক ফেটে যায়। জননীর মুখের দিকে চেয়ে কত কষ্ট অনুভব করে ; কি যেন ভাবে, ভেবে ভেবে সোণার প্রতিমা দিন দিন ম্লান হয়ে যাচ্ছে। হায় ! না জানি অদৃষ্টে আরও কি আছে।

চিত্র। বল না বাবা ! তোমার দুটী পায়ে পড়ি বলনা। তুমিও যে কাঁদ্‌ছো ! তোমাদের কান্না দেখে আমারও যে কান্না আস্‌ছে বাবা !

ভীষ্ম। ছি মা, কাঁদ্‌তে আছে কি ? ওঁর একটু অসুখ করেছে তাতেই ও অমন কচ্চে ; তুমি যে পাখীর গান শুন্‌তে বড় ভালবাস, যাওনা সখীদের সঙ্গে বাগানে গান শোন গে। রাণী একটু সুস্থ হলেই আমরাও সেখানে যাচ্ছি।

না বাবা, মার অসুখ করেছে এখন আমি মাকে ছেড়ে কোথাও যাব না ; আমি মার কাছ থেকে চলে গেলে

মার অসুখ আরও বাড়বে। হ্যাঁ বাবা, অসুখ করেছে ত রাজবৈদ্যকে ডাকতে পাঠাও না?

ভীষ্ম। না মা, বৈদ্য ডাকতে হবে না। তেমন কিছু অসুখ নয়; আর আমি যখন কাছে আছি তখন তোমার ভাবনা কি মা! তুমি নিশ্চিন্ত মনে বাগানে পাখীর গান শোনগে—দেখ্‌বে, একটু পরেই আমরা তোমার কাছে যাব।

চিত্র। না গেলে আমি কিন্তু এখনি ফিরে আস্‌বো।

ভীষ্ম। হ্যাঁ, তা এসো।

[চিত্রলেখার প্রস্থান।

দেখ রাণি!
বৃথা শোকে হয়ে উন্মাদিনী—
সৃজিতেছ অশান্তি অপার।

কল্যাণী। প্রাণেশ্বর! বুঝি সব,
কিন্তু হায়, পুষ্পের সে মুখ
দেয় দুঃখ জাগি হৃদে সদা।
হায় পুষ্প! কোথা তুই আজ
বড় আশা করেছিনু
অজিতের অঙ্কলক্ষ্মী করিয়ে তোমায়
হাসিব মনের সুখে;
কিন্তু হায়! বিধি মোরে বাম,
হইয়ে নিদয়
সাধে বাদ ঘটালে আমার—
তীর্থযাত্রা, কালযাত্রা হ'ল মোর ভালে।

মরি,
সোণার প্রতিমা আজি অতল সলিলে।
হে জলধি!
কোন প্রাণে কেড়ে নিলে অঞ্চলের নিধি-
নিরবধি সহি এ দারুণ তাপ
অভাগীরে কেন না গ্রাসিলে?
একে একে গত হ'ল দ্বাদশ বরষ,
থাকিলে জীবিতা এত দিনে
ষোড়শী রূপেতে বালা উজলিত পুরী।
ভীষ্ম। রাণি! কন্যাশোকে হইয়ে উতলা
পাগলিনী প্রায়,
কেন বৃথা নিন্দ বিধাতায়?
হেন অনুমানি,
সুখ দুঃখ সকলি ধরায়;
স্বরগ নরক বলি
জীবনের পরপারে আছে কোন স্থান
সত্য বলি নাহি হয় জ্ঞান।
জলবিম্ব সম এ জীবন
এই আছে এই নাই,
কেহ ভুঞ্জি সুখ নিরন্তর
হেসে খেলে কাটায় জীবন;
কেহ সহি নিরবধি দুঃখের তাড়না,
তত্ত্ব নাহি পায়—
ভ্রান্ত মন

অকারণ নিন্দে বিধাতায়
না বুঝে কারণ
কর্ম্মফল লভিতে জনম
পরে নিয়তির কালচক্রে ফিরি
মিশে যাবে অনন্ত সাগর মাঝে,
হাসি কান্না যাবে সাথে সাথে।
গত যেই জীব
কেন শোক তাহার উদ্দেশে।
পাইবে কি তারে অশ্রুবিনিময়ে?
শোক পরিহরি শান্ত করি মন
বোঝ প্রিয়ে সংসারের রীতি—
দুরন্ত তস্কর কাল
পলে পলে হরে পরমায়ু
পূর্ণ যার কাল
সেকি কভু থাকে ধরামাঝে?
অমর কি জন্মিয়াছে কেহ?
বুদ্ধিমতী তুমি,
তবে কেন মায়াবশে গঞ্জ বিধাতায়?
কেঁদে কেঁদে গেছে কত দিন
যাবে দিন কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে
এই ভাবে কাটাবে জীবন?
মরি হেমাঙ্গিনী,
সুখায়েছে সুবর্ণ নলিনী;
মলিন বদন,

দিবানিশি অশ্রুবরিষণ,
হা হুতাশ দীর্ঘশ্বাস অঙ্গ আভরণ—
করি মানা ভেবনা ভেবনা
তোর এ দশা নেহারি
আকুল অন্তর—
রাখলো মিনতি
স্মৃতি তার মুছে ফেল মন হ'তে।
আছে অন্য কন্যা তব,
চাহ ফিরে তার মুখ পানে
হও তার সুখে সুখী
কর প্রিয়ে জননীর কর্ত্তব্য পালন।
চল প্রিয়ে, উদ্যান মাঝারে
বহুক্ষণ গেছে বালা
বিলম্বেতে হইয়ে উতলা
ফেলি ধুলা খেলা
এখনি আসিবে ছুটে বিষাদ-অন্তরে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(প্রিয়ংবদার প্রবেশ)

গীত।

জগতের একি ব্যবহার।
নিজের ভাবনা সবাই ভাবে,
পরের ভাবনা কেউ ভাবেনা একটীবার।
বুঝে না কেবা কেমন জন,
সময় কালে আপনার পর পর যে হয় আপন,
দেখছে সদা এমনি ধারা তবু ঘোচে না এ ঘোর বিকার॥
ভাবে না শেষের সে দিনে
জবাব দিহি করবে কেমনে,
বলবে যখন আপন ছাড়া ভেবেছো কি ভাবনা কার?
পরের দুঃখে কাঁদে গো যার প্রাণ,
তার দুঃখেতে কাঁদেন সদা স্বয়ং ভগবান,
তাই বলি মন হিংসা ছেড়ে
জগৎ ভাব আপনার।

(নরহরির প্রবেশ)

নর। আহা বেশ চমৎকার!

প্রিয়। ওমা, পোড়ারমুখো ষাঁড়টা আবার এমন সময় কোথা থেকে এল গা?

নর। কই, কই? ষাঁড়টা কই? দেখিয়ে দেনা। ছোট তো? শিং নেই তো? গুঁতোবে না তো? কই দেখিয়ে দেনা আমি একবার তাকে দেখেনি। প্রিয়ংবদার কাছে ষাঁড়ের উৎপাত—সে বেটা জানে না এটা নরহরি শর্ম্মার খাস মহল—বেটাকে এখনি সাত সমুদ্রের জল খাওয়াব।

প্রিয়। ওই যে পোড়ারমুখো তোমার গলার আওয়াজ পেয়ে ঐ দিকে পালিয়ে গেল।

নর। চুপ কর্! আর তুই ও কথা মুখে আনিস্নি। আমার বুকটার ভিতর কেমন কেমন কচ্ছে। তোর মনে এই ছিল। তুই শেষে এই রকম ক'রে আমার মাথাটী খাবি ব'লেই কি আমায় এত ভালবাসা দেখিয়েছিলি?

প্রিয়। বালাই, তোমার মাথা আমি খেতে গেলুম কেন? তুমি অমন কচ্ছ কেন? আমি তোমায় কি বলেছি?

নর। আমায় বল্লে কি আর আমি এমন করি মণি! আমায় তুমি যা' ইচ্ছে তাই বলনা। আমি যে তোমার কেনা গোলাম। তবে তুমি ভুলে ঐ ষাঁড়টাকে কি ব'লে ফেল্লে, তাইতে আমার ভয় হচ্ছে; প্রাণটার ভেতর কেমন কচ্ছে। আমার কপালটাতে ফাট্ ধরেছে, ভাঙ্‌বো ভাঙ্‌বো কচ্ছে।

প্রিয়। কেন, আমি আবার ষাঁড়টাকে কি বল্লুম? আমি তো কেবল এই বলেছি, যে আমার গলার আওয়াজ পেয়ে পোড়ারমুখো—

নর। (প্রিয়ংবদার কথা চাপা দিয়া) তোর পায়ে পড়ি, তুই আর ও কথা মুখে আনিস্নে প্রিয়ম্বদা। আমি এখনি কেঁদে ফেল্‌বো—হায় হায়, আমায় ভালবেসে শেষকালে কাঁদালে গা।

প্রিয়। কই, আমি তোমায় ভালবেসে কাঁদালুম কিসে?

নর। আবার কিসে? তুই নিশ্চয় ওই ষাঁড়টাকে ভালবাসিস্; তা না হ'লে তুই কেন তাকে বার বার অমন ক'রে পোড়ারমুখো পোড়ারমুখো ব'ল্‌বি?

প্রিয়। (নরহরির গালে ঠোনা মারিয়া) তোমার মুখে আগুন, এই কথা নিয়ে এত,আমি বলি বুঝি কি না ব'লেছি। আচ্ছা, পোড়ারমুখো ব'ল্লেই কি ভালবাসা হয়?

নর। তা নয়। এই দেখনা, তুই আমায় ভালবাসিস্ ব'লে কথায় কথায় পোড়ারমুখো ব'লে ডাকিস্। আর শুধু তাই নয়, আজকাল যেখানেই দেখ্‌বি ভালবাসা-বাসির ফোয়ারা ছুটেছে, সেইখানেই এই মধুর সম্ভাষণের বুক্‌নি; আর এটা থাকা চাইও। তা না হ'লে ভালবাসাবাসিটা তত মাখামাখি হ'য়েছে ব'লে বোধ হয় না। এটা যেন ভালবাসার অলঙ্কার, না হ'লে সাজে না। কর্ত্তা হয় তো সমস্ত দিনের খাটুনির পর এক গা ঘেমে এসে বল্লেন,—"গিন্নি, বড় গরম, একটু বাতাস করতো" গিন্নি অমনি মুখ ঘুরিয়ে বল্লেন, "আমার ভারি গরজ, আজ ক'মাস ধরে এক গাছা নথের কথা ব'ল্‌ছি, পোড়ারমুখোর তা দেবার ক্ষমতা হ'ল না আবার ওকে বাতাস করতো।" কর্ত্তা অমনি গিন্নির মধুর সম্ভাষণে গ'লে অমনি ঘামের সঙ্গে মিশিয়ে গেলেন। সেই রাগরক্তিম গণ্ডে একটী সোহাগের চুমো খেয়ে বল্লেন,—"ছিঃ, রাগ কত্তে আছে কি, এই মাসের মধ্যে তোমাকে নথ দেবই দেব। কোথায় গেল কর্ত্তার গরম আর কোথায় গেল কর্ত্তার ঘাম। এখন বুঝ্‌লে, এবার থেকে যাকে তাকে আর পোড়ারমুখো বলিস্‌নে; কথাটার কদর মাটি হবে।

প্রিয়। বটে, এমনধারা, তা আমি জান্‌তুম না। আর কখনও কা'কেও এমন কথা বল্‌ব না; খালি তোমার জন্যে তুলে রেখে দেব। আর আজই কি আমি অন্য কাকেও বলেছি—ষাঁড় আবার কোথা হতে আস্‌বে? তোমাকেই ঠাট্টা ক'রে পোড়ারমুখো ষাঁড় বলেছিলুম, বুঝ্‌লে?

নর। মাইরি; আর একবার বল্‌। তাইত বলি, আমার প্রিয়ম্বদা যাকে তাকে কি এমন মধুর সম্বোধনে সম্ভাষণ ক'র্‌তে পারে। নাম রাখবার বাহাদুরী আছে বাবা। প্রিয়ম্বদা ত প্রিয়ম্বদা আর কি।

প্রিয়। আচ্ছা, তা হ'লে আমি তোমায় ভালবাসি?

নর। নিঘ্যাত ভালবাস।

প্রিয়। ও সব কথা এখন থাক্—তোমায় যা বলেছিলুম, তার কি হ'ল?

নর। মণি, নরহরি শর্ম্মা কি আর কাজ ভোল্‌বার ছেলে। পাকে প্রকারে সব সখার কাণে তুলে দিয়েছি।

প্রিয়। তারপর তোমার সখা কি বল্লেন?

নর। সখা কিন্তু আমার কথায় বিশ্বাস কল্লেন না; তাঁর মনটা যেন কেমন কেমন দেখলুম।

প্রিয়। (স্বগতঃ) আহা সরল হৃদয়ে সহজে কি লোকের প্রতি অবিশ্বাস হয় গা?

নর। কি ভাব্‌ছিস্?

প্রিয়। ভাব্‌বো আর কি? ভাব্‌ছি এই রাজরাজড়ার বাড়ীর কাণ্ড।

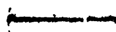
নর। শুধু রাজরাজড়ার বাড়ী নয়, সকল ঘরেই এই রকম। তবে কোথায় রাজত্ব নিয়ে কাড়াকাড়ি, আর কোথায় ছেলের দুধের বাটি নিয়ে কাড়াকাড়ি। রাত হ'য়ে গেল, আমি এখন চল্লেম, তুইও দ্যাখ্, আরও যদি কিছু খবর যোগাড় কর্‌তে পারিস্। (প্রিয়ম্বদার চিবুক ধরিয়া) তবে আমি আসি?

প্রিয়। হ্যাঁ এস'।

[প্রিয়ম্বদার প্রতি চাহিতে চাহিতে নরহরির প্রস্থান।

প্রিয়। পরের ভাবনা ভাব্‌তে ভাব্‌তে দিন গেল। নিজে যেন বানে ভেসে এসেছি; নিজের প্রাণের একটুও কদর নেই। আর সাধ আহ্লাদও নেই। যাই, দাঁড়িয়ে কি ক'র্‌বো; পরের জন্যে জন্মেছি, পরের জন্যেই যাই।

[প্রস্থান



পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—অজিতের শয়নাগার।

[অজিত নিদ্রিত]

(ছুরিকা হস্তে ফুল্লরার প্রবেশ)

ফুল্লরা। সাবধানে, অতি সাবধানে,
প্রকৃতি নীরব এবে
গভীরা যামিনী, সুষুপ্তা ধরণী,
শুধু মৃদু মৃদু বহিয়া পবন স্বন্ স্বন্ রবে
স্বভাবের নীরবতা করিছে হরণ।
যে দিকে ফিরাই আঁখি,
হেরি সকলি নীরব।
সুখে নিদ্রাক্রোড়ে লভিছে বিরাম সবে—
নাহি কেহ জাগ্রত ধরায়,
হেরিতে এ কার্য্য মম।
শুধু জিঘিংসা জাগিয়ে আছে,
এই ত সুযোগ,
কারে ভয়, কার্য্য সাধিব নিশ্চয়,—
এস কে কোথায় সুযোগ প্রয়াসী,
নরকের সহচরী;
ডাকিছে কিঙ্করী তোর।
এস এস হৃদয়ে আমার—
যেন মায়াবশে ভুলি
স্বকার্য্য না অবহেলি;
কিম্বা দেখ' থেক' সাবধান,

মানব স্বভাবজাত
ভীরুতা
হৃদে আসি নাহি পশে।
রুদ্ধ রেখ' হৃদয়ের দ্বার।
এস এস সহচরী,
ডাকি তোমা সাহায্যের হেতু—
আমি নারী, মমতা পাশরি
ঈর্ষানলে দহি দিবানিশি,
(এবে) কাল ভুজঙ্গিনী সম
চাহি দংশিবারে সপত্নী কুমারে।
এস, ভীমা ভয়ঙ্করী বেশে
উত্তেজিত কর মোরে।
(প্রেতিনীর ছায়া মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া)
দ্যাখ্, তোরে হেরি
পলক পড়েনি নয়নে;
দেখ' দেখ' নয়নে নাহিক বারি
হৃদাগার
শুধু উগারে অনলরাশি—
সে অনলে ভস্ম হোক্
অগ্রসর বাধা দিতে যেবা।
জগতের অন্তরালে থাকি
সাবধানে তনয়ের সুখের সোপান,
নিষ্কণ্টক করিব এখনি।
যাই, বিলম্বেতে বিঘ্নের সম্ভব।

(অগ্রসর হইয়া সচকিতে)

ওকি ! কার ঐ মূরতি ভীষণ ?
রক্তিম নয়ন
করে দণ্ড ধরি
নিরীক্ষণ করে কার্য্য মম ?
কে তুই ? সরে যা—
নহে উপাড়িয়া আঁখি খেদাইব দূরে।
কি, শুনিলি না আমার আদেশ ?
দ্যাখ্ তবে চক্ষু মেলি
নাহি ডরি,
ত্রিজগতে অরি কেবা মোর ?
নরকের ক্রীতদাসী আমি—
সাধিব এ কার্য্য তোর আঁখির উপর।

(ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া)

কিছু নয়, হেরি বিভীষিকা শুধু।

(অগ্রসর হইতে গিয়া

একি ! কেন হিয়া কাঁপে দুরু দুরু
অবশ চরণ—
ভয় ! হাসি আসে এ কথায়—
করিয়াছি প্রেতিনীরে আত্মসমর্পণ,
স্বকার্য্য সাধন তরে।
না না, মায়াজাল
অধিকার করিছে বিস্তার।
মায়া ! কার তরে ? সপত্নীকুমারে ?

পুত্র বিনা কে আছে আমার—
ধরিনু জঠরে,
সযতনে পালিনু যাহারে,
পলকে প্রলয়,
না হেরে যাহায়
বিরত কি রব' তার মঙ্গল সাধনে ?
পণ মম,
করি অরাতি নিধন
উন্নতি হেরিয়া তার
জুড়াব নয়ন।
ছিঃ ছিঃ দুর্ব্বল হৃদয়
থেকে থেকে শিহরিছে পুনঃ।
তাই আজ কর্ত্তব্য সাধনে
প্রতিপদে হ'তেছি বিমুখ।
তবে কি কল্পনায় আঁকি বিপদের ছবি
ফিরিব পশ্চাতে,
ভাগ্যরবি আবরিব মোহমায়াবশে ?
না না, অসম্ভব,
বাঁধিয়াছি পাষাণে হৃদয়
অবহেলে সাধিব এ কাজ।

(কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া)

ওকি ছায়া,— অনুতাপ সৃজিত
হেরি পুনঃ সম্মুখে আমার !
অজিৎ

নিদ্রাগত তুমি,
নাহি জান, কি উদ্দেশে এসেছি হেথায়—
মোহন মূরতি
পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইছে মনে,
চাঁদমুখে হেরি তোর জনকের ছবি!
হায়! মাতৃজ্ঞানে ভক্তি কর মোরে,
নহি যোগ্যা তার;
মম ব্যবহার
ভুজঙ্গিনী সম তনয়ের হেতু।
(সচকিতে) একি, পুনঃ মায়া জাগিছে হৃদয়ে!
না না, চিন্তার নাহিক প্রয়োজন
বিলম্বেতে ভগ্নোদ্যম হইবে এখনি।
(ছুরিকা লইয়া অজিতের বক্ষে বসাইতে গমন
ও হস্ত হইতে ছুরিকা পতন)

অজিৎ। (নিদ্রাভঙ্গে গাত্রোত্থান করিতে করিতে)
একি স্বপ্ন হেরিলাম আজি
এখনও কাঁপিছে হৃদয়।
(ফুল্লরাকে যাইতে দেখিয়া)
একি, জননী এখানে?
গভীর নিশীথে
কি হেতু মা আগমন তব?

ফুল্লরা। (স্বগতঃ) ছি ছি, মজিয়ে মায়ায়
কি কুকর্ম্ম করিলাম হায়!

অজিৎ। (পালঙ্ক হইতে নামিয়া আসিয়া)

কহ, মাতঃ, নীরব কি হেতু ?
কৃপা করি কহ গো প্রকাশি
আসিয়াছ কোন্ প্রয়োজনে ?
আজ্ঞা তব
পালিতে প্রস্তুত সতত এ দাস ।

ফুল্লরা । রে হৃদয় হও সাবধান—
(প্রকাশ্যে) অকারণ আসি নাই হেথা ;
নিজ কক্ষে আছিনু নিদ্রিতা
জাগিলাম কুস্বপন হেরি,
কেবা জানে কেন
প্রাণ বড় হইল অস্থির—
বাসনা জাগিল মনে হেরিতে তোমারে,
তাই অসময়ে আসিয়াছি হেথা ।
এবে আসি তবে,
সুখে নিদ্রা যাও যাদুমণি ।

[প্রস্থান

অজিৎ । মর্ম্ম বুঝিবারে নারি
গভীর নিশীথে
বিমাতার আগমন কিবা হেতু ?
সত্য কিবা কহিলেন তিনি ?
আমা লাগি অসময়ে আগমন ।
সন্দেহ ! বৃথা এ সন্দেহ—
কেন নাহি হবে ?
স্নেহভরা রমণী হৃদয়,

সেই স্নেহভরে হেরিতে আমারে
পশেছিলা শয়ন-আগারে মম।
আহা, বিমাতা ও মাতা ভিন্ন নহে কভু।
(ভূমিতলে পতিত ছুরিকা দেখিয়া)
একি, শাণিত ছুরিকা ভূমিতলে?
কে আনিল হেথা?
বধিতে কি মোরে
পশেছিল কেহ কক্ষমধ্যে মম?
বিমাতারে হেরি
ত্যজি অস্ত্র ক'রেছে প্রস্থান?
কার সাধ্য পশে মম শয়ন-আগারে?
চারিদিকে সতর্ক প্রহরী আছে নিয়োজিত।
পৌরজন বিনা
কেহ নাহি পারে প্রবেশিতে
নিশীথে এখানে।
ওহো! পড়িতেছে মনে
এতক্ষণে সখার সে কথা!
বিমাতা! তাঁর এই ব্যবহার!
চিরদিন ভক্তিভরে সেবিনু চরণ,
জননীর সম
কত স্নেহ করিয়াছি যাঁরে!
প্রতিদান এই কিবা তাঁর?
আছিল বিশ্বাস,
যতদিন বহে শ্বাস,

নারী কভু
মমতারে না পারে ছেদিতে।
রমণী-হৃদয়
শুধু সরলতাময়—
রমণী-হৃদয়ে সকলি সম্ভবে,
ভাবিনি ত' কভু।
ভ্রমের ছলনে, জননীর জ্ঞানে
সাপিনীরে করিনু সম্মান—
আজি টুটীল সে অটল বিশ্বাস—
ওহো! দারুণ আঘাত!
ছার রাজ্য লাগি
প্রাণের সংশয় দিবানিশি;
ত্যজি বাস,
বনবাস করিব আশ্রয়—
রাজ্যলোভ ঘটায় জঞ্জাল
শান্তি সুখ হরে প্রতিক্ষণ।
রাজ্যে নাহি প্রয়োজন
জনক আদেশে
এতদিন পালিনু যতনে প্রজা,
লয়েছিনু গুরুভার।
এবে অশান্ত হৃদয়
ধায় শান্তি আশে নিভৃত নিবাসে।
প্রমোদ! প্রাণাধিক!
কাঁদে প্রাণ ছেড়ে যেতে তোরে;

কিন্তু কি সুখে রহিব হেথা ?
পলে পলে দারুণ তাড়না
তাই ধায় প্রাণ
নর সহবাস ত্যজিবার তরে।

[প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—ফুল্লরার কক্ষ।

(ফুল্লরা আসীনা।)

ফুল্লরা। ধিক্ শতধিক্ রমণী-হৃদয়ে!
সাধিতে নারিনু কার্য্য মায়াবশে!
যাক্—ক্ষতি নাই তায়—
প্রাণভয়ে হয়ে ভীত
পলাইয়ে গেছে দুষ্ট রাজ্য ত্যজি;
বিধির বিধানে এবে সফল কামনা
প্রাণাধিক প্রমোদে আমার
বসাইয়ে রাজ সিংহাসনে
পুরাইব জীবনের সাধ।
রাজমাতা বলি মোরে
সবে আসি করিবে সম্মান।
ফেটে যেত' বুক মম
হেরিতাম যবে
প্রজাগণ আসি নোঁয়াইত শির
অজিতের কাছে।

প্রমোদ—
এবে হবে প্রজার পালক
বাড়িবে সন্মান
রাখিবে অতুল কীর্ত্তি অবনী মাঝারে।
রাজমাতা আমি
সার্থকতা তার হইবে এবার,
মনসাধ পূর্ণ এতদিনে।
প্রমোদ আসিছে বুঝি!

(ক্ষিপ্রপদে প্রমোদের প্রবেশ)

ফুল্লরা। বৎস, ব্যস্ত কেন এত?
প্রমোদ। মাতঃ, দাদা কোথা?
অন্বেষণ করিলাম তার
পুরিমাঝে পাতি পাতি করি,
না হেরে তাঁহারে,
আকুল পরাণ,
আসিয়াছি তব পাশে লইতে সন্ধান।
ফুল্লরা। কেমনে জানিব বাছা?
প্রাতঃকালে উঠি শয্যা ত্যজি
শুনিলাম পৌরজন মুখে,
রাজপুরী ত্যজেছে অজিৎ
গত নিশাকালে।
প্রবেশিয়া শয়ন-আগারে তার
হেরিলাম শূন্য গৃহ।
আছে মাত্র শয্যার উপরে

পরিত্যক্ত রাজ পরিচ্ছদ।
রাজ্যমধ্যে দিয়াছি ঘোষণা
অন্বেষণ হেতু—
চারিদিকে পাঠাইনু চর
বৃথা পরিশ্রম
কেহ নাহি পাইল সন্ধান।

প্রমোদ। কহ মাতঃ জান যদি
কেন ত্যজিলেন রাজ্য
কি হেতু বা ত্যজিলা মোদের ?

ফুল্লরা। কেমনে বলিব বাছা,
কিছুই না জানি
কেন বা ত্যজিল রাজ্য
কোন্ দোষে ত্যজিলা মোদের
হেন ব্যথা দিয়ে প্রাণে !

প্রমোদ। কি হবে জননি,
দাদা বিনা কে রক্ষিবে পিতৃ-সিংহাসন ?
কে রক্ষিবে এ বিশাল পুরী ?
আর কার মধুর বচন
দুঃখে শান্তি দিবে গো মোদের ?
ধরি তব পায়, কহ গো আমায়
কোথা গেলে পাইব দাদায় ?

ফুল্লরা। ছিঃ বৎস, হ'ওনা উতলা,
জগতের এই শুভ নিয়ম।
এক রাজা যাবে, অন্য রাজা হবে,

রাজা বিনা সিংহাসন শূন্য নাহি রবে।
জ্যেষ্ঠ যদি রাজ্য নাহি চায়,
তা ব'লে কি সিংহাসন লুটাবে ধুলায় ?
তুমিও ত মগধের রাজপুত্র ;
দাদা তব হইল বিবাগী,
বসি এবে রাজ সিংহাসনে
সুখে কর প্রজার পালন।
বীর তুমি, বাঁধহ হৃদয়,
ঘোষিব এখনি রাজ্যময়,
রজনী প্রভাতে হবে অভিষেক তব।

[প্রস্থান।

প্রমোদ। বুঝিয়াছি মাতঃ
হিংসাপূর্ণ হৃদয় তোমার,
রাজ্যত্যাগী করেছ অগ্রজে।
ভাব কি জননি, আশা তব হইবে সফল ?
অগ্রজ আমার
নিরুদ্দেশ রবে চিরদিন,
আমি সুখে রাজ্য করিব শাসন !
এ হেন বাসনা,
কল্পনায় নাহি পায় স্থান।
হায় দাদা, কোথা গেলে তুমি !
ঘৃণা করি জননীরে,
করেছ' কি দূরে পলায়ন ?
কিংবা দেব,

সরলতাময় হৃদয় তোমার ;
সংসার—ভীষণ কান্তার,
হিংসা দ্বেষ আছে ফণা বিস্তারিয়া,
দংশিবারে তোমা হেন জনে।
তাই ত্যজি ধরাধাম
শান্তিধামে করেছ' প্রস্থান
চিরদিন তরে।
ওহো! বিদরে পরাণ—
আমা হেতু তোমার এ দশা।
না ছিল বিবাদ কভু,
এবে বিসম্বাদ ঘটায়ে জননী।
জানি আমি মাতার হৃদয়,
খলতায় পূর্ণ তাহা
শুধু মাতৃনিন্দা ভয়ে
সাবধান করিনি তোমায়।
ওহো! অম্বি আমি তব,
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিবা?
চিরদিন দাস
অনুগামী তব দেব,
রব তব সাথে ছায়া সম
যথা যাবে তুমি।
কিন্তু লুপ্ত হবে জনকের নাম,
জন্মভূমি তস্কর আবাস,
ভেবে মরি, কি করি, কি করি,

দুস্তর পাথারে কর্ণধার কেবা হবে ?
ত্যজি রাজ্য
চলে যেতে চায় মন,
কর্ত্তব্য করিছে নিবারণ।
আজি হতে দেব,
স্মৃতি তব ধরি হৃদি-সিংহাসনে,
পূজিব চরণ
যতদিন না পাই সন্ধান।
গুরুভার ন্যস্ত মম শিরে,
প্রজার পালনে,
সঁপি প্রাণ-মন,
কোনমতে নিবারিব দারুণ যন্ত্রণা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—প্রান্তর।

(অজিতের প্রবেশ)

অজিৎ। গতকল্য গভীর ত্রিযামা শেষে,
ছদ্মবেশে,
পরিহরি রাজপুরী আত্মীয় স্বজন,
অতিক্রমি ধীরে ধীরে নগর প্রান্তর
উপনীত মগধের প্রান্তদেশে এবে।
বুঝি এতক্ষণে হায় !
বিমাতার অভিপ্রায় হয়েছে সফল।

হায় নৃশংস রমণি !
কহে সবে সংসারের সার রত্ন তুমি ;
কল্পনায় আঁকে শুধু মোহন মূরতি ;
কিন্তু কেহ কভু ভেবেছে কি মনে,
অন্তরের হলাহল রাশি ?
ফুল মাঝে লুক্কাইত রহে অহী যথা।
হেরি বিমাতার দুর্নীত ব্যভার,
জন্মিয়াছে ধারণা আমার—
নিজ স্বার্থ তরে,
এ সংসারে রমণী না ডরে
গুরুতর পাপ কার্য্য করিতে সাধন।
ভাবি অনুক্ষণ
এ হ'তে অধিক রহস্য কিবা ?
চিন্তায় চিন্তায় এবে বিকল অন্তর,
ক্লান্ত কলেবর,
চায় প্রাণ লভিতে বিশ্রাম
ক্ষণেকের তরে।

(উপবেশন ও নরহরির প্রবেশ)

নর। খুব জবর ঘোরা গেল বাবা! সেই ভোর রাত্রে বেরোনা গেছে, তারপর দিন গেল, আবার রাত এল', এখন' পর্য্যন্ত সটান চলেছি, দেখতে দেখতে একটা রাজ্যই পার হয়ে এলুম। এ দিকে উদর দেবের আব্‌দার কিছু বেশী ; তাত হবেই, এ দিকে অষ্টরম্ভা কি না, ট্যাঁকও বাড়ন্ত, উদর দেব ঝোপ বুঝেই কোপ

মেরেছেন—তা থাকুন কতক্ষণ চেপে থাক্‌তে পারেন, ট্যাঁকে থাক্‌লেও বড় কিছু হ'তো না। এ যে পরিস্কার জায়গা, কাক চিল পর্য্যন্তও ফিরে তাকায় না, মানুষ ত দূরের কথা। এখানে পাবার মধ্যে শুধু মোলায়েম হাওয়া আর দু অাঁজলা জল; তাতেই উদর দেবের সেবা করা যাক্; আর বাড়ার ভাগ ত খাবি আছেই। (উপবেশন) ভাগ্যিস্ প্রিয়ম্বদা ছুঁড়িটার মুখে সব হাল মালুম হ'ল, তাইতো পেছু নিলুম। আমি ত বাবা আগেই ঠাউরেছিলুম, মেঘ ঝড় যেমন উঠছে, কবে বাজ পড়ে আর কি। শেষ সামলান দায় হবে। তাই সেদিন সখাকে পাকে প্রকারে সাবধান কর্‌বার চেষ্টা পেয়েছিলুম, তা সখা আমার যে বোকা, ভ্যাবাচ্যাকা মেরে গেল', তলিয়ে বুঝ্‌তে পার্‌লে না। আর ওত' কাল্‌কের ছোঁড়া, রায় বাঘিনীর মন্ত্র ভেদ করা কি ওর সাধ্য? এখন হাতে হাতে ধরা পড়েছে, তাই অাঁতে ঘা লেগেছে। ও রাজরাজড়ার কাণ্ডই আলাদা, ওদের বায়নাক্কা কিছু বেশী, সদাই প্রাণ হাতে ক'রে থাক্‌তে হয়, কে কবে কোপ মারে। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) তাইত চিরকালটা ভেসে ভেসে বেড়াবে—দেখা পাইত বুঝিয়ে বলি—না যায় ত' আমিও ছাড়ছিনি; দিনরাত ঘ্যান্ ঘ্যান্ কর্‌লে একদিন না একদিন মতি ফির্‌বে। দেখি ভগবান কি করেন, যাই এই নদীর ধার দিয়েই এই দিক পানেই যাওয়া যাক্,

(যাইতে যাইতে) ঐ না কে ব'সে রয়েছে. দেখতে ঠিক রাজপুত্তুরের মত নয়, দেখি দেখি (নিরীক্ষণ করিয়া) ভগবান তুমিই সত্য। আহা সখার দশা দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়, (অজিতের প্রতি) বলি সখা, সজ্ঞানে না অজ্ঞানে ?

অজিৎ। (চকিতে) একি ? কার বাণী পশিল শ্রবণে ?
কেও ? সখা ? তুমি ?
তুমি কি কারণে এসেছ এখানে ?

নর। কারণ তেমন কিছু নয়—তবে কি জান ঘরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেক্‌তে লাগলো, মনের ভিতর তাকালুম, সেখানটাত আরও ফাঁকা ঠেক্‌লো. মনটা ভারি বেগোড় আরম্ভ ক'র্‌লে, খালি হেঁচকা মার্‌তে লাগলো, হেঁচকা মারে আর বলে, "চল্ না, বেরিয়ে পড়্ না, একলা কি ক'রে থাক্‌বি, তার টান না সইতে পেরে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে এখানে এসে পড়েছি। বলি এখনত ঘোর কেটেছে, কেটে থাকে ত চল ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই—ও অমন কত হয়ে থাকে, তার জন্যে কি আর দেশ ছাড়ে, আমি ত তোমায় আগেই সাবধান করে দিয়েছিলুম, সেই থেকে যদি ছোট রাণীকে একটু দাবে রাখ্‌তে, তাহলে বোধ হয় এতদূর গড়াত' না। তুমিও নোল দিলে আর মাগীও যো পেলে—এখন এস', ঠাণ্ডা হ'য়ে বোঝ, তুমিই ত রাজা—ছোট রাণী না বুঝে দুটো কথা বলেছে, তার জন্যে কি এতটা কত্তে হয়—ওকি ?

পাগলের মতন ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে কি ভাবছো?

অজিৎ। কি কহিছ সখা?
কারে শুধাইছ ফিরিবারে বাসে?
আছে কি হে হেন ভাষা,
যে ভাষে অন্তরের আভাষ,
প্রকাশি তোমারে?
সখা, দেখেছ কি কভু বিমাতারে
অসি করে শয়ন আগারে?
পেয়েছ কি কভু দারুণ বেদনা?
তা যদি দেখিতে, তা যদি পাইতে,
কভু না কহিতে মোরে ফিরে যেতে বাসে।

নরহরি। (স্বগতঃ) ও বাবা, এতদুর গড়িয়েছে, আমি বলি বা দু একটা বচসার উপর দিয়েই গেছে; এ দেখছি বিষম ফ্যাঁসাদ। (প্রকাশ্যে) তা এখন কি ক'রবে শুনি।

(অদূরে গীতধ্বনি ও জনৈক সন্ন্যাসীর গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

গীত।

জান কি, কি কাজে, এস ধরা মাঝে,
পুনঃ কোথা যাও চলিয়া।
পুনঃ এস ফিরে, কি কাজেরই তরে,
নব যৌবনে ভরিয়া॥
ঢল ঢল ঢল তটিনীর জল
জান কি কেন সে চলে অবিরল।
নিশিথে চন্দ্রমা ছড়ায়ে জোছনা
মলয় সমীর বহিয়া॥
নব প্রভাতে কেন উঠে রবি

নীলাম্বরে যেন নব রাঙ্গা ছবি ।
ঈশাদেশে সবে ধাইছে নীরবে
করম ক্ষেত্রে ভাসিয়া ॥

(উভয়ের সন্ন্যাসীকে প্রণাম)

সন্ন্যাসী । কে তোমরা দুজনে
ভ্রমিছ বিজনে ?
কহ বৎস, রাজপুত্র বলি অনুমানি তোমা
কি ভাবে ত্যজেছ' গৃহ বাস ?
ধারা কেন দুনয়নে ?

অজিৎ । দেব মধুর বচনে,
পুত্র বলে সম্ভাষিলে দাসে,
জুড়াল শ্রবণ
হৃদিভার হইল লাঘব ।
আছে অধিকার তব
জানিতে সকলি ।

নর । অন্তরাটা না হয় আমিই সন্ন্যাসী ঠাকুরকে ভেঙ্গে ব'লছি। ঠাকুর আপনি সত্যই অনুমান করেছেন, ইনি রাজপুত্র, তবে এঁর বরাতটা খুব ভাল। এঁর আপনার বলতে কেউ নাই, বল্লেই হয়, তবে এক হিতৈষিনী বিমাতা আছেন—তা তাঁর ব্যবহার ঠিক বিমাতারই মতন, একটুও এদিক ওদিক নেই একেত সতীনের কাঁটা চখের শূল ; তার উপর ইনি হ'লেন রাজা, অতটা সইবে কেন, তাই কাঁটাটা পথ থেকে সরাতে চাইলেন, কাজ হাসিল হয় আর কি, এমন সময়ে ধর্ম্মের কলে ধরা পড়লেন। তার পরে

কি হ'ল আপনি বিজ্ঞ, বুঝতেই পাচ্ছেন, ইনি রাজ্য ছেড়ে বিবাগী হ'লেন, আর ওদিকে ছোটরাণীর পথ পরিষ্কার। এখন দেখুন, এর যদি কোন বিহিত কর্ত্তে পারেন।

সন্ন্যাসী। কহ বৎস, একি বার্ত্তা শুনি?
এহেন কারণে বিরাগ উদয়
নহেত উচিত কভু।
পাইয়াছ দারুণ আঘাত
প্রতিঘাত নাহি কিবা তার?
তরুণ বয়স; শান্তি আশে
মত্ত সম কান্তার ভ্রমণ
শয্যা তরুতল, পবন অশন,
শান্তি কি পাইবে তাহে?
শান্তিসেবী যেই
শাস্ত্রের বচন গভীর রহস্য
বোধগম্য তার।
শুন (বৎস্য)
তত্ত্ব রত্ন বিনিময়ে
ঘুচে যাবে অজ্ঞান তমসারাশি
"অনিত্য সংসার, মাত্র কর্ত্তব্যই সার
পরহিত লক্ষ্য করি॥"
সাধু সদাব্রত
পরহিতে সদা কাটায় জীবন,
কর্ত্তব্য বিমুখ,

অলসে বহিছে গুরুভার
শ্রান্তিময় যাতনা জড়িত।
রাজ পুত্র তুমি
নহ সামান্য মানব সম,
প্রমাদ যদ্যপি বিমাতা কারণ
মনখেদ কিবা হেতু?
কি কাজ যাইয়ে তথায়?
দেশান্তরে, অন্য কার্য্য করহ গ্রহন
কার্য্যক্ষেত্রে বহু কার্য্য সম্মুখে তোমার,
অবতীর্ণ তথা,
এক হেতু কেন ত্যজিবে সবারে?
এত নহে কার্য্যে অবসর
(শুধু) মোহের ছলনে আলস্য আশ্রয়।
তুমি হেথা চিন্তা সহচরী সহ
কেঁদে কেঁদে বহিবে জীবন—
আর—কোথা
দীন প্রজা সক তরে ডাকে দীননাথে;
দুর্দ্দিন উদয় বলি
অত্যাচার সহিছে নীরবে;
তপ্তশ্বাস
মিশি উষ্ণ বারি সনে
শ্রীপতি চরণ দহে নিরন্তর—
কর দুঃখ বিমোচন
সামান্য কার্য্য নহে ত ইহা!

শুন বৎস সার মর্ম্ম
কার্য্যময় ত্রিভুবন,
লক্ষ্য মোরা সবে,
জন্মিয়াছি শুধু কার্য্য করিবারে,
পরে হরি পদে মিশাইতে শ্বাস
বনবাস বার্দ্ধক্য বয়সে।
আহা বাজে প্রাণে!
এ সাজ কি তোরে সাজে!
চল বৎস আশ্রমে আমার
ক্লান্ত তুমি অতিশয়,
আছে গূঢ় রহস্য অপর
ক্রমে শুনিব সকলি।

অজিৎ। আজ্ঞা তব শিরোধার্য্য দেব!
তব উপদেশে মম
বেদনার কথঞ্চিৎ হ'ল উপশম।

[উভয়ের প্রস্থান।

নর। বাবা, সন্ন্যাসী ত নয়, যেন ছাই চাপা আগুন; নিশ্চয় কোন সিদ্ধ পুরুষ হবেন। যাই দেখি কোথা যায়। সখা যদি আমায় নিজের সঙ্গে রাখতে আপত্তি করে, তবে ঐ ঠাকুরকে ধল্লেই সব দিক বজায় হবে। কেমন মজা দেখনা, আমি দেশ ঘর ছেড়ে ওঁর পেছু পেছু এলুম, আর উনি কি না সাফ ব'লবেন, 'চলে যাও"। আচ্ছা বাবা দেখি কতদূর গড়ায়, সঙ্গ ত ছাড়ছিনি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হৈহয় রাজ্য।

দৃশ্য —উপত্যকা উপরিস্থিত উদ্যান।

(সিন্ধুবালা আসীনা।)

কি জানি কি প্রহেলিকা জীবন আমার !
কেবা আমি কার সুতা,
জন্ম কোন্ দেশে—
কিছু নাহি মনে।
জটিল রহস্য
তত্ত্ব আশে
ধায় মন অতীতের পানে।
পূর্ব্ব স্মৃতি
ক্ষণপ্রভা সম কাদম্বিনী কোলে,
দানি আভা ক্ষণেকের তরে,
হৃদিঘোর বাড়ায়ে আমার ;
বিস্মৃতি, বিস্মৃতি নিয়ে আসে—
হায় ! মনে হয় যেন
অন্য কোন উদ্যান মাঝারে
ফুটেছিল এই ফুল ;
প্রবল ঝটিকা আসি
বৃন্তচ্যুত করি
নিক্ষেপিল দূরে তায়।
মনে হয় বালিকা বয়সে
ছিল যেন অন্য কেহ জননী আমার,

যেন অন্য কা'র ক্রোড়ে বসি
নাচিতাম খেলিতাম কত
মনের হরষে।
দেব তুল্য আর একজন
ছিল যেন জনক আমার।
স্নেহমাখা মধুর আদরে
লইতেন কোলে মোরে ;
করিতেন বারবার বদন চুম্বন।
মনে হয়, বাল্য সহচরী মম
ছিল অন্য কত।
সরলা বালিকা সবে
আমা সনে খেলিত সতত।
কিবা যেন অন্য এক নামে
সাদরে ডাকিত মোরে।
এতদিন চিন্তা এ সকল
'শায়নিক' স্থান হৃদয়েতে মম।
হৈহয়ের রাজরাণী দোঁহে
লভেছিনু পিতা মাতা রূপে।
অযাচিত স্নেহ ছিল মম প্রতি
(তাই) মুগ্ধ হ'য়ে ভুলেছিনু সব।
কিন্তু হায়
দুর্ভাগ্য সঙ্গিনী আমি
(তাই) পিতৃমাতৃ সম রাজারাণী দোঁহে
কাঁদাইয়া মোরে

চলি গেলা স্বর্গপুরে চিরদিন তরে।
এবে পূর্ব্বস্মৃতিগুলি
একে একে মানসে উদিয়া
বিষম যাতনা দেয় প্রাণে।
রাণী আমি এবে এ দেশের;
কিন্তু রাজ্যসুখ
না পারে তুষিতে প্রাণ মম।
সদা ভাবি মনে
কোথা সেই পিতামাতা?
যাঁহাদের স্মৃতি হৃদে জাগে মম,
কোথা গেলে পাইব তাঁদের?
কেবা ব'লে দেবে?
আজও কি আছেন তাঁহারা
এই মর্ত্ত্যধামে?
বারেক যদ্যপি পুণ্যফলে মম
পাই হেরিবারে চরণ তাঁদের
ধন্য হয় এ জীবন;
বিপুল বৈভব
ত্যজিবারে পারি অনায়াসে।
নাহি চাহি রাজ্যসুখ।
কি হবে উপায়?
এ তাপিত প্রাণ কিসে হইবে শীতল।

(গীত গাহিতে গাহিতে সখিগণের প্রবেশ)

গীত।

চুপে চুপে বহে যায় চিন্তার লহর,
কুলহীনা মলিনা বিষের আকর।
এক আসে এক যায়,
বিরাম নাহিক তায়,
গড়াভাঙ্গা কত শত প্রাণের ভিতর।
জীবনের এতটুকু সুখ
নাহি রাখে কোনমতে ভেঙ্গে দেয় বুক,
নিরাশা কুয়াসা আসি ঘেরে তায় নিরন্তর।
আঁধারে মিশায়ে যায় ছবি যত সুখকর।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কহ্লান রাজ্য।

দৃশ্য —অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

ভীষ্মদেব ও কল্যাণী

ভীষ্ম। প্রাণসমা চিত্রলেখা সহ
মগধের রাজপুত্র
প্রমোদের বিবাহ বিষয়ে,
রাণি তোমার কি মত ?
মগধ নৃপতি আছিলেন
প্রিয় মিত্র মম।
নিয়তির অলঙ্ঘ্য নিয়মে
ত্যজেছেন ধরাধাম।
ভাবি সদা মনে
সে মিত্রতা মগধের সনে,
কেমনে রাখিব !

ছিল আশা এক
অজিতের সনে পুষ্পের বিবাহ দিয়া
রাখিব সে মিত্রভাব ?
কিন্তু হায় ! বিধির ইচ্ছায়
নিরাশ হয়েছি তায় ;
হারায়েছি প্রাণের দুহিতা অকালে ।
শুনি এবে রাজ্যত্যাগী অজিৎকুমার
তাই ইচ্ছি মনে
সঁপিতে চিত্রারে প্রমোদের করে,
পূর্ব্বভাব রহিবে অটুট ।

কল্যাণী । মহারাজ বুঝি সব ।
কিন্তু প্রমোদ কুমার করে অস্বীকার
এই পরিণয়ে ।
চাহেনা সে যায়
কেমনে তাহায় সঁপিবে তাহারে ?
সুখকর না হইবে কভু সে মিলন,
আমি নারী বুঝিতে না পারি
কেমনে সম্ভবে ইহা ।

ভীষ্ম । রাণি ! ভুল বুঝিয়াছ তুমি
ভাল জানি প্রমোদের মন ।
কেন অসম্মত
পরিণয়ে প্রমোদকুমার
বুঝ নাহি তুমি !
ভ্রাতৃভক্ত ভ্রাতৃগত প্রাণ

দেবতুল্য ভ্রাতার বিরহে
হইয়াছে অতীব কাতর।
তাই বীতস্পৃহ হয়েছে সংসারে।
কিন্তু লক্ষ্মীরূপা চিত্রারে আমার
পেলে পত্নীরূপে বামে
ঘুচে যাবে এ বিষাদ ঘোর।
সংসার মায়ায় পুনঃ হবে অভিভূত।
মাতা তাঁর আছেন সন্মত
দুহিতারে মম, লইবারে পুত্রবধূরূপে।
তাই জিজ্ঞাসি তোমায়
এ বিবাহে তোমার কি মত?

কল্যাণী। মহারাজ! দাসী আমি
আছে অধিকার সেবিতে চরণ শুধু—
হিতাহিত বিবেচনা আমারে কি সাজে?
তবে যদি নিজ গুণে
দাসীর বাড়ায়ে সম্মান
চাহিছ মন্ত্রণা,
কি দিব উত্তর—
জানি তুমি, ভাল বলি
যাহা লয় মনে
নিঃসঙ্কোচে কর তাহা।
কিন্তু অভাগিনী আমি
না জানি কি আছে ভালে—
ডরি প্রাণে মহারাজ

পাছে অমঙ্গল ঘটে কিছু তার,
পরিণয়, পাছে হয় বিষের আকর,
আন্দোলন এই হেতু:
অন্য মত কিবা।

ভীষ্ম। প্রিয়ে,
পতিব্রতা তোমা সম আছে কি জগতে?
তাই ভাল জান বাড়াতে সন্মান
তুচ্ছ করি আপনারে।
কিন্তু জীবন সঙ্গিনি!
বাঁধিয়াছ নিজগুণে;
অর্দ্ধাঙ্গিনী তুমি
চরণের দাসী বলি তুষিলে আমারে,
কিন্তু ভেবে দেখ মনে
কি সম্বন্ধ আমাদোঁহে
অভেদ্য বন্ধন, ধর্ম্মসাক্ষী করি
প্রাণ বিনিময়ে লভিয়াছি তোরে,
সে কি শুধু বিলাসের হেতু?
ক্রীড়ার পুত্তলি
সেবিবারে চরণ কেবল?
মূর্খের কল্পনা!
দুর্জ্জন হীনমতি
দয়িতারে রাখি পদতলে
দাসী সম গণে তারে।
সুজন সুমতি,

পতিরতা রমণীরে
বসাইয়ে হৃদি-সিংহাসনে
ধন্য জ্ঞান করে আপনারে।
ভাবি দেখ প্রিয়ে
মহীপতি আমি, আজি এ মহীমণ্ডলে.
করুণার উৎস
স্রোতস্বিনী সম বহিছে হৃদয়ে,
সুকুমার বৃত্তিচয়
ভ্রান্ত পথে বিচরে না কভু,
তুষ্ট সবে শাসনের গুণে
গাহিতেছে যশ শত মুখে,
নাহি কি কারণ এ সবার ?
তব গুণে গুণবতী, আছি বসে
মহত্ত্বের তুঙ্গশৃঙ্গপরে
আপন গরবে যেন আপনি উন্নত।
হৃদি বিহারিনি !
হৃদে ধরি তোরে
বলীয়ান আমি সামান্য মানব
আমি কার্য্য তুমি হে কারণ,
শক্তি বিধায়িনি !
আছে পূর্ণ অধিকার মম প্রতি
চলে মন তোমার ইঙ্গিতে।
কেন তবে আদরিনী
অসম্মত মন্ত্রনা প্রদানে ?

বাক্য মম না কর হেলন
কহ প্রকাশিয়া তব মত কিবা ?

কল্যাণী। প্রাণেশ্বর !
উদারতাময় হৃদয় তোমার।
তাই হেন ভাষে তুষিছ দাসীরে।
নহে দাসী উপযুক্ত তার—
অধিনীর অন্য মত নাহি কিছু আর।

ভীষ্ম। চল প্রিয়ে, বিলম্ব না করি।
সেনাপতি বীরমলে উপহার সহ
পাঠাইব মগধেতে আজি।
গুণবান প্রমোদ কুমার
অপমান করিতে আমার
কভু না পারিবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

সমুদ্র তীরস্থ পর্ব্বত

দৃশ্য—প্রাতঃসূর্য্যের উদয়

(সমুদ্র বক্ষে ক্ষুদ্র নৌকা, ও তদুপরি ক্ষেপনী হস্তে নরহরি ও সন্ন্যাসী বেশে অজিৎ)

অজিৎ। উঃ এত কষ্ট !
মানব হৃদয় সহিতে যে পারে

ভাবি নাহি কভু ভ্রমে।
কিন্তু আজ নিজ অদৃষ্টের ফলে
দুঃখের যাতনা করি অনুভব।
হায় জগদীশ!
না দিলে জনম কেন দরিদ্রের ঘরে ;—
তা' হলেত বাল্যকাল হতে
শিখিতাম সহিতে যাতনা।
সুখের সাগরে
ভাসিয়াছে চিরকাল যেই
তার প্রাণে এ হেন দুঃখের জ্বালা
সহে কি কখন?
দিবানিশি কত সহি দুঃখ
হায় বিধি
আর কত লিখেছ' এ ভালে?

নরহরি। বলি সখা কি ভাব্ছ? আর কাজ নেই সখা, ঘাড়ের ভুতটাকে আস্তে আস্তে নাবিয়ে দাও। চল, ঘর মুখো হই।

অজিৎ। কার আশে ফিরে যাব বাসে?
কোথা ঘর?
কে আছে আমার?
দুরন্ত শমন হ'রেছে জননী
এবে কার সুমধুর বাণী
জুড়াবে এ তাপিত পরাণ,
মরুভূমি, মরুভূমি সম এ জীবন!

দগ্ধ প্রাণ
থেকে থেকে চাহিছে পশ্চাতে,
নয়নেতে বারি, প্রমোদেরে স্মরি ;
নাহি জানি কত সহে বিরহে আমার
আহা ! তরুণ বয়স
রাজ্যভার পড়িয়াছে শিরে !
যাও ফিরে সখা
কেন স্বইচ্ছায় সুখে দিয়ে জলাঞ্জলি
দুঃখের পশরা বহ চিরদিন ?

নরহরি। বাঃ বাঃ ! বেশ বুদ্ধির দৌড় দেখ্ছিত ? রাজার বুদ্ধি কিনা ? আমি এলেম কোথায় তোমার সঙ্গে থেকে রাজ ভোগের অংশটা মার্ব ; না তুমি আমায় ফাঁকি দিয়ে সে সুখে বঞ্চিত কর্তে চাও ? আবার আমায় দেশে ফিরে যেতে বলা হ'চ্ছে ? হাঁ বাবা, রাজবুদ্ধি বটে ! পাছে কিছু কম পড়ে। তা সখা আমায় কি এখন' চিন্‌তে পারনি, আমি যে কাঁঠালের আটা, আমায় ছাড়ান তোমার কর্ম্ম নয়।

অজিৎ। কেন মোরে আর
রাজা বলি কর উপহাস—
আর আমি নহি রাজা।
ভিক্ষা অন্নে, যেই করে জীবিকা নির্ব্বাহ
তারও চেয়ে হয়েছি অধম
দিবানিশি মনাগুনে জ্বলি নিরন্তর,
কেন আর বাড়াও সে জ্বালা ?

নিজ দুঃখ তরে না ভাবি অন্তরে,
যা লিখেছেন বিধি পোড়া ভালে
তাই হবে, কার সাধ্য নিবারিবে তাহা।
কিন্তু তোমা তরে ভাবি আমি
তুচ্ছ গণি আপন জীবন
হতভাগ্য বন্ধু তরে
স্বইচ্ছায় দে'ছ ঝাঁপ বিপদ সাগরে।
সেই ঘোর নিশাকালে
রাজ্য সুখে দিয়ে জলাঞ্জলি
ভাসিলাম যবে এই বিপদ সাগরে
তুমি হলে সাথী অভাগার
বিধি, সুখ লেখে নাই মম ভালে
মিছে কেন কর আকিঞ্চন।
যাও সখা গৃহে ফিরে
প্রমোদ বালক অতি
হেরিলে তোমারে
সাহস সে পাবে হৃদে।
যাও সখা ; প্রমোদের সহ মিলি
রাজকার্য্য কর সমাধান।

নরহরি। আর আমার রাজকার্য্য সমাধান করে কাজ নাই সখা! রাজারাজড়ার সঙ্গে মিশে যা সুখ তা বেশ টের পাচ্ছি। এখন গরীবের ছেলে প্রাণে বেঁচে থাক্‌লে হয়! বলি সখা তোমার হৃদয়ে কি একটু দয়া মায়া নাই? রাজ্য ঐশ্বর্য্যত সব অম্লান বদনে ত্যাগ করে

এসেছ, আবার আমাকে শুদ্ধ তাড়াতে চাইছ ?

অজিৎ। সখা, কেন ভাব বিপরীত ?
ক্ষম অপরাধ
ব্যথা যদি পেয়ে থাক প্রাণে।
ওহো !
মানব চরিত্র অতীব বিচিত্র
সম্পদে,
পঙ্গপাল সম আসিয়ে দুয়ারে
তুষিবে তোমারে নানামতে
কিন্তু দুর্দ্দিন যবে
সম্পদ রাশি হরিবে নিমিষে ;
ফিরে না চাহিবে কেহ,
ছেড়ে যাবে সবে নবসুখ আশে।
বুঝ সখা
বিপরীত ব্যবহার তব
ত্যজিয়ে স্বজন
বিজনে ভ্রমিছ আমা লাগি।
ঋণী তব কাছে রব চিরদিন
তোমা বিনা কে-আছে আমার
কাঁদে প্রাণ ছাড়িতে তোমারে ;
ভাবি পুনঃ
কর্ম্ম দোষে হেন দশা মোর ;
নিজ সুখে হয়ে বাদী
কেন ফের পাছে পাছে মোর।

(পর্ব্বতোপর হইতে অলক্ষ্যে সিন্ধুবালার
সখীগণের গীত।)

পূরব গগনে রক্তিম বরণে
উজলি দশদিশি দিনমণি উদিল।
হেরি প্রাণপতি কমলিনী সতী
ফুটি সরোবরে মধুর হাসিল॥

অজিৎ। সখা! মধুর সঙ্গীত
কোথা হতে পশিছে শ্রবনে?
সুধা যেন ঢালিতেছে প্রাণে—
ঐ শুন আবার গাহিছে।

(পর্ব্বতোপরি সিন্ধুবালার ও সখীগণের আবির্ভাব
ও সখীগণের গীত।)

গুন্ গুন্ রবে গাহি প্রেম গীত
অলি আসি জুটিল।
আসি কাছে কাছে প্রেম মধু যাচে
লাজে ঢলি ঢলি নলিনী সুন্দরী
নিবারিছে তারে
নিলাজ পবন অতি ধীরে ধীরে
নলিনী সুবাস হরি বহিল
সে সুবাসে মন প্রাণ মাতিল॥

অজিৎ। হের সখা! কিবা মোহিনী মূরতি
শোভে ঐ গিরিপরে।
মানবী নহেত হেন মানি
অপ্সরী, কিন্নরী, হবে দেববালা
কিম্বা গগনের চাঁদ
উদয় ভূধরে।
আহা! এ রমণী অঙ্কলক্ষ্মী যাঁর

ধন্য সেই জন।

নরহরি। তাইত রে বাবা? এ যে কোন পরীর রাজ্যে এসে পড়লুম দেখছি।

সিন্ধু। (অজিৎকে দেখিয়া) আহা মরি!
কে বা ওই পুরুষ রতন,
বঙ্কিম নয়ন,
সুভঙ্গিম ঠাম
অঙ্গে ঝরে লাবণ্যের রাশি,
বীরবপু
গৈরিক বসন করেছে ধারণ।
দিনমণি হাসায়ে মেদিনী
খেলিতেছে রঙ্গে ভঙ্গে তরঙ্গিনী সনে
বুঝি প্রতিবিম্ব তার
নেহারি নয়নে।
সামান্য নহে এ মানব
দেয় লাজ পঙ্কজ পতিরে।
যতই নিরখি
না পারি ফিরাতে আঁখি
খাড়ে তৃষ্ণা চকোরিনী সম।
একি!
দরশনে সর্ব্ব অঙ্গে পুলক আমার
আহা, নাহি জানি কোন ভাগ্যবতী
সেবে ঐ রাতুল চরণ।

প্রঃ সখি। (স্বগতঃ) সখি যে আমার দেখছি একেবারেই ধ্যানে

মগ্ন। (প্রকাশ্যে) বলি রাজকুমারীর শিবপূজাটা এই, খানেই হবে নাকি ?

সিন্ধু। প্রকৃতির শোভা হেরি
হয়েছিনু চিত্তহারা।
হইয়াছে বেলা
চল যাই গৃহে এবে।

[সিন্ধুবালার ও সখীগণের প্রস্থান।

অজিৎ। কোথা গেল ?
কাল মেঘ আসি
করিল কি গ্রাস পূর্ণিমার শশধরে ?
সখা ! অপার করুণা তব মম প্রতি
কর দয়া এবে
রাখ প্রাণ এ বিপদে মম,
হেরিবারে পুনঃ ও চারুহাসিনী
প্রাণ বড় হতেছে ব্যাকুল।
ধরি তব পায়, দেখ কোথা যায়
চল মোরা যাই ত্বরা করি।

(তরণী হইতে তীরে ঝম্প প্রদান)

নর। যা হ'ক্ ঈশ্বর একটা কিনারা দিলে বাঁচি।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

মগধ রাজ্য।

দৃশ্য — রাজপুরের কক্ষ।

(প্রমোদ কুমারের প্রবেশ।)

প্রমোদ। কি করিব কোথা যাব
কোথা গেলে জুড়াবে জীবন।
সুসজ্জিত রাজপুরী
দাদা বিনা শূন্যময় হেরি।
জ্বলে হৃদি দাদার বিহনে।
শান্তি আশে ছুটি চারিভিতে,
কিসে শান্তি পাব এ পোড়া হৃদয়ে ?
মাতার আদেশে
ঐ পুনঃ আসিছে নর্ত্তকীগণ
ভুলাইতে মোরে
নৃত্যগীত বিলাস বিভ্রমে।
হায় মাতা
সুখ সাধ ছেড়ে গেছে চিরদিন তরে,
ধরা যেন বিষে-ভরা
তবে কি হেতু প্রয়াস
ফিরাতে আমার মন
স্বার্থময় সংসারের প্রতি।
আছি আশা পথ চেয়ে
অগ্রজের তরে ;

তারি আশে মাগো গৃহবাসী আজি।

(গীত গাহিতে গাহিতে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

গীত।

ভালবাসা আপনি আসে শিখান না যায়।
ফুটলে কলি, প্রেমিক অলি, তারি পানে ধায়।
প্রাণে প্রাণ মিশলে পরে, প্রেমের সুধা আপনি ঝরে,
তখন চায়না কারে শিখাবারে প্রেমেরি ধারায় ;—
হয়ে আপন প্রেমে আপনি বিভোর, আপন মনে নাচে গায়।

(প্রতিহারীর প্র.বশ)

প্রতি। (অভিবাদন করিয়া)
কহ্লানের সেনাপতি দ্বারে
অপেক্ষিছে সাক্ষাৎ মানসে
কিবা আজ্ঞা হয় প্রভু
আনিতে তাহারে হেথা ?

প্রমোদ: কহ কিবা প্রয়োজন তার ?

প্রতি। কিছু নাহি জানি তাহা।
প্রকাশিতে অভিলাষ তার
করে অস্বীকার আমার সকাশে।
আপনার দরশন একান্ত বাসনা।

প্রমোদ। লয়ে এস সাদরে এখানে।

প্রতি। যথা আজ্ঞা তব দেব।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

প্রমোদ। (নর্ত্তকীগণের প্রতি)
নিরজনে থাকিব ক্ষণেক
আছে প্রয়োজন মম

যাও সবে নিজ স্থানে।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

(স্বগতঃ) আসিয়াছে কহ্লানের সেনাপতি।
না বুঝিনু আগমন হেতু তার।
পুনঃ কি কহ্লান রাজ
তনয়ার পরিণয় তরে
প্রেরিয়াছে দূতে ?
কিন্তু বৃথা আকিঞ্চন
ইচ্ছা তাঁর তনয়ারে
চিরতরে দিতে বলিদান।
অগ্রজ প্রবাসে
মনদুঃখে কাটায় জীবন
কাঁদে প্রাণ বিরহে তাঁহার
চমৎকার চমৎকার
এবে প্রণয় কল্পনা।
অন্তর আমার,
বিজন প্রান্তর সম বিভীষিকাময়—
মরুভূমে যথা
ভীষণ পবন রবিকর সহ,
বিস্তারি অনল রাশি
লক্ষ্যহীন শ্রান্ত পথিকেরে
ফেলে অকুল পাথারে
হতাশে সে নেহারে আঁধার
নেহারি সম্মুখে

আকাঙ্খিত দেশ, বিমোহন ছবি
ধায় মত্ত মরিচীকা পানে
তৃষিত চকোর সম বারি আশে।
বিফল প্রয়াস, ভগ্ন মনোরথ—
নিরাশার হুতাশন শুষ্ক করে
হৃদয় শোণিত ;
তেমতি গো দশা মোর!
মরুভূমি, মরুভূমি হৃদয় আমার।
সুখ আশা উদি নিমিষের তরে
নিরাশ আঁধার চকিতে বাড়ায়
মরিচীকা সম।
একি মত্ত মন না মানে বারণ,
পড়ে মনে সেই দিন—
তটিনীর কুলে হেরিনু বালারে।
সুকেশিনী
চুরি করি শশিহাসি
নীলাম্বরে কাদম্বিনী পানে
আছিল চাহিয়া!
সহসা পড়িল দৃষ্টি আমার উপর,
নয়নে নয়নে কত কথা হয়ে গেল সাথে
মরি লজ্জা-নম্র-মুখী,
অঞ্চলে ঢাকিল বদন—
চুরি করি ছবি তার রেখেছি অন্তরে।
আহা! সরলা বালিকা!

সুখ আশে ভজিবে আমারে
পাইবে দারুণ তাপ,
অকালে শুখায়ে যাবে কনকলতিকা!
সাধ হয় ধরি হৃদে হৃদয়ের চাঁদ
হৃদি বেগ সম্বরি তরাসে!
এবে আর নহে সে হৃদয়
চিন্তানল উষ্ণশ্বাস সহ
শুখায়েছে মমতার বারি,
সুকুমার বৃত্তিভাব
হৃদিবাস গিয়াছে ত্যজিয়া
অনুর্ব্বর এবে।
আহা অনুরাগে রাগে
প্রেম আশে চাহিবে আমার পানে,
প্রতিদান তার
হাহুতাশ, দীর্ঘশ্বাস, ফিরায়ে বদন।
দারুণ কল্পনা!
বেদনা আনিছে প্রাণে
কোন্ প্রাণে কাঁদাব বালারে!
যদি কভু দৈববলে
সুদিন উদিয়ে হরয়ে তামসীরাশি
মনসাধ পুরাব হরষে,
নহে দুঃখভার বহিব নীরবে,
কেন তবে তারে করি ভাগী?
দেখি, কোন মতে বুঝাইব দূতে

নিবেদিতে নৃপে
ত্যজিবারে অশুভ কল্পনা।
(বীরমলের প্রবেশ ও অভিবাদন)
(প্রকাশ্যে) কহ সেনাপতি
কহ্লন রাজের কুশলত সব ?
বীরমল। কুশল সকলি যুবরাজ।
অসময়ে আসি
করিয়াছি বিশ্রামে ব্যাঘাত
আশা করি অপরাধ ক্ষমিবেন মোর।
প্রমোদ। কেন কহ এ হেন বচন ?
আছিলেন কহ্লান রাজন
চিরদিন পিতৃবন্ধু মম
আসিয়াছ কার্য্যে তাঁর
তাহে তব কিবা অপরাধ।
কহ ত্বরা আগমন কিবা হেতু ?
আমা হতে কোন্ কার্য্য হইবে সাধন ?
বীরমল। যুবরাজ !
তব করে দুহিতারে করিতে অর্পণ
কহ্লান রাজন করেছেন অভিলাষ।
বাসনা তাঁহার
আসিয়াছি করিতে জ্ঞাপন
পূরাণ যদ্যপি
কৃতার্থ হবেন তিনি।
প্রমোদ। একি ঠেকিনু বিষম দায়

কতবার বিবাহ প্রস্তাব,
করিলা রাজন,
প্রত্যাখ্যান বার বার
হতমান সেই হেতু
ডরি পাছে রুষ্ট হন তিনি।
সেনাপতি করি হে মিনতি
পিতৃসম গণি তাঁরে
জানাও বারতা
অসাধ্য সাধন
আমা হ'তে কেমনে সম্ভিবে?
আমি অভাজন
নারিলাম রাখিতে সন্মান
অবোধ সন্তান বলি
অপরাধ করেন মার্জ্জনা।
বীরমল। যুবরাজ! এই কি উচিত!
বৃদ্ধ পিতৃবন্ধু তব
জরজর জ্যেষ্ঠা কন্যা শোকে;
পাশরিতে সে শোক কিঞ্চিৎ
কনিষ্ঠা কন্যায় তব করে
অর্পিবারে সাধ
অবহেলে প্রত্যাখ্যান করিলে তাহার,
নাহি জানি এবা কোন্ রীতি?
রাজ মান্য ভাল জানে রাজা
সেনাপতি হ'তে।

প্রমোদ। সেনাপতি, দূত তুমি, বার্ত্তাবহ
দূত মুখে হেন উচ্চ কথা
নাহি শোভে কভু।
বীরমল। করি তা স্বীকার
কিন্তু হেন ব্যবহার সাজে কি তোমার?
রাজোচিত ধর্ম্ম কর্ম্ম যার
তার কাছে প্রগল্‌ভতা মম উপদেশ।
জ্ঞানহীন বালকের মত
ব্যবহার যার,
তার কাছে হেন উপদেশ
মূল্যহীন নহে কভু।
এ বিবাহে গৌরব তোমার—
কিন্তু ক্ষণতরে না ভাবি অন্তরে
স্বইচ্ছায় আপনার সৌভাগ্য-তরণী
ডুবাইতে বসিয়াছ জনমের তরে।
তাই পুনঃ সাধি আপনারে
মতিমান,
মতিস্থির করুন বিবাহে।
প্রমোদ। কি কহিলে সেনাপতি?
পরিণয়ি কহ্লানের রাজকন্যা
বৃদ্ধি পাবে গৌরব আমার?
বাতুলের সম এ বচন।
পূর্ণিমার শশধর প্রভা সম
মগধের যশে পূর্ণ ধরা

নহ অবগত তুমি ?
চারিদিকে দেখ চেয়ে কত নৃপমণি,
মগধের সহ সখ্যতার তরে
লালায়িত সদা।
কে না ইচ্ছে মগধনন্দনে
অর্পিতে তনয়া তার,
লভিবারে অতুল গৌরব ?
ছিঃ ছিঃ কি ভ্রম তোমার
হেন কথা না আনিহ মুখে আর।

বীরমল। ক্ষান্ত হ'ন যুবরাজ
ধরাতলে মগধের কীর্ত্তি যত
অজানিত নহে ত কাহার।
মগধের জ্যেষ্ঠ রাজসুত
অজিৎকুমার
সহসা এ রাজ্য ত্যজি গেল বনবাসে ;
মগধের এই কীর্ত্তি
আজিও ঘোষে দেশে দেশে।

প্রমোদ। আরে রে পামর ! এত স্পর্দ্ধা তোর,
ফেরু হ'য়ে পশিয়া এ সিংহের গহ্বরে
করিলি রে অপমান সিংহশাবকেরে।
নীচ মুখে হেন উচ্চভাষ, নাহি সহে প্রাণে,
কি কহিব, দূত তুই, অবধ্য।
নহে প্রমোদের করে
হ'ত শিক্ষা বিধিমত।

দূত গাত্রে অস্ত্রাঘাত কলঙ্ক বীরের
ভাগ্যবলে তাই আজি পেলি পরিত্রাণ।

বীরমল। ভাগ্যবলে পেনু পরিত্রাণ—
ভাগ্য নহেক আমার,
ভ্রাতৃহন্তা নহি আমি—
ভাগ্য তব, তাই আজ আমার সম্মুখে
এখন কহিছ হেন কর্কশ বচন!
নহে এতক্ষণ ধরা হ'তে
মুছে যেত নাম তব।

প্রমোদ। (স্বগতঃ) হায় মাতঃ
তোর তরে হেন অপমান সহি।

বীরমল। বৃথা তব বীরত্ব প্রকাশ
বীরত্বের নহে এ স্থান।
রণভূমে পাই যদি কভু
দেখা যাবে কার বাহু কত বল ধরে।
আসিয়াছি প্রভুকার্য্যে
প্রভু আজ্ঞা করিব পালন।
শুন মগধনন্দন,
প্রভু মম দিয়াছেন উপহার
হীরক অঙ্গুরী এই
ইচ্ছা হয় করহ গ্রহণ।

(ভূমিতলে অঙ্গুরী স্থাপন)

প্রমোদ। দূর হও দুষ্ট
সম্মুখ হইতে মম

আসিয়াছ প্রলোভন দেখাতে আমায়।
প্রলোভনে নাহি ভুলে
মগধের রাজপুত্র কভু।
যাও কহ গিয়ে প্রভুরে তোমার
উপহার করিনু গ্রহণ। (অঙ্গুরীর উপর পদাঘাত)

বীরমল। (স্বগতঃ) উঃ হেন অপমান সহা নাহি যায়!
কিন্তু কি করিব
আসিয়াছি দূত হ'য়ে
নহে এতক্ষণ
করিতাম উচিত বিধান।
(প্রকাশ্যে) আরে রে বর্ব্বর!
আরে বীরকুলগ্লানি!
ঘৃণা আসে হেরিলে বদন—
পিতৃবন্ধু পিতার সমান
অপমান করলে তাঁহার?
রাজবংশধর
কিন্তু নীচ সম ব্যবহার
গর্ব্বভরে তৃণ জ্ঞান করিস্ সবারে।
কিন্তু শুনরে পামর
বাক্যব্যয় অকারণ,
স্মরেছে শমন,
তাই বুদ্ধিভ্রম প্রতিক্ষণ—
উপযুক্ত প্রতিফল পাইবি ইঁহার।

[বীরমলের প্রস্থান।

প্রমোদ। শতধিক অদৃষ্টে আমার!
হীন কহ্লানের সেনাপতি
আসি হেথা, ভ্রাতৃহন্তা বলি
অবহেলে অপমান করিল আমার?
হায় জননী গো!
দিয়াছ যে কলঙ্কের ডালি,
শিরে তুলি
না জানি বহিতে হবে কতকাল তাহা!
হায় কতদিনে
মৃত্যু আসি গ্রাসিবে আমায়—
ঘুচে যাবে সকল বিষাদ।

[প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

প্রমোদ কাননের এক পার্শ্ব।

(সখিগণের প্রবেশ)

গীত।

নাগরী. নয়ন-বানে নাগর ধরেছে।
গোপনে, প্রাণ দিয়ে সই ভাল বেসেছে॥
রতনে করে যতন, হয়েছে মনের মতন,
দুজনায় কেমন কেমন, কে জানে কি হয়েছে;
সোহাগী সোহাগ ভরা, বুঝি তাইতে লো মন রসেছে॥

১ম। ওলো সই, রাজকুমারী কই?

২য়। নব-নাগরী রাজকুমারী তার নাগরের সঙ্গে রণে যেতেছেন। তুমি যেমন জেনে শুনে ন্যাক, হও—ঐ

দেখ্‌তে পাচ্ছনা—কেমন দুজনায় শুকশারীর মত মুখোমুখী হয়ে বসে আছে।

১ম। কে জানে ভাই কোথা থেকে একটা ছোঁড়া এলো—আর রাজকুমারীর মনটা ফস্ ক'রে চুরি ক'রে নিলে।

২য়। ছোঁড়া চুরি কত্তে যাবে কেন? হরিণ যেমন বান খেয়ে জড়সড় হয়ে যায় আর পালাতে পারে না, রাজকুমারীও তেমনি রূপ ধনুকে নয়ন বানে ছোঁড়াটাকে একবারে বিঁধে ফেলেছে। প্রাণে প্রেমের ঢেউ খেলেছে তাইতে হাবুডুবু খাচ্চে।

৩য়। আমার বোধ হয় ছোঁড়াটা কোন রাজপুত্তুর হবে। তা না হ'লে কি এমন রূপ হয়—দেখ্‌তে ঠিক যেন কার্ত্তিক। মদন রাজার আজ্ঞায় ছদ্মবেশে আমার সখিকে উদ্ধার কত্তে এসেছে।

২য়। ওলো ঠিক ব'লেছিস্। এখন চল—দুজনায় দিন দুপুরে কেমন চাঁদের আলো ক'রে আছে তাই দেখ্‌বি চল।

(গীত)

দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে গগণে।
এ যে দোক্‌লা চাঁদ নয়ত একানে॥
চাঁদের জোছনা ফুটেছে, চকোর অমনি জুটেছে,
হৃদয়মাঝে লুটছে মধু আর কি থাকে গোপনে॥
ধরাতলে চাঁদের মেলা
দেখ্‌বি যদি আয় এ বেলা,
অবলা কুলবালার ঘুচলো জ্বালা মিলনে॥

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

প্রমোদ কানন।

(সিন্ধুবালা ও রাজবেশে অজিৎকুমার)

অজিৎ। প্রিয়তমে-না জানি কি শুভক্ষণে
এসেছিনু এই রাজ্যে।
তাই পথের ভিখারি
তোমা হেন অমূল্য রতন,
ভূপতি প্রার্থিত ধন
লভিলাম বিনা আয়াসেতে।
সংসার শ্মশান সম হ'য়েছিল জ্ঞান,
ত্যজিয়া তাহারে তাই
সাজিয়ে সন্ন্যাসী এসেছিনু বনে।
নাহি ছিল মনে
ফিরিব সংসারে পুনঃ
যদবধি হেরিয়াছি চন্দ্রানন তব
হেন মনে হয়
স্বর্গসুখ সংসারেই রয়।
এ হেন রতন গৃহে যার
তুচ্ছ তার কাছে কুবের ভাণ্ডার।
দীন আমি, ভাবি নাই মনে
তোমা ধনে পাব কভু!
নহি উপযুক্ত তব
নিজগুণে ভাগ্যহীনে দিয়েছ আশ্রয়।

যবে সখীগণ সনে
সাগরের তীরে, উপবনে
হেরি তব রূপ হইনু পাগল।
সখা সহ ফিরি পথে পথে
একদিন,—
জীবনের উজ্জলতম দিন তাহা,—
সখী তব সুধাইল তোমার করুণা
কি আনন্দে ভরিল পরাণ
কহিতে না পারি
দয়া করি আকাশের শশী
হাসি মুখে আলিঙ্গিল যেন বামনেরে !
শুভদিনে শুভক্ষণে হ'ল পরিণয়
গান্ধর্ব্ব বিধানে তব সহ।
মুগ্ধ মন এবে তোমার প্রণয়ে,
প্রতিদান কিবা দিব ?

সিন্ধু। প্রাণেশ্বর,
দাসী প্রতি কেন হেন মিনতি বচন ?
পতি তুমি, হৃদয়ের রাজা—
সঁপিয়াছে দাসী ও চরণে
প্রাণ মন চিরতরে,
হেরিয়াছে যবে ও রূপমাধুরী।
পতিবিনা এ মহীমণ্ডলে
রমণীর কি আছে গৌরব।
তোমার গৌরবে প্রভু দাসীর গৌরব,

সত্য বটে এ রাজ্যের রাণী আমি।
কিন্তু এবে তুমি রাজা, রাণী আমি।
অধিনীর রাজ্যধন, জীবন, যৌবন,
সকলি তোমার।
দয়া ক'রে ক'রেছিলে
পদার্পণ এ রাজ্যে দাসীর।
বনের কুসুম ফুটেছিনু বনে
দয়া করি ধরেছ চরণে
সার্থক জনম মম।
অবলা বালিকা প্রভু,
নাহি জ্ঞান, নাহি ভক্তি,
নাহি জানি পূজিতে চরণ।
সুমধুর প্রণয়ে তোমার
ভরিয়াছে এ হৃদয়
স্বর্গসুখ দিয়াছ দাসীরে
দিবহে কেমনে তব প্রেম প্রতিদান
কি আছে আমার,
আছে মাত্র নয়নের জল,
চরণেতে দিনু উপহার।
আর এক আছে সাধ মনে
অতি সযতনে,
গাঁথিয়াছি ফুলমালা
পরাইব তব গলে।
দয়া করি করহে গ্রহণ

সফল হউক মম রমণী জীবন।

(অজিতের গলে মাল্য প্রদান ও গাহিতে গাহিতে সখিগণের প্রবেশ)

গীত॥

সইলো সই কুড়িয়ে নেনা জ্যোছনা ঐ আঁচল ভরে।
গায়ে মেখে মনের সুখে থাক্‌বি সদা নেশার ঘোরে॥
ডুবলে শশী আর ত রবেনা,
এই বেলা নে আগে ভাগে শেষে পাবি না,
অভাবে পড়বি যখন হতাশে মর্‌বি তখন,
এযেলো যতনের ধন, রেখে দে যত্ন ক'রে
ঘুচ্‌বে লো তোর মনের আঁধার
ফুট্‌বে হাসি ঐ অধরে॥

[সকলের প্রস্থান।

(নরহরির প্রবেশ)

নরহরি। সখার ত আমার একটা হিল্লে হ'লো দেখছি। তবে আর আমি কেন মিছে এখানে ব'সে মশা তাড়াই। রাজার ছেলে হ'য়ে, যদি পিতৃসিংহাসনে না ব'সে শ্বশুর বাড়ীতে বাস ক'রতে হ'ল.তবে আর কি লাভ? পরমেশ্বর—তোমারি ইচ্ছা। যাই খবরাখবরটাও যদি চালাতে পারি, তাহ'লেও অনেকটা ভাল। এখানে থাকা আর আমার পোশাচ্চে না, প্রাণটা কেমন থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে। কিন্তু সখাকে ব'লে যাওয়া হবে না, তাহলে কি আর মহাপ্রভু ছাড়বেন; ফাঁকি দিয়ে সরে পড়ি বাবা।

(পটক্ষেপণ।) [প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য – পুষ্পোদ্যান।

(ভীষ্মদেবে ও কল্যাণী ; অদূরে চিত্রলেখা পুষ্পচয়ণে রত।)

ভীষ্ম। রাণি! দেখেছ কি ফুলরাণী শোভা কভু
যদি নাহি দেখে থাক'
তবে চাহ একবার
তব কন্যা চিত্রলেখা পানে।
উদ্যানের কুসুমনিচয় যেন
হেরে পাশে চিত্রারে তোমার
লাজে নম্রমুখী সবে।
আলো করিয়াছে চিত্রা
ফুলরাণীরূপে ফুলবন।
চিত্রারে হেরিয়া আনন্দে উথলে হৃদি
বল দেখি রাণী
কেন আজি এ আনন্দ
চিত্রারে হেরিয়া মোর?
কেন বা সে এত শোভাময়ী
দেখাইছে নয়নে আমার?

কল্যাণী। মহারাজ! প্রাণসমা তনয়ার

হেরি সুখের সময় সমাগত প্রায়
হরষিত তুমি এত
কন্যা বড় মায়াময়ী
কত স্নেহে, কত যত্নে
পালে যারে পিতামাতা ;—
সেই কন্যা হবে রাজরাণী
এ কথা উদিলে মনে
কি আনন্দ হয় যে অন্তরে
কে পারে বুঝিতে তাহা ?
তাই তব চক্ষে চিত্রা আজি হেন শোভে ;

ভীম। গুণবতী, কহিয়াছ সত্য তুমি
ভাবি যবে চিত্রা হবে
মগধের রাজরাণী—
হেরি সন্মুখে আমার
কল্পনার সুখ-ছবি কত।
সেই সব চিত্র মাঝে
চিত্রার আমার সুখরাশি হেরি,
হরষিত হয় চিত।

চিত্রা। (নিকটে আসিয়া) দেখ বাবা আমি কত ফুল তুলেছি এই সব দিয়ে আমি একছড়া বেশ ভাল ক'রে মালা গাঁথব।

ভীম। হঁা মা, আরও চারিটী বেশী ক'রে তোল'গে (স্বগতঃ) আহা, মা আমার সদাই হাস্যমুখী।

(চিত্রলেখার পুষ্প তুলিতে গমন ও প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। (অভিবাদন পূর্ব্বক)
মহারাজ, মন্ত্রী আসি অপেক্ষিছে দ্বারে
অভিলাষ রাজ দরশন
আছে কিছু বিশেষ কারণ।

ভীষ্ম। ল'য়ে এস, তাঁরে।
রাণী ক্ষণতরে যাও অন্তঃপুরে।

[একদিকে প্রতিহারীর প্রবেশ ও অন্যদিকে কল্যাণীর ও চিত্রলেখার প্রস্থান।)

কিবা হেন বিশেষ কারণ
যার লাগি অসময়ে
আসে মন্ত্রী উদ্যান মাঝারে?
হয় অনুমান,
প্রত্যাগত বীরমল মগধ হইতে।
করিয়াছে প্রমোদ কুমার
মম উপহার সাদরে গ্রহণ।
তাই দিতে শুভ সমাচার
আসিতেছে মন্ত্রীবর।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাজ
আসিয়াছে বীরমল মগধ হইতে।

ভীষ্ম। কহ মন্ত্রী, প্রমোদ কুমার
মম উপহার
সাদরে ত করেছে গ্রহণ?
পরিণয়ে আছেত স্বীকার?

মন্ত্রী। প্রভু, আতঙ্কে শিহরি
বলিতে না পারি, যা শুনিনু কানে,
দুর্ব্বৃত্ত প্রমোদ
বিবাহ প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যান করি
দম্ভভরে কটুবাক্য বলি
পদাঘাত করিয়াছে উপহারে।
ভীষ্ম। মন্ত্রী! না কহিও আর—
শূল সম পশিছে শ্রবণে
কোথা বীরমল
ল'য়ে এস' ত্বরা করি।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

(স্বগতঃ) এত অহঙ্কার
সাদরে প্রেরিনু তারে
বহুমূল্য উপহার ;
ভক্তিভরে শিরে তারে না করি ধারণ
পদাঘাত করিল তাহায়।
ভাবিল না পরিণাম একবার।
ওহো! হেন অপমান এ বৃদ্ধ বয়সে
বালকের করে!
কাপুরুষ সম না সহিব কভু
প্রতিশোধ দিব ভালমতে।

(বীরমলকে লইয়া মন্ত্রীর প্রবেশ)

রিক্তহস্তে কেন বীরমল?
কেন নাহি দেখি তব করে

তুলিতে সে দাম্ভিকের শির ?
কেন মিছে আসিলে এখানে ?
কি বলিয়া তুষিবে আমায়।

বীরমল। মহারাজ, ক্ষম দাসে
আত্মগ্লানি উদয় হৃদয়ে ;
করিয়াছে দুষ্ট যেবা অপমান
জ্বলিছে হৃদয়ে হুতাশন সম।
তবাদেশ বিনা
না পারিল দাস তব
দণ্ডিতে সে নরাধমে।

ভীষ্ম। স্নেহ দূর হও হৃদয় হইতে,
মগধ ঈশ্বর ছিল সখা মম
পুত্র তার শত্রু এবে।
(প্রকাশ্যে) দ্বিসহস্র সৈন্য ল'য়ে
থাক' বীমমল রাজ্য রক্ষা হেতু।
লহ মন্ত্রী রাজ্যভার তুমি
রাজকার্য্য করহ দুজনে।
মগধ বিপক্ষে অসি করিয়া ধারণ
আপনি যাইব আমি রজনী প্রভাতে।

বীরমল। প্রভু ; কিবা অপরাধ করিয়াছে
দাস তব পদে
তব অন্নে হইয়ে পালিত
সেনাপতি তব কৃপাবলে,
কিন্তু আজ সকলি বিফল—

বৃথা মম জীবন ধারণ—
প্রয়োজনে যদি
তব কার্য্য নারিনু সাধিতে।
আজ্ঞা যদি পাই মহারাজ
ধরা দিতে পারি রসাতলে।
মগধের রাজা প্রমোদ কুমার
তুচ্ছ অতি, পতঙ্গের মত
ভস্মীভূত হবে রোষানলে।

ভীম। ধন্য বীরমল!
বীরত্ব তোমার অজানিত নহে মম।
তব করে যুদ্ধভার করিনু অর্পণ
মন্ত্রী চল এবে রাজ্য রক্ষা হেতু
করি মোরা বিশেষ উদ্যোগ
দুর্ম্মতি দুষ্ট দুরাচারে
নাহি হয় সহজে বিশ্বাস।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নির্জ্জন পথ।

(প্রিয়ম্বদার প্রবেশ)

গীত।

আমার ভালবাসার সোণার বঁধু নাইক'গো ঘরে।
উচাটন মন প্রাণ সদাই তার তরে॥

কি এক আশার মোহন বাঁধে, রেখেছি হৃদয় বেঁধে
ছলনা, মন মানেনা, প্রাণ কেমন করে।
আসবে ব'লে ব'লেছিল, সেত কই নাহি এল'
বিরত, অন্তরত, পোড়া প্রেম করে॥

প্রিয়। এইখানেই দাঁড়ান যাক্, শুনেছি সন্ন্যাসী ঠাকুর এই রাস্তা দিয়েই রাজবাটীতে যাওয়া আসা করেন, লোকটাকে আমার কিন্তু কেমন কেমন বোধ হয়। সন্ন্যাসী হ'য়ে ও আমার সঙ্গে অত ঠাট্টা তামাসা করে কেন, আর ওর রোজ রোজ এরকম ক'রে রাজবাটীতে যাবারই বা দরকার কি? লোকটার কথাগুলি কিন্তু খুব মিষ্টি, ঠিক যেন সেই বামনা পোড়ার মুখোর মতন। আহা কতদিন তারে দেখিনি, দূর ছাই, কি ভাবতে কি ভাবছি, আমার বোধ হয় সন্ন্যাসীটা কিছু গুনতে টুনতে পারে। তা না হলে আমার সামনে এলেই ও অমন ক'রেমুখের দিকে চেয়ে থাকে কেন? ঠিকবটে! আমার কপালে কি লেখা আছে ও তাই দেখে। যাই হ'ক্ আজ কিন্তু এই নির্জ্জনে তাকে ধ'রে ব'সব দেখি, সে বড় রাজ-পুত্তুর ও তার সখার কোন সন্ধান বলে দিতে পা[রে] কি না। আহা এমন সময়ে যদি এদের দুজনের মধ্যে একজনেরও দেখা পেতুম, তাহলে রাজবাড়ীর অনেকটা উপকার করতে পারতুম! জগদীশ্বর কি এমন দিন দেবেন।

(নরহরির প্রবেশ)

নরহরি। ইস্! আজ যে বড় কপাল জোর দেখছি। গাছে

না উঠতেই এক কাঁদি। বলি, সুন্দরী কি আমায় অভ্যর্থনা করবার জন্য এগিয়ে দাঁড়িয়েছ নাকি ?

প্রিয়। হাঁ, আপনার সঙ্গে বিশেষ কিছু কথা আছে ব'লে এতখানি এগিয়ে এসেছি।

নরহরি। (স্বগতঃ) কি ভাগ্যি পাকে প্রকারে সখার হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে এসেছিলুম, তাই আজ এই ছাঁচে ঢালা মুখখানি দেখতে পেলুম। (প্রকাশ্যে) বলি সুন্দরী আজ যে বড় বাহার দিয়েছ দেখছি !

প্রিয়। এ সব আপনার কেমন কেমন কথা। প্রণাম হই (প্রণাম)

নর। (স্বগতঃ) জবর অদৃষ্ট বাবা॥ যথা লাভ (প্রকাশ্যে) মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ক, মনের মতন মানুষ পাও।

প্রিয়। এখন এই গাছের তলায় বসুন দেখি, কাজের কথা কই।

নর। এইখানেই ? লোক দেখলে ব'লবে কি ?

প্রিয়। সন্ন্যাসী মানুষের আবার ওসব ভয় কেন ?

নর। (স্বগতঃ) দেখ বাবা শেষকালে যেন গাছতলাই সার হয় না।

(বৃক্ষতলে নরহরি ও সম্মুখে প্রিয়ম্বদার উপবেশন)

প্রিয়। বলি প্রভু কি গুনতে টুনতে পারেন ?

নর। কিছু কিছু পারি বৈকি। কেন শিকলি কাটা পাখিটী কোথায় উড়ে গেছে তাই গুনে বলে দিতে হবে নাকি ?

প্রিয়। (স্বগতঃ) ঠিক আঁচে আঁচে গেছে ত !

নর। কি ভাবছ সুন্দরি? মনের কথাটা ঠিক বলিনি কি?

প্রিয়। অনেকটা কাছাকাছি গেছেন বটে কিন্তু ঠিক ধর্‌তে পারেন নি।

নর। তবে ঠিকটা কি?

প্রিয়। দেখুন, আমাদের দেশের রাজার বড় ছেলে আর একটী গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে অনেক দিন হ'ল কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছেন, আপনি গুনে তাঁদের কিছু খবর বলে দিতে পারেন কি?

নর। তাঁরা কোথায় গেছেন?

প্রিয়। (স্বগতঃ) মর মিন্‌ষে (প্রকাশ্যে) তাই যদি জানব তা'হলে আপনাকে আর জিজ্ঞাসা ক'রবো কেন?

নর। তাহ'লে আমায় ব'লে দিতে হবে? আচ্ছা থাম আমি দেখছি (মৃত্তিকায় অঙ্কপাত পূর্ব্বক ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) হাঁ, রাজার ছেলেটি বেঁচে আছেন বটে কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণের ছেলেটীর কথা, সেটি আজ তিন দিন হ'ল হটাৎ মারা গিয়াছে। কি সুন্দরি! একেবারে যে কেঁদে ফেল্‌লে? বলি ঐখানেই আঁতে ঘা লাগলো নাকি?

প্রিয়। না না শরীরটা কেমন অসুখ বোধ করছে তাই চোখ দুটো ছল ছল ক'র্‌ছে।

নর। নাও তোমার কথাও সব শেষ হ'ল এখন আমি কি কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারি?

প্রিয়। কি করুন না, তাতে আর বাধা কি?

নর। বাধা না হ'লেই ভাল। বলি দেখ্‌তে শুন্‌তে ত বেশ।

বয়সটাও ত তত বেশী হয় নি। নামটিও শুন্‌ছি বড় মিঠে। আরও শুন্‌ছি, এ পর্য্যন্ত বিবাহ হয়নি, তাই বল্‌ছিলাম, কি জান? বুঝ্‌তে পেরেছ?

প্রিয়। বলে যান।

নর। এ জন্মটা এইরূপে বৃথা নষ্ট না ক'রে দেখে শুনে একটা বিয়ে করলে হয় না?

প্রিয়। ক'র্‌ব, বর আগে বিয়ে কর্‌তে আসুক, তবে ত?

নর। ভাগ্যবান বরটী কে শুনতে পাই কি?

প্রিয়। যমরাজ।

নর। ছিঃ। ওকি কথা সুন্দরি! মৃত্যু কামনা কেন? আর তোমার এই কাঁচা বয়েস কত সাধ আহ্লাদ বাকি। বলি আমার কি মনে ধরেনা? এস না দুজনে এরকম করে ভেসে বেড়ানর চেয়ে হাতে হাত দিয়ে সংসার ধর্ম্ম করি, কি বল, চুপ করে রইলে যে।

প্রিয়। আমার বড় অসুখ ক'র্‌ছে। আমি বাড়ি যাই (উঠিতে উদ্যত)

নর। (প্রিয়ম্বদার হস্ত আকর্ষণ করিয়া) আঃ বসই না, দুটো কথা ক'য়ে প্রাণটা ঠাণ্ডা করি।

প্রিয়। কি করেন! ছেড়ে দিন। সন্ন্যাসী হ'য়ে কুলস্ত্রীর গায়ে হাত দিতে আপনার লজ্জা করে না।

নর। আমি যে তোমার জন্যই সন্ন্যাসী মণি। তবে আর লজ্জা কি বল? এস কাছে বস' (হস্ত ধরিতে উদ্যত

প্রিয়। (নরহরির দাড়ি আকর্ষণ করিয়া) তবেরে পোড়ার-মুখো! দেখবি তোর ঐ চুলগুদ্ধ মুণ্ডুটাতে আগুন

ধরিয়ে দেব।

নর উঃ, প্রিয়ম্বদা! মারা গেলুম। ছাড় ছাড়। (কৃত্রিম দাড়ি উন্মোচন

প্রিয়। ওমা এ কেগো? তুমি কোথা থেকে? তাইত বলি সন্ন্যাসী হয়ে কি এত পারে? আচ্ছা এখনি ত আর একটু হ'লেই মুখটা পুড়ে যেত'।

নর। ভালই হ'ত। তোমার দেওয়া নামটি সাকারে পরিণত হ'ত।

প্রিয়। তাত হ'তই। কিন্তু এখানে যে রাজবাটীতে ঘুঘু চর্‌বার জোগাড় হচ্চে।

নর। নরহরি শর্ম্মা থাকতে ত নয়। আমি সব শুনেছি। তুই কিন্তু খুব সাবধানে থাকিস্। আমি যে এদেশে এসেছিলেম তা যেন ঘুণাক্ষরেও কেউ না টের পায়। আমার আর দাঁড়াবার সময় নাই। এখন আমি চল্লেম। অভাগার কপাল যদি কখন খোলে তবে তোকে একদিন সব ব'ল্‌বো। এখন তবে আসি।

[কৃত্রিম দাড়ি পরিতে পরিতে প্রস্থান।

প্রিয়। আঃ! হরি রক্ষা করেছেন। সাধে কি আমার মন ওর জন্যে কাঁদে? আমিও যাই রাজবাটীর খবরটা একবার নিইগে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—ফুল্লরার গৃহ।

(ফুল্লরা ও প্রমোদ কুমার।)

ফুল্লরা। বৎস! মাতৃবাক্য না কর হেলন।
ভীষ্মদেব তব জনকের সখা,
পিতৃসম তিনি।
ক্ষমা যদি চাহ তাঁর পাশে
অপমান না হবে তোমার।
ত্যজ বাল্য চপলতা, রাখ মোর কথা,
ত্যজ বৃথা সমর বাসনা।

প্রমোদ। মাতঃ! মিথ্যা ভয়ে কেন হও ভীত,
ভুলেছ কি? বীরাঙ্গনা
নিজ হস্তে সাজায়ে নন্দনে,
পাঠায় আহবে সহাস্য আননে,
বংশের গৌরব রক্ষা হেতু।
বীরসুতা তুমি, বীরের রমণী,
হেন শিক্ষা কেন দেহ দাসে?
ইষ্টদেবী তুমি
তব পদ হৃদে ধরি শমনে না ডরি।
হের মাতা
বীর পদ ভরে কম্পিতা মেদিনী
আমিও মা বীরশ্রেষ্ঠ, বীরের তনয়
কতক্ষণ রহি স্থির?

দেহ আজ্ঞা মোরে, পশিব সমরে,
করি অরাতি নিধন
পুনঃ আসি বন্দিব চরণ।
দম্ভে অরি, সহিতে না পারি
ফেরুপাল সম খেদাইব দূরে।

ফুল্লরা। সমরে নাহিক প্রয়োজন।
কিবা কাজ করি জীবক্ষয়।
তোমা হ'তে রাজনীতি ভাল জানি আমি
সন্ধি, শান্তি, রাজ্যের কুশল।
কেন মিছে স্বইচ্ছায় আন অমঙ্গল!

প্রমোদ। (স্বগতঃ) রাজনীতি ভাল জান তুমি?
তাই আজ হারাইয়ে আপনার জন,
সোণার মগধ রাজ্য করেছ শ্মশান
অহো! ধিক্ প্রাণে!
মাতা তুমি, তাই তোমা লাগি
সহেছি অনেক।
কিন্তু আর না সহিতে পারি!
(প্রকাশ্যে) সন্ধি, শান্তি, রাজ্যের কুশল
এ সকল সত্য ব'লে মানি।
কিন্তু যবে অরি
অসি করে আগুবাড়ি চাহে রণ
দিয়ে লাজ ক্ষত্রিয় সমাজে
সুধাই জননি!
উচিত কি এ সময় সন্ধির কল্পনা?

কবে সবে মহাভয়ে আকুল পরাণ
ত্যজি বংশমান, অরাতির করিল সম্মান
বীরমাতা ব'লে বাখানে তোমারে ;
বীরপুত্র থাকিতে জীবিত
কেমনে এ দারুণ লাঞ্ছনা
সহিবে নীরবে ?

ফুল্লরা। সত্য যা কহিলে—
কিন্তু যদি শত্রু করে যায় তব প্রাণ
কে রাখিবে মগধের মান ?
সম্মান গৌরব আদি কোথা রবে তব।

প্রমোদ। কোথা রবে জিজ্ঞাস জননী ?
রবে জলন্ত অক্ষরে লেখা
জগতের ইতিহাসে।
প্রবাদ,
শতমুখে গাহিবে সুযশ—
কীর্ত্তি গাথা ঘোষিবে জগতে।
জন্মভূমি তরে রণক্ষেত্র মাঝে,
তনুক্ষয় যদি হয় ; ক্ষতি নাহি তায়
অনন্ত গৌরব তার ধরণী মাঝারে—
জীবনান্তে সুরপুরে বাস।

ফুল্লরা। (স্বগতঃ) কি করি উপায় ?
কেমনে বুঝাব
ভাবিয়ে না পাই কিছু।
(প্রকাশ্যে) যুক্তি তর্কে নাহি প্রয়োজন

আমি মাতা তুমি পুত্র মম।
বাধ্য তুমি পালিতে আদেশ।
রণ আশা পরিহরি,
কর সন্ধি কহ্লানের সহ।

প্রমোদ। ক্ষমা কর মাতঃ
মাতা হ'য়ে না বলিও আর
বিসর্জ্জিতে বীরধর্ম্ম পুত্রে আপনার।

ফুল্লরা। আরেরে ধার্ম্মিক!
এত ধর্ম্মজ্ঞান তোর?
না পালিলে মাতার আদেশ
ধর্ম্ম বুঝি হবে তায়?

প্রমোদ। হ'ত যদি ধর্ম্মকার্য্যে আদেশ তোমার
পালিতাম প্রাণ বিনিময়ে;
কেন হেন অন্যায় আদেশ
বার বার কর মাতা?
হয় হবে অধর্ম্ম আমার,
জীবনের ভার,
বহিতে না পারি আর।
আজি করিয়াছি স্থির,
ধর্ম্মাধর্ম্ম না করি বিচার
পাপ প্রাণ বিসর্জ্জিব সমর প্রাঙ্গনে,
জুড়াইব হৃদয়ের জ্বালা; —
বিদায়, বিদায় এবে চরণে তোমার।

[প্রস্থান।

ফুল্লরা। হায় একি হ'ল !
হিতাহিত না বিচারি,
বনচারী করেছি অজিতে ;
যার সুখ লাগি
স্বেচ্ছায় কলঙ্ক পাশরা
বহিতেছি শিরে,
ঘৃণার ভাজন সবাকার,
প্রতিদান, অঙ্গজ গঞ্জনা।
উপদেশ না পশি শ্রবণে,
অশনি সম্পাত, দারুণ আঘাত ;
দিবানিশি আশাব ছলনে
ছুটি মরীচিকা পানে,
ধর্ম্ম বিসর্জ্জন
পুরস্কার তীব্র তিরস্কার।
অহেতু কি গঞ্জিল আমারে ?
অহো ! বুঝিলাম এতক্ষণে,
ধর্ম্মবল প্রবল জগতে।
সেই স্রোতে ভেসে যায় পাপের তাড়না,
শ্রীপতি চরণে মতি আছে যার,
প্রলোভন তুচ্ছ জ্ঞান তার।
ধর্ম্ম অয়স্কান্ত মণি !
পাপের পীড়নে লভে স্বর্গীয় গৌরব।
একি !
আঁখি বারি সম্বরিতে নারি

দারুণ যন্ত্রণা ;
চাহি উপাড়িতে স্মৃতি
বিফল যুকতি
প্রতিক্ষণে বৃশ্চিক দংশন।
শ্রীমধুসূদন !
শ্রীচরণে ঢালি অনুতাপ বারি
তনয়ারে ঠেলনা চরণে
আমি নারী কি বুঝিতে পারি
স্বার্থের চালনে চলি এতকাল
তুচ্ছ সুখ আশে পাপের আশ্রয়
এবে প্রভু দারুণ তাড়না ;
আর ত সহেনা
দহে স্মৃতি দাবানল সম।
স্মরিয়ে শ্রীপদ চাহি নিবারিতে জ্বালা
অবলারে ক'রনা বঞ্চনা।
করিহে মিনতি
যেন তব পদে মতি রহে চিরদিন।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—হৈহয় রাজ্য—সমুদ্রতীরস্থ উপবন

(অজিৎ ও সিন্ধুবলা।)

অজিৎ। বেলা অবসান প্রায়।
ক্ষণ পরে সন্ধ্যা হবে সমাগত

পশ্চিমেতে ভানু পড়েছে ঢলিয়া
প্রখর নহেক এবে সহস্র কিরণ।
দেখ প্রিয়ে উদ্যানের
কত শোভা আজি দিবা শেষে।
ফুটিয়াছে কত ফুল
অলিকুল হইয়ে আকুল
ঝাঁকে ঝাঁকে আসিতেছে মধুপান তরে
প্রেমে হয়ে মাতোয়ারা,
ধাইতেছে তারা
চুমিবারে প্রস্ফুটিত কুসুম নিচয়।
ফুলকুল কুতুহলে
আলিঙ্গন দেয় অলিকুলে।
কেহ মানিণীর মত
অভিমানে দোলাইয়া শির
নিবারিছে মধুকরে।
কেহ নবোঢ়া কামিনী সম
সোহাগে সরমে
ঢাকিছে বদন পাতার আড়ালে।

সিন্ধুবালা। হের নাথ লতিকা মণ্ডপে
শেফালিকা সতী
দোলাইয়া বেণী লতার বিতানে
গলে পরি চারু হার,
নিলাম্বরে ঢাকিয়া বদন
অম্বরের পানে চাহিছে সঘনে

প্রাণপতি আশে।
যেন সকরুণ ভাষে কহে বালা
" সেই শেষ দেখা উষা সমাগমে।
এস নাথ
অধীরা এ দাসী তোমার বিরহে।"
ঐ দেখ নাথ
বুঝি, নিশাপতি শুনিল সে নীরব ক্রন্দন
তাই বসিয়া আকাশে
ধীরে ধীরে ঢালিছে কিরণ রাশি।
হাসায় মেদিনী
আলিঙ্গিয়া তারে মনের হরষে।

অজিৎ। পুনঃ হের প্রিয়ে কুঞ্জবন মাঝে
পিককুল সুখেতে বিরাজে।
গাহি গান পঞ্চমেতে
মন প্রাণ প্রেমেতে মাতায়।

সিন্ধু। ঐ তরু শাখে
শুক শারি ব'সে আছে সুখে।
হের নাথ বৃক্ষ অন্তরালে
দীন হীন কে ঐ ব্রাহ্মণ—
দেখ দেখ আসিছেন এই দিকে।
চল যাই সুধাই তাঁহায়
কি আশায় আগমন হেথা,
হ'ন যদি অতিথি সুজন
চল করি অতিথি সৎকার।

(ছদ্মবেশে নরহরির প্রবেশ)

অজিৎ। একি ! সখা ! সখা !
অভাজনে সখা বলি প'ড়েছে কি মনে ?
ভুলি মোরে এত দিন ছিলে হে কোথায়
হেন বেশ কি হেতু তোমার ?

নর। সখা যে আমায় চিন্‌তে পেরেছ দেখ্‌ছি !

অজিৎ। কেন সখা এ হেন বচন ?
তুমি কিহে ভুলিবার জন ?
যত দিন দেহে মম রহিবে জীবন
তোমার বন্ধুত্ব কভু ভুলিতে নারিব।

নর। না না তাই বল্‌ছিলাম কি জান সখা, লোকের সময় একটু ভাল হ'লে আর তাঁরা তাঁদের ছেলেবেলাকার পুরানো বন্ধুদের আর চিনিতে পারেন না। আমিও তাই ভাব্‌ছিলাম যে বা এতদিন আমায় ভুলে গিয়েছ, যাক্‌ ও সব কথা এখন যেতে দাও, এখন উপায় কি বল দেখি সখা ?

অজিৎ। কিসের উপায় সখা ?

নর। ও হরি ! তুমি বুঝি কিছুই জাননা, না,না,আমারই ভুল হয়েছে। এমন সুখের হৈহয় রাজ্য, তার উপর নব-প্রণয়িনী, নিত্য নব অনুরাগ, এ সব ছেড়ে কি আর মগধের কথা মনে থাকৃতে পারে ?

অজিৎ। সখা! তুমি কি মগধে গিয়েছিলে ? বল সখা ? আমার প্রাণের ভাই প্রমোদ কেমন আছে।

নর। (স্বগতঃ) হায় রে সংসার (প্রকাশ্যে) তাইতো বল্‌ছিগো

তোমার পিতৃবন্ধু কহ্লানরাজ বন্ধুত্বের নেশার ঝোঁকে পড়ে বন্ধুর বংশটাকে একেবারে নির্ব্বংশ কর্‌বার যোগাড় করেছেন যে।

অজিৎ। কি লুপ্ত হবে জনকের নাম
থাকিতে জীবিত পুত্র অজিৎকুমার!

নর। ওঃ বাবা! তুমি যে দেখছি একবারে তালপাতার আগুন হয়ে উঠলে। আগে শোনই ছাই। একটু রয়ে ব'সে সখা, একটু রয়ে ব'সে।

অজিৎ। কহ সখা কহ্লান রাজন সহ
প্রমোদের দ্বন্দ্ব কি কারণ?

নর। রাজ রাজড়ার কারণ টারণ তত বুঝিনি বাপু. তবে এই পর্য্যন্ত শুনেছি যে কহ্লান রাজ তাঁর কন্যা চিত্রলেখার সহিত তোমার ভাই প্রমোদের বিবাহ দিতে চান। কিন্তু তোমার ভাই সে বিবাহে অসম্মত হয়ে কহ্লান রাজের কি অপমান করেছেন। এইত হ'ল সংক্ষেপে মহাভারত শেষ। এখন তুমি এটাকে উদ্যোগ পর্ব্বই বল আর উচ্ছন্ন পর্ব্বই বল।

অজিৎ। গর্হিত হয়েছে কার্য্য প্রমোদের অতি।
বোধ হয় জান তুমি সখা—
পুষ্প নামে ছিল এক ভীষ্মদেব সুতা,
মম সনে তার পরিণয়ে
আছিল বাসনা হৃদে কহ্লান রাজের।
জনকের ছিল অভিলাষ
পুরাইতে সুহৃদের মনস্কাম,

কিন্তু কে খণ্ডিবে বিধির বিধান
জলধি অন্তরে
মহারাজ হারালেন প্রাণের দুহিতা
নির্ব্বাপিত হ'ল তাঁর আশার প্রদীপ।
বহুকাল হ'ল সে ঘটনা
তার পর চিত্রলেখা নামে
কন্যা তাঁর লভেছে জনম।
অনুমানি মগধের সনে
রাখিতে সদ্ভাব
করেছেন মহারাজ
চিত্রলেখা সহ
প্রমোদের বিবাহ প্রস্তাব।

সিন্ধু। (স্বগতঃ) স্বপ্ন সম আশা মম
সত্য বলি অনুমান হয় স্মৃতি।
কিন্তু হায় এতদিন নাথের সকাশে
কেন নাহি প্রকাশিনু তাহা।
তা হলেত জীবনের রহস্য আমার
উদ্ঘাটিত হ'ত এতদিন;
জনক জননী লভিতাম পুনঃ
ঘুচে যেত হৃদয়ের অন্ধকার।

নর। তা'ত যেন হল। "গতস্য শোচনা নাস্তি" এখন কর্ত্তব্য কি?

অজিৎ। দূরদর্শী নহেত প্রমোদ
বালক বুদ্ধিতে

অপমান করিয়াছে তাঁর।
ক্ষমিবারে বালকে উচিত—
কিন্তু মগধ বিপক্ষে,
হয় যদি অগ্রসর
ভীষ্মদেব প্রতিশোধ হেতু
মগধ কি নিশ্চিন্তে ঘুমায়ে রবে ?
অসি করে ভেটিবে তাহারে
উপযুক্ত প্রতিফল দানিবার আশে,
পিতৃবন্ধু না করি বিচার
রক্ষিবে বংশের মান প্রাণ বিনিময়ে।

নর। তাত বটেই হে। তবে কথাটা হচ্ছে কি জান সখা! সেই দুধের ছেলে অমন দুর্দ্দাণ্ড-প্রতাপ বুড়ো রাজার সঙ্গে পেরে উঠবে কি ?

অজিৎ। কেন সখা!
অজিৎ কি নহেক জীবিত ?

নর। (স্বগতঃ) একটু খেলিয়ে নি। (প্রকাশ্যে) বল কি হে, ছিঃ তোমার লজ্জা নেই।

অজিৎ। লজ্জা কিসের লাগিয়ে সখা ?
দাদা, যাবে অনুজে রক্ষিতে
এতে বল কিবা লজ্জা কিবা অভিমান।

নর। (স্বগতঃ) হা পরেমেশ্বর! সাধে কি তুমি কার' মাথায় রাজ মুকুট পরাও, কা'কেও বা পথের ভিখারী কর ? আজ যদি এই সংসারের লোক অজিতের মত অকপট হৃদয়ে ভ্রাতৃস্নেহে মুগ্ধ হতে পারতো তাহ'লে কি এ

সোণার সংসার ছারখারে যায়? (প্রকাশ্যে) তা বলি
সখার কি যুগলেই যাওয়া হবে?

অজিৎ। একা যাব আমি।
(স্বগতঃ) হায়, কাঁদে প্রাণ ছেড়ে যেতে।
কিন্তু কি করিব, নাহিক উপায়।
এ সময় কেমনে থাকিব
নারীর অঞ্চল ধরি কাপুরুষ প্রায়?
ডুবে যাবে বংশের গৌরব।
অজিতের দেহে থাকিতে জীবন
না হইবে কভু হেন।
(প্রকাশ্যে সিন্ধুবালার প্রতি)
প্রাণেশ্বরি!
সখা মুখে শুনিলে সকলি।
রক্ষা হেতু প্রাণের অনুজে
অনিচ্ছায় ত্যজিয়ে তোমায়
যাব আমি মগধে এখনি।
হাসি মুখে দাওলো বিদায়।
আসি আমি
শুভকাজে অশ্রুজল ফেলনা সুন্দরি!
থাকে যদি কৃপা বিধাতার
রণ অবসানে
পুনঃ আসি জুড়াব জীবন।

সিন্ধু। প্রাণেশ্বর!
বীরবালা, বীরনারী আমি

ভাল জানি বীরের আচার।
সামান্য রমণী সম হইয়ে অধীরা
স্বামীর কর্ত্তব্যে কভু নাহি দিব বাধা।
চল নাথ
নিজহস্তে বীরসাজে সাজায়ে তোমায়,
পাঠাইব সমর প্রাঙ্গণে
ধন্য জ্ঞান করিব জীবন।

অজিৎ। এস সখা শুভযাত্রা করিব সত্বর।

নর। হরি হে! আমার সখাকে তার পিতৃ সিংহাসনে যুগলে দেখে নয়ন সার্থক কর্ত্তে পাবনা কি?

(সকলের প্রস্থান ও সখিগণের প্রবেশ)

গীত।

কাল মেঘ থেকে চাঁদ বেরিয়ে আবার মেঘের কোলে লুকিয়ে গেল।
মনের আশা, ভালবাসা, ফুঁটে আবার ঝরে গেল ॥
চুরি করে হৃদয় খানি, পালিয়েছে লো গুণমণি,
চাঁদের পানে চকোরিণীর চাওয়াই শুধু সার হ'ল ॥
বিরহের কত জ্বালা, বুঝবে এবার কমল বালা,
অবলা নারীর প্রাণে, কত আর সইবে বল ॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—মন্ত্রণাগৃহ।

(প্রমোদ কুমারের প্রবেশ।)

প্রমোদ। হায়, করিনু কি কাজ—
ক্রোধে হারাইয়ে জ্ঞান

পিতৃতুল্য কহ্লানরাজের
করিলাম অপমান !—
চিত্রলেখা ! প্রাণাধিকে !
সত্য ভালবাসি কি তোমায় ?
মিথ্যা কথা !
কোন্ জন কবে এ ধরায়
নিজ হস্তে দেবীমূর্ত্তি করিয়ে স্থাপন,
করিয়াছে বিসর্জ্জন না পুজি তাহারে ?
যার প্রেমময়ী ছবি
করিয়াছি হৃদয়ে স্থাপন
জীবন-আরাধ্য রূপে ;
উদ্যত হ'য়েছি আজি
দিতে তার মর্ম্মে ব্যথা
ধরি অসি পিতার বিরুদ্ধে তার।
ননীর পুতলী, অজ্ঞান বালিকা,
সুকোমল প্রাণে তার
দিব ব্যথা কোন্ প্রাণে—
শত ধিক্ জীবনে আমার।

(জয়মঙ্গলের প্রবেশ)

জয়। কহ্লান বিপক্ষে অসি
করিতে ধারণ
করেছেন স্থির নাকি যুবরাজ ?
শুনি এ সংবাদ
ব্যথিত হইল প্রাণ।

তব পিতা স্বর্গগত মহারাজ
কহ্লান ঈশ্বর সহ,
আছিলেন বাঁধা
বন্ধুতার সূত্রে চিরকাল—
এক প্রাণে দুই মূর্ত্তি সম।
মগধের পুত্র হ'য়ে
সাজিছ কেমনে
যুদ্ধ হেতু কহ্লানের সনে ?
স্বর্গগত জনকের সুহৃদের গলে
আঘাতিবে তীক্ষ্ণ তরবারি ?
ছিঃ ছিঃ বড় ঘৃণাকর
শুনিলে এ কথা
হাসিবে সকলে, লজ্জা দিবে কত।
আমি মন্ত্রী, ভৃত্য তব,
তব কার্য্যে প্রতিবাদ
নহেক উচিত মম।
তবে রাজ্যের মঙ্গল হেতু,
সুনির্ম্মল, রাজকুলে কলঙ্কের ভয়ে
কহিলাম এত,
বয়োবৃদ্ধ আমি
শেষ ভিক্ষা শুন যুবরাজ ;—
যুদ্ধ অভিলাষ কর পরিহার।
পুত্র সম তুমি—
যাচিলে মার্জ্জনা

গৌরব কি টুটিবে তোমার ?

প্রমোদ। মন্ত্রি ! বুঝি সব, পিতৃ সম তুমি—
তব উপদেশ নহে অমঙ্গল তরে,
কিন্তু অগ্রসর হইয়াছি বহুদূর
ফিরিবার নাহিক উপায়।
এবে যদি কৃতাঞ্জলিপুটে
চাহি ক্ষমা ভীষ্মদেব পাশে
তবে কি বলিবে লোকে ?
বলিবে কি কেহ
মগধের রাজপুত্র
বিনয়ের অবতার,
ক্রোধবশে অপমানি পিতার বন্ধুরে,
অনুতাপ হেতু যাচে ক্ষমা ?
সুনিশ্চয় বলিবে সকলে
কাপুরুষ প্রমোদ কুমার,
ভীত হয়ে কহ্লানের ভয়ে
মাগে ক্ষমা এবে।
অতীব লজ্জার কথা—
পুত্র হয়ে শেষে
সুনির্ম্মল পিতৃবংশে
করিব কি দান কলঙ্ক কালিমা ?
ডুবাইব মগধ সম্মান ?
যাক্ প্রাণ ক্ষতি নাহি তায়
নারিব করিতে হেন কাজ,

রক্ষা হেতু বংশের গৌরব
অসি হস্তে পসিব সংগ্রামে।
যদি নাহি হয় জয়
হাসি মুখে আলিঙ্গন করিব মৃত্যুরে,
বীরযোগ্য ধামে যাব' চলে।
ক্ষত্রিয় সন্তান
মৃত্যুর ভয় না করে কখন
ক্ষম মন্ত্রী
হইয়াছি বীরব্রতে ব্রতী—
অনুরোধ উপদেশ কিছু না শুনিব
করিব সমর কহ্লানের সনে।

জয়। (স্বগতঃ) যেই দিন হ'তে
অলক্ষ্মী রূপিনী
মায়াবিনী পশেছে এ পুরে
সেই দিন হতে—
মগধের রাজলক্ষ্মী হয়েছে চঞ্চলা
বৃথা আকিঞ্চণ—
প্রমোদের মন ফিরাতে নারিব
দৃঢ় পণ হেরি তার।
অন্য পথ করিব আশ্রয়।

[প্রস্থান।

প্রমোদ। বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন
যাই ত্বরা রণক্ষেত্রে সৈন্যগণ লয়ে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—রাজপথ।

(দুইজন নাগরিকের প্রবেশ)

১ম নাঃ। ওহে ভায়া, হন্ হন্ ক'রে ঘুর্তে ঘুর্তে চলেছ কোথা ?

২য় নাঃ। আর কোথা ? দেখতে পাচ্চোনা ঐ হোথায় কি আস্ছে।

১ম নাঃ। ওতো কতকগুলো মানুষ।

২য় নাঃ। মানুষ তা আমি অনেকক্ষণ জানি। মানুষ নয় ত কি আর ভূত। ওরা কারা শুন্বে ? জাগ্রতের দল— বাবা পেছুনে পেছুনে যে রকম ধাওয়া করেছে— দৌড়তে দৌড়তে বাড়ী গিয়ে হাওয়ার সঙ্গে না মিশিয়ে গেলে হয়। কেবল তিড়িং তিড়িং করে নাচে আর জাগ্রত জাগ্রত কচ্চে। বাবা দিনরাত সটান জাগ্রত রয়েছি, আবার চেল্লাও কেন সোণার চাঁদেরা।

১ম নাঃ। বলি ভায়া, ব্যাপারটা কি খুলে বলতো—আমিত কিছুই বুঝ্তে পাচ্ছিনি।

২য় নাঃ। আর বুঝে কাজনি দাদা। ব্যাপারটা ভারি গুরুতর, শুন্লে একেবারে জড় সড় মেরে যাবে।

১ম নাঃ। না না, তুই বল্না আমি শুনি।

২য় নাঃ। না শুনে ছাড়বেনা ? আচ্ছা একটু দাঁড়াও আমি ব'ল্ছি। (এদিক ওদিক চাহিয়া) জান দাদা ঐ যে ভগ্ন রাজা না কি রাজা আছে, ভারি তাজা

লোক। তার মেয়েটীকে ছোট রাজপুত্রের হাতে গচাবার জন্যে সেনাপতিকে পাঠিয়েছিল। আমাদের ছোট রাজপুত্র তখন—বুঝেছ কিনা দাদা—কতকগুলো নাচনাওলীর সঙ্গে নেশায় মস্‌গুল হয়েছিল; সেনাপতি যেমন বে'র কথা উত্থাপন কল্লে, ছোট রাজপুত্র অমনি নেশার ঝোঁকে খুব অপমান ক'রে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

১ম নাঃ। তারপর তারপর?

২য় নাঃ। চট্‌পট্‌ শুনে যাও দাদা—তারপর এই ব্যাপার শুনে ভষ্মরাজ ত চটে অগ্নিশর্ম্মা—একেবারে যুদ্ধং দেহি যুদ্ধং দেহি বলে বেরিয়েছে।

১ম নাঃ। তবেই ত গোল—যুদ্ধের রোল উঠলে তিষ্ঠান ভার হয়ে উঠবে। আচ্ছা ওরা কারা?

২য় নাঃ। ওরা হচ্চে স্বেচ্ছাসেবকের দল—মাতৃভূমির জন্যে ওরা সমস্ত ত্যাগ ক'রে জীবন উৎসর্গ করেছে,—মরিয়া হয়েছে দাদা মরিয়া হয়েছে।

১ম নাঃ। ছেলেগুলো খেপেছে নাকি? হাতে যে বড় বড় বর্শা, কাছে এগুনো দায়।

২য় নাঃ। ও বর্শায় আর বড় ভরসা হয় না। ভষ্ম রাজার লকলকে তলোয়ার খাপ থেকে বেরুলেই ও সব ফর্‌সা ক'রে দেবে। কাঁচা কাঁচা মাথাগুলো একবারে ভটাভট্‌ উড়িয়ে দেবে।

১ম নাঃ। সে যাক্‌ ভায়া—আমার গাটা কেমন ছম্‌ ছম্‌ কচ্চে।

২য় নাঃ। কি দাদা!—ওদের দেখে তোমার ভয় হচ্চে নাকি

১ম নাঃ। তোমারই কোন্ বা ভরসা হচ্চে ?

২য় নাঃ। ঐ দেখ দাদা! শনৈঃ শনৈঃ এদিকে জাগ্রতের দল আগত।

১ম নাঃ। তাইত ভাবত। দ্রুতৈঃ দ্রুতৈঃ আমরা চম্পট দেওয়া যাক্। শাস্ত্রে পড়েছ ত দাদা—"যঃ পলায়তি"—

২য় নাঃ। "সঃ জীবতি"—

(উভয়ের বেগে প্রস্থান ও স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রবেশ)

(গীত)

জাগ্রত ভারত পুণ্যভূমি।
জয় জয় জননী জন্মভূমি॥
বাসনা বিকাশিনী বহুবলধারিনী,
বেদ, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রসবিনী,
অন্নদায়িনী মাগো, অন্নপূর্ণা তুমি,
জয় জয় জননী জন্মভূমি॥
চরণ কমলে কত, করুণা বিগলিত,
কোটী কণ্ঠে তব নামোচ্চারিত,
মহিমা প্রচারিত, ভূবন ব্যাপিত,
কল কল নাদে, পূত প্রবাহিনী॥
তোমারি তরে, তোমারি করে
সপিনু মা মোদের হৃদয়খানি।
জয় জয় জননা জন্মভূমি॥

(পটক্ষেপণ।)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—হৈহয় রাজ্য—সিন্ধুবালার বিশ্রামাগার।

(সিন্ধুবালা আসীনা)

গীত।

আছে যদি এত সুখ প্রণয় মদিরা পানে।
বিরহ গরল তবে রহে কেন তারি সনে॥
প্রাণ চায় যে বয়ানে অনিমিষে হেরিবারে,
সে কেনগো থেকে থেকে আঁখি হ'তে যায় স'রে।
ভাবেনা সে ক্ষণতরে কি যাতনা এ অন্তরে,
ভাসিতেছি আঁখিনীরে অবিরাম সে বিহনে।
ঐ যে গগনোপরে হাসে চাঁদ সারানিশি,
ঢলে কুমুদিনী প্রাণে সোহাগে সুধার রাশি,
সে কেন পোহালে নিশি নাহি চাহে তার পানে,
দেখেনা সে ম্লানময়ী তাহার বিরহ বাণে।

সিন্ধু। না বুঝিয়া হায়!
গর্ব্ব করি বীরপত্নি বলি,
নিজ হস্তে সাজায়ে তাঁহারে
দিলাম দায়দাম উাসিত প্রাণে।
বিরহ অনলে এবে দহিছে অন্তর।
কর্ণ মূলে কেবা যেন বলে,

যাও সিন্ধুবালা
যদি চাহ পতির মঙ্গল
অবিলম্বে যাও রণক্ষেত্রে,
যথা বীরসিংহ অজিৎকুমার
আছেন উন্মত্ত সমরে।
প্রাণ আর না মানে বারণ,
চাহে প্রতিক্ষণ ধাইতে তথায়।
রাজ্য ভার দিয়ে মন্ত্রী করে
যাব আমি পতির সকাশে।
ছদ্মবেশে রহি তাঁর পাশে
উৎসাহিত করিব তাঁহারে।
আছে রণক্ষেত্র মাঝে
কত কি বিপদ
প্রাণপণে হইব সহায়
রক্ষা হেতু সে বিপদ হ'তে।
নাহি পারি, রণস্থলে ত্যজিব জীবন
কিম্বা যদি আশা পূর্ণ করেন অভয়া
রণে যদি হন জয়ী
তবে হাসিতে হাসিতে
করে ধরি তাঁর
আসিব ফিরিয়া পুনঃ এ হৈহয়ে।
আর—নীরব এ দৈববাণী
সফল যদ্যপি হয়,
পাই যদি পিতৃমাতৃ দরশন

পুজি চরণ তাঁদের
করিব এ জীবন সফল।

(চণ্ডীদাসের প্রবেশ)

চণ্ডী। কেন মাতঃ হেন অসময়
করিয়াছ বৃদ্ধেরে স্মরণ?

সিন্ধু। মন্ত্রি, হারায়েছি যেই দিন জনক জননী,
সেই দিন হ'তে,
হইয়াছ তুমি মাতাপিতা সকলি আমার।
তাই আজি পড়ি ঘোর দায়,
ডেকেছি তোমায়,
সুযুক্তি প্রদানে করহ উদ্ধার
এ বিপদে তনয়ারে তব।

চণ্ডী। কহ মাতঃ, কি বিপদ তব?
কি লাগি হয়েছ অধীরা?
বল প্রকাশিয়া
কি করিতে পারে এই বৃদ্ধ পুত্র তব?
(স্বগতঃ) স্বর্গগত প্রভু মম
হৈহয় রাজন—
একমাত্র সন্তান বিহনে
দুঃখনীরে ভাসিতেন সদা।
হেরি তাঁর বিষণ্ণ বদন,
প্রজাগণ শান্তিসুখ না জানিত কেহ।
হেরি তোর প্রফুল্ল বদন
পুনঃ সবে মাতিল হরষে—

মহারাজ মৃগয়ায় গিয়ে
পেলেন কুড়ায়ে তোরে সিন্ধুকুলে,
আনিলেন সযতনে গৃহে—
সন্তান বিহীনা রাণী
লভি এই সুহাসিনী বালা,
সাদরে লইয়া কোলে
বার বার চুম্বিলা বদন।
সিন্ধুকুলে লভিয়া রতন
তাই দিলা সিন্ধুবালা নাম—
পেয়ে তোরে রাজকন্যা রূপে
হাসিল এ রাজপুরী।
কেবা জানে কেন
যেই দিন হেরিয়াছি
তোর ঐ বদন কমল,
সেই দিন সেই ক্ষণে
এ হৃদয়ে যত স্নেহ ছিল
সব তোরে করেছি অর্পণ।
হেরি যদি বিষাদের রেখা
তোর ঐ প্রফুল্ল আননে,
শতধা বিদীর্ণ হয় বৃদ্ধের হৃদয়।
তোর দুঃখ দূর হেতু
তুচ্ছ প্রাণ পারি বিসর্জ্জিতে।
(প্রকাশ্যে) কহ মাতঃ কহ ত্বরা
কিবা যুক্তি চাহ মোর পাশে।

সিন্ধু। মন্ত্রি, জান তুমি সব।
শত্রু হস্ত হতে প্রভু রক্ষিতে ভ্রাতায়—
ত্যজিয়া হৈহয় গেছেন মগধে।
বীর তিনি গিয়াছেন বীর্য্যকার্য্যে।
কিন্তু নাহি জানি কেন
বিষম যাতনা প্রাণে পাই অবিরত
অমঙ্গল ভাবি তাঁর।
মানস চঞ্চল অতি—
ইচ্ছিয়াছি তাই
রাজ্যভার দিয়া তব করে
যাইব মগধে আমি।
দয়া করি ইচ্ছা পূর্ণ করুন আমার।

চণ্ডী। কেন মাতঃ মিথ্যা ভয়ে হতেছ অধীরা?
পতি তব বীর চুড়ামণি,
আসিবেন অচিরে ফিরিয়া
সমর বিজয় করি।
তার তরে বিষাদ কি হেতু।
পুনঃ ভাবি দেখ মনে,
নারী তুমি—সাজে কি তোমারে
যাইতে সে সুদূর প্রবাসে
কিম্বা এই বেশে—
পশিতে নির্ভয়ে সমর প্রাঙ্গনে
লাজে দিয়ে জলাঞ্জলি।

সিন্ধু। কেন পিতঃ, পতি যদি র'ন

পৃথিবীর প্রান্তভাগে,
পতিব্রতা রমণীর কাছে
গণ্য কি সে অতি দুর বলি ?
আর রণক্ষেত্র ?
সে ত রমণীর উপবন সম
পতি যদি রহেন সেখানে।
সাক্ষ্য তার প্রমীলা সুন্দরী।
তবে কেন সাজে না আমায় ?

চণ্ডী। ভাল মানিলাম তাহা—
কিন্তু বুদ্ধিমতী তুমি, দেখ বিচারিয়া,
রাজ্য ভার অর্পি মম করে
নিশ্চিন্ত হইবে তুমি।
বৃদ্ধ আমি, শিয়রে শমন
সুশাসন কেমনে সম্ভিবে,
প্রতিনিধি আমারে কি সাজে ?
তাই বলি মাগো
ভৃত্য আমি ঋণী আছি প্রভুর সকাশে
হারাইয়ে রাজ্য
ভালমতে শুধিব সে ধার।

সিন্ধু। যাক্ রাজ্য রেণু রেণু হয়ে,
ডুবুক অতলে —
ক্ষতি কিবা তায় ?
পতি শ্রেষ্ঠ সবা হ'তে।
সেই স্বামী আজি

রণমাঝে ভাসে বিপদ সাগরে।
আমি হেথা চিন্তার তাড়নে
কতক্ষণ রব স্থির।
পিতৃতুল্য তুমি মন্ত্রি!
কোন্ প্রাণে তবে
পালিতে রমণী ধর্ম্ম নিবার কন্যায়?

চণ্ডী। মাগো ধন্য পতি ভক্তি তোর।
বৃদ্ধের জীবন
মুগ্ধ হ'ল আজি তোর গুণে,
আর তোরে না বারিব
আয়োজন তরে চলিনু এখন।

[প্রস্থান।

সিন্ধু। হররাণি!
ডাকিছে তনয়া তোর,
মাগো! বিহনে সে নিধি
আঁধার নিরখি চারিধার—
প্রাণেশ্বর! ফলাফল নাহি করি জ্ঞান
আশার সাগরে ঝাঁপ দিতেছে কিঙ্করী,
হৃদয়েতে ভরসা কেবল
চরণ যুগল তব।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

(ফুল্লরা ও জয়মঙ্গল।)

ফুল্লরা। মন্ত্রি! বল এবে কি করি উপায়?
বুঝিয়াছি এতদিনে
আমা হতে কি কুকার্য্য হয়েছে সাধন।
যায় রাজ্য
যায় ডুবে মগধের নাম,
কহ ত্বরা করি
কি করিলে এ বিপদে পাব পরিত্রাণ?

জয়। মহারাণি! কি করিতে পারি এবে,
প্রমোদ বালক অতি—
না শুনিল মানা কার,
করিল এ সমর ঘোষনা।
কহ্লানের সেনাপতি বীর অতি—
হেন বীর কে আছে মগধে
বারিবে তাহারে রণে?
তবে আর কি হবে উপায়?
মন্ত্রি, নাহি কি উপায় কিছু?

ফুল্লরা। হায়! পতি রাজ্য যাবে
রসাতলে তবে?
অজিৎকুমার, কোথা তুমি আজ
তুমি যদি থাকিতে মগধে,

তাহলে কি শত্রু দল পারিত আসিতে।
ধিক্ ধিক্ শতধিক্ মোরে,
হিংসা বশে কি কুকার্য্য করিয়াছি হায়।
মনদুঃখে ত্যজিলা অজিৎ
অভাগী মাতারে তার,
অনুতাপানলে
জ্বলি এবে দিবানিশি।

জয় নাহি ভয় মগধ ঈশ্বরী।
রাজ্যময় করেছি ঘোষনা
অজিতের সন্ধান কারণ।
অজিতে পাইলে আর নাহি ডরি কা'রে,
মিলি দুই ভায়ে
অবহেলে জিনিবে সমর।
আমিও এদিকে
করিতেছি আয়োজন
প্রমোদের সাহায্য কারণ।

ফুল্লরা মন্ত্রি! কি বলিব আর
বুদ্ধি মম হইয়াছে লয়
কর তাহা বুঝ যাহা ভাল।
রাজ্য রক্ষা ভার
মতিহীন প্রমোদের প্রাণ
দিনু তব হাতে
চলিনু পূজিতে আমি শঙ্করী চরণ।

[প্রস্থান

জয়। ধন্য তুমি নরহরি ;
তব নাম তোমাতেই সাজে।
একমাত্র তোমার ভরসা করি
রাজ্য রক্ষা ভার
লইলাম রাণীর নিকটে।
বঞ্চনা ক'রনা ভাই
লয়ে এস কুমারে সত্বর,
যাই এবে দেখি গিয়া
রাজকার্য্য যদি কিছু থাকে।

[প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—মগধের প্রান্তভাগে প্রমোদকুমারের শিবির।

(প্রমোদকুমার ও সৈন্যগণ।)

প্রমোদ। সৈন্যগণ!
জান কিহে কিবা ধন জন্মভূমি ?
বাহিরিয়া মাতৃগর্ভ হ'তে
প্রথমেতে যাঁর অঙ্কে পেয়েছিলে স্থান,
এই সেই জন্মভূমি।
পরে যার করুণা নিঃসৃত
সুধামৃত সদা করি পান,
দিনে দিনে পুষ্টির সাধন
যার কৃপাকণা বিনা

ক্ষণতরে নারিতে থাকিতে
ধরণীর মাঝে,
পাইতে না সংসারের সুখের আস্বাদ—
এই সেই জন্মভূমি।
যার ধুলি কণা সনে
তোমাদের পূর্ব্বপুরুষের
অস্থি মজ্জা রহেছে মিশ্রিত,
যার পবিত্র বক্ষেতে
লভিবে জনম
তোমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ—
এই সেই জন্মভূমি।
এতদিন যিনি
সযতনে নিজবক্ষে রাখি
করেছেন সবারে পালন,
আজ তাঁর বড়ই দুর্দ্দিন।
হের, বীরগর্ব্বে অরি
তীক্ষ্ণ অসি করে ধরি
পশিয়াছে মাতৃভূমে
জননীর সর্ব্বস্ব হরিতে।
ধর্ম্ম অর্থ মান আদি
যাহা কিছু আছে সম্পত্তি মায়ের,
সব লবে কাড়িয়া তাহারা
জননীরে করি ভিখারিনী।
সদর্পে নাচিবে তারা মাতৃবক্ষোপরি

মুখে অট্টহাসি,
নিত্য নব অত্যাচার
অলঙ্কার হইবে মায়ের।
হয়ে মার সুযোগ্য সন্তান
হেরিবে কি স্থির নেত্রে
জননীর এ হেন দুর্দ্দশা
কুক্কুরের মত হয়ে পদানত
যাপিবে কি ঘৃণিত জীবন।

সৈন্যগণ। কখনই না।

প্রমোদ। কিম্বা সুপুত্রের মত
মাতার সেবায়
উৎসর্গিবে নিজ নিজ প্রাণ ?
প্রাণপণ করিবে কি জননীর তরে ?
ধমনিতে রক্তবিন্দু রবে যতক্ষণ
ধরিবারে তরবারি ;—
যতক্ষণ বাহুতে রহিবে বল.
যতক্ষণ কাল নিদ্রা না আসিবে চোখে
ততক্ষণ রক্ষা হেতু মায়ের সম্মান
প্রাণপণে যুঝিবে কি সবে
রক্ত দানে হবে না কাতর ?

সৈন্যগণ। হব না কাতর।

প্রমোদ। জননীর রতন তা'ার সহ
আর এক মহামূল্য ধন
হারাইবে তোমরা সকলে।

জান কি হে কিবা সেই ধন?
নাম তার "স্বাধীনতা"।
মায়ের ভাণ্ডারে
অমূল্য রতন সেটি।
তুলনা নাহিক যার এ তিন ভূবনে।
হের ঐ ক্ষুদ্র পাখী
ভ্রমে বনে বনে বন্য ফল আশে
ধায় ঐ অনন্ত আকাশে,
গায় গান মনের উল্লাসে
চায় সদা তার প্রাণ
একমাত্র স্বাধীনতা ধন।
রাখ তারে সোণার পিঞ্জরে
দাও তারে
নানাবিধ উপাদেয় ভোজ্য দ্রব্য
কভু তার ক্ষুদ্র প্রাণ
না হইবে প্রফুল্লিত।
মাত্র এক স্বাধীনতা বিনা
প্রাণ তার হইবে অধীর।
শুন ভ্রাতৃগণ!
পশুপক্ষী আদি ক্ষুদ্র প্রাণিগণ
ছাড়িতে চাহেনা যারে
স্বর্গীয় সেই স্বাধীনতা ধন.
দেহেতে থাকিতে প্রাণ
দিওনা দিওনা তারে পর হস্তে তুলি,

স্বইচ্ছায় নিজ গলে
লইও না অধীনতা ফাঁস।
দৃঢ় কর এই পণ
দিব আলিঙ্গন মৃত্যুরে সাদরে
জন্মভূমি স্বাধীনতা রক্ষিবার তরে।

সৈন্যগণ। দিব প্রাণ সবে অকাতরে।

প্রমোদ। মনে রেখো সৈন্যগণ
নহে ইহা বালকের খেলা—
জন্মভূমি তরে যুদ্ধ।
'শুধু বাক্যবীর হ'লে
মাতৃকার্য্য নারিবে সাধিতে কোন কালে।
প্রকৃত বীরের মত ধরি দৃঢ় করে
সুশাণিত তীক্ষ্ণ ধার অসি
শত্রু রক্তে মাতৃ পুজা কর সমাধান।
নিজ হৃদয় শোণিত
মিশাইয়ে দাও তার সনে,
সৃজ শোণিত সাগর
সুখে কর সন্তরণ তায়।
অনিবার করিলে মন্থন
অমৃত পূরিত সুধাভাণ্ড
লাভ হবে কালে,
সে অমৃত পানে হইবে অমর
জননীর দুঃখ হইবে মোচন;
আনন্দে নাচিবে মাতার হৃদয়

হেরি সন্তানের জীবন্ত মূরতি।
জগতের ইতিহাসে
হইবে লিখিত স্বুবর্ণ অক্ষরে
কীর্ত্তি তোমাদের।
পারিবে কি এ কাজ সাধিতে?

সৈন্যগণ। নিশ্চয় পারিব।

প্রমোদ। এস তবে—
ছিন্ন করি সংসারের মমতা শৃঙ্খল,
মা'র নামে হয়ে মাতোয়ারা—
জীবন উৎসর্গ কর সমর অনলে।
এস সবে কর এই পণ—
"সাধিব মায়ের কার্য্য
নহে রণক্ষেত্রে হইব নিধন।
পৃষ্ঠ প্রদর্শন কভু দেশ বৈরীগণে
না করিব এই দেহে থাকিতে জীবন।"
চল সবে ত্বরা,
হের ঐ কম্পান্বিতা মাতা, ভবিষ্যৎ বিপদের ভয়ে,-
বিলম্ব না কর আর, খুল তীক্ষ্ণ তরবার
শত্রুরক্তে মা'র দুঃখ কর বিমোচন।
কাঁপাইয়া জলস্থল গগন মণ্ডল
গাও সবে প্রাণ ভরি
জয় মগধের জয়!

সৈন্যগণ। জয় মগধের জয়!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—বনপথ।

(বীরমল ও দুইজন সৈনিকের প্রবেশ)

বীরমল। সৈন্যগণ! ছায়া সম বায়ুতে মিশায়ে
রবে সবে গুপ্তভাবে।
সাবধানে রাজ আজ্ঞা করিবে পালন।
(স্বগতঃ) আপনি আসিতে রণে
মহারাজ দৃঢ় পণ করিলেন যবে,
সে সময়ে ভাবিলাম মনে
ফুরাইল সব আশা মম।
হেরি প্রমোদের, সুকোমল সুঠাম গঠন,
স্নেহবশে বৈরীভাব যাইতেন ভুলি,
তাহ'লেত কোষমুক্ত হ'ত না কৃপাণ
সয়েছি নীরবে অপমান
কিসে হ'ত প্রতিশোধ তার!
ভাগ্য সুপ্রসন্ন মম,
তাই মহারাজ না আসি আপনি
পাঠালেন মোরে।
রণস্থলে দাম্ভিকের দাম্ভিকতা,
ঘুচাইব নিজ হাতে।
(প্রকাশ্যে) শুন আর এক কথা;—
ছল পূর্ণ প্রমোদ-হৃদয়
দেখ' যেন ভুলনাক' তায়,

রাজবেশে কিংবা ছদ্মবেশে যদি
হেরি কোন জনে,
রাজপুত্র বলি হয় অনুমান,
অমনি বাঁধিবে তারে বিনা বাক্যব্যয়ে,
না পার বাঁধিতে, করিবে নিধন।

সৈন্যগণ। যে আজ্ঞা।

বীরমল। কৃতকার্য্য হ'লে
লক্ষ মুদ্রা পাবে পুরস্কার।
সাবধানে পালহ আদেশ
কার্য্যান্তরে চলিলাম আমি।

[প্রস্থান।

১ম সৈন্য। আচ্ছা এতগুলো টাকা নিয়ে কি করা যাবে বল্ দেখি ?

২য় সৈন্য। তুইত বড় বোকা দেখছি। টাকা নেই বলে কি খরচ কর্ত্তেও জানি না ? এই আগেত মগধ রাজ্যের আধখানা কিনে নিয়ে, তার উপর একখানা সাত মহল বাড়ী হাঁকরাব। তারপর তার এক একখানা ঘরে এক একটা রাজকন্যা এনে রেখে দেব।

১ম সৈন্য। অত রাজকন্যে পাবি কোথায় ?

২য় সৈন্য। দূর আহাম্মক ! বলে পাবি কোথায় ? আরে তখন দেখবি পয়সা দেখে কত ব্যাটা রাজা পায়ে ধরে মেয়ে দিতে আসবে। পয়সার কাছে কি আর জাত বেজাত আছে ? পয়সা থাকলে কত বেটি রাণী এসে মাথা ঠুকে, তা রাজকন্যে ত কোন্ ছার।

১ম সৈন্য। আচ্ছা তা যেন বুঝলুম। কিন্তু এক এক ঘরে এক একটা রাজকন্যে পুরে রেখে কি হবে?

২য় সৈন্য। এইত বাবা! চাষা কি জানে মদের স্বাদ? এই যখন সন্ধ্যাবেলা বেড়িয়ে এসে গোঁফে তা দিতে দিতে ঢলঢলে পোষাক দোলাতে দোলাতে বাড়ীর ভেতর ঢুক্‌বো, তখন দেখবি ঐ রাজকন্যার মহলে একটা হুলুস্থুল পড়ে যাবে। ও মনে কর্‌বে আজ আমার ঘরে আসবে, আর একজন মনে কর্‌বে আমার ঘরে আস্‌বে, কিন্তু বাবা আমি কারুর ঘরে যাব না।

১ম সৈন্য। তবে বুঝি তুই নর্‌দামায় মুখ দিয়ে পড়ে থাক্‌বি?

২য় সৈন্য। দূর ব্যাটা ছোট লোক! তোর ঘটে একটুও বুদ্ধি নেই। না, তোকে আর মন্ত্রী করা হবেনা দেখছি।

১ম সৈন্য। আরে না ভাই, রাজমন্ত্রী হ'লে কি আর এমন বুদ্ধি থাক্‌বে, তখন দেখাব রাজার মতই বুদ্ধি হয়ে যাবে।

২য় সৈন্য। তা বটে! তবে শোন্। তারপর যখন ঐ রাজকন্যারা আমার পায়ে ধরে সাধাসাধি কর্‌তে আস্‌বে, তখন আমি এক একটাকে এক এক জুতার ঠোক্কর মেরে আমার রাগ জানাব। আর তারা ভাববে, "ওঃ কি বীরপুরুষ।"

১ম সৈন্য। এখনিই বা কি কম।

২য় সৈন্য। এখন ভালয় ভালয় কাজটা হাঁসিল কর্ত্তে পাল্লে হয়। বাধাত হবেই না, তবে প্রাকে প্রকারে এক কোপ। (দূরে দৃষ্টিপাত করিয়া) দ্যাখ্ দ্যাখ্ ঐ রাস্তাটা দিয়ে কে একজন নদীর দিকে যাচ্ছে না? রাজপুত্তুরের

মতন দেখছি যে। চল্ চল্।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—নদীতীরস্থ বন প্রদেশ।

(ছদ্মবেশে অজিৎকুমারের প্রবেশ।)

অজিৎ। এই সেই পুণ্যময়ী জন্মভূমি মম।
য়ার অঙ্কোপরে
দিবস য়ামিনী বঞ্চিতাম সুখে।
হায় মাতঃ! কতদিন হেরিনি তোমায়!
নাহি জানি কি কুকর্ম্ম ফলে
অকৃতি সন্তান তব
ক্রোড় হ'তে এতকাল ছিলগো প্রবাসে।
না পারিনু সেবিতে চরণ বিধিমতে।
হেহয়ের ভোগ সুখে,
প্রিয়ার সে অকলঙ্ক মুখশশী হেরি,
হয় নাই এত সুখ হৃদয়ে আমার।
আজি এই জন্মভূমে, তরঙ্গিনী তীরে আসি
লভিতেছি আনন্দ অপার।
দেখিয়াছি কত দেশ, কত বন উপবন আদি,
পুলকে পূরিত হৃদি শোভায় যাহার,
শোভা হেরি জনম ভূমির
তুচ্ছ জ্ঞান হয় সে সকল।

ধরাধামে লভিয়ে জনম
যেইজন ভুলি ভোগসুখে,
নাহি চাহে বারেকের তরে—
স্বর্গাদপি গরিয়সী জন্মভূমি পানে,
হেরি তাঁর বিষণ্ণ মূরতি,
নাহি কাঁদে পরাণ যাহার—
নরাকারে পশু সেই জন।
নাহি জানি কেন তার ভার
বসুমাতা করেন বহন।
মাতঃ জন্মভূমি! প্রণমি চরণে তব।
শুনি তোর বিপদ বারতা
ভুলি অতীতের কথা,
এসেছি মা,
হৃদয় শোণিত দানে উদ্ধারিতে তোরে;
আমি অভাজন, না পাইনু সেবা অধিকার—
নিজ কর্ম্মদোষে।
আশীষ জননী!
যেন গৌরব তোমার পারিগো রক্ষিতে।
তব কার্য্য সাধনের তরে
তুচ্ছ প্রাণ হয় যদি লয়, ক্ষতি কিবা তায়,
কিন্তু যেন না হই বঞ্চিত তব কৃপা হ'তে,
রক্ষিব তোমারে মাগো তোমারি কৃপায়।

[ইতিমধ্যে অজিতের অলক্ষ্যে দুইজন সৈনিকের প্রবেশ ও তাহাকে প্রমোদকুমার ভ্রমে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে

প্রথম সৈনিককে দ্বিতীয় সৈনিকের শিক্ষা দান।]

১ম সৈন্য। আঁা—আঁা—আঁা—(মুর্চ্ছার ভান করিয়া ভূতলে পতন।)

২য় সৈন্য। (প্রথম সৈনিকের মস্তক ক্রোড়ে লইয়া) ওগো তোমরা কে এখানে আছ গো, একবার এস গো, আমার প্রাণের ভাই যায় গো!

অজিৎ। (সচকিতে স্বগতঃ) একি সৈনিক বেশ দেখছি যে! (দ্রুত নিকটে আসিয়া প্রকাশ্যে) তোমাদের কি হয়েছে?

২য় সৈন্য। এঁ্যা, মহাশয় এসেছেন, আঃ বাঁচলুম, আসুন মহাশয় যদি কৃপা করে এসেছেন তবে ঐ নদী থেকে একটু জল এনে দিন না, এর চোখে মুখে দিই মশায় গো? আমার ভাই মশায় এই গাছের উপর একটা কি ছাওয়ার মতন দেখে, ভাই আমার হঠাৎ আঁতকে উঠলো। মশায়! হায় হায়! আমার প্রাণের ভাই বুঝি যায় গো। আমি আর কাকে নিয়ে থাকবো গো। (কপট ক্রন্দন)

অজিৎ। (স্বগতঃ) ধন্য ভ্রাতৃস্নেহ। (প্রকাশ্যে) অত উতলা হয়ো না। ভয় কি? আমি জল এনে দিচ্ছি।

[জল আনিবার জন্য অজিৎকুমারের নদীতীরে গমন। সৈনিক-দ্বয়ের নিঃশব্দে গাত্রোত্থান, দ্বিতীয় সৈনিকের অসি হস্তে সাবধানে অজিতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন এবং পশ্চাৎ দিক হইতে জোরে অজিতের মস্তকে অসির আঘাত ও উভয়ের প্রস্থান।]

অজিৎ। (অজিৎকুমারের আহত হইয়া নদীগর্ভে পতনান্তর)
কেরে বীরকুলগ্লানি ?
তস্করের প্রায় গুপ্তাঘাত করিলি আমারে।
মাগো জন্মভূমি! তব কার্য্য হ'ল না সাধন।
হায় সিন্ধুবালা! কোথা তুমি
লীলাখেলা ফুরাল আমার।

(যোদ্ধবেশে সিন্ধুবালার আবির্ভাব)

সিন্ধু। জীবন সঙ্গিনী আমি তব
তোমা ছাড়া নহি ত কখন।

(নদীগর্ভে ঝম্ফ প্রদান ও মুর্চ্ছিত অজিতকুমারকে লইয়া সন্তরণ।)

পটক্ষেপণ।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য— বনমধ্যে অজিৎকুমারের শিবির।

(খট্টাঙ্গোপরি অজিৎকুমার নিদ্রিত ও নিকটে সৈনিক-বালকবেশী সিন্ধুবালা আসীনা।)

(গীত)

বঁধু স্বপনেরি মত জাগি নিশি কত,
মনে হয় ছিনু বসিয়া।
তুমি জোছনার সনে, এসেছ এখানে,
ফুলের সুবাস মাখিয়া॥
আমার কাতর পরাণে, সাধের গগনে,
ছিল কুয়াসা ভরিয়া।
তুমি আঁধার নিবারি, বসেছ আমারি.
হৃদয় মাঝে উদিয়া॥
আমি জনমেরি তরে, নয়ন আসারে,
স্মৃতিতে রহিব পড়িয়া।
যেন জনমে জনমে, মরমে মরমে,
তব প্রেমে রহি বাঁধিয়া॥

অজিৎ। (জাগরিত হইয়া) চন্দন! চন্দন।
উড়িল কি মগধের বিজয় পতাকা?
শত্রুকুল হ'ল কি নির্ম্মূল?

সিন্ধু। নাহি আর বিলম্ব তাহার;
শুনিলাম বাধিয়াছে রণ।
দিলে আজ্ঞা যাইব এখনি
পরাজিব অবহেলে অরাতির দলে।

অজিৎ। (চমকিত হইয়া উপবেশনান্তর)
বাধিয়াছে রণ ?
চন্দন ! এতক্ষণ বলনি আমায় ?
কোথা শত্রু দেখাও আমারে,
রণাঙ্গনে লয়ে চল মোরে !
(দণ্ডায়মান হইতে উদ্যত)

সিন্ধু। (বাধা দিয়া) ক্ষান্ত হন মহারাজ।
কি কাজ যাইয়া রণক্ষেত্র মাঝে ?
আছে কথা বিদিত জগতে,
সেবকের পূর্ণ অধিকার, সাধিবারে প্রভুকার্য্য।
করিয়াছি পণ,
প্রাণপণে কার্য্য তব করিব সাধন।
ক্রীতদাস জীবিত এখন
কেন তবে সাধ বাদ কর্ত্তব্যে তাহার ?
হের প্রভু, অস্ত্রাঘাত বাজিতেছে তব কায়,
এ দশায় কেমনে পশিবে রণে।
বীর চূড়ামণি তুমি,
সমগ্র জগত আছে চেয়ে করুণার পানে —
কেন তবে অকারণ, দিবে প্রাণ সমর অনলে ?
উদ্দেশ্য কি হইবে সাধন ?
নাচিছে হৃদয় মম রণভেরি শুনি
দেহ আজ্ঞা দাসে,
লয়ে অনিকিণী যাইতে সমরে।

অজিৎ। চন্দন ! অযাচিত উপকার তব

শতমুখে নারি প্রশংসিতে।
দস্যুর আঘাতে, পড়ি তটিনী সলিলে যবে—
যেতেছিল প্রাণ,
সে সময় রক্ষিলে আমারে ;
তোমারি কৃপায় এতদিন রয়েছি জীবিত।
পুনঃ এই সঙ্কট সময়ে
অকপটে নিলে তুমি সমরের ভার।
শুধিতে এ ধার তব, না পারিব এ জনমে কভু।

সিন্ধু। শুনহে রাজন!
প্রশংসার যোগ্য নহি আমি ;
করিয়াছি শুধু কর্ত্তব্য পালন।
আজিও সেই কর্ত্তব্য পালিতে
রণক্ষেত্রে যাইতে প্রস্তুত।
কৃপা করি দেহ আজ্ঞা যাইতে সমরে।

অজিৎ। নহ তুমি দাস কভু।
অতি উচ্চ হৃদয় তোমার,
আজি হ'তে সখা তুমি মম।
এস সখা! রণযাত্রা কালে
আলিঙ্গনে বিদায়ি তোমায়।

(আলিঙ্গন করিতে উদ্যত

সিন্ধু। (পশ্চাৎপদ হইয়া) ক্ষমুন দাসেরে
উপযুক্ত নহি আমি এতেক কৃপার,
বিলম্বেতে কুফল সম্ভব,
শ্রীচরণে বিদায় এখন।

(স্বগতঃ মাগো নিস্তারিণী, শিবরাণী,
অবলার রেখ মান এ ঘোর সঙ্কটে,
রক্ষিবারে পতির সম্মান,
ধরিয়াছি অসি বিরুদ্ধে পিতার,
হররমা কর মা করুণা—
দেখ' যেন কার্য্য সিদ্ধি তরে, তব সুতা হ'তে—
বিন্দুমাত্র রক্তপাত না হয় ধরায়।

[প্রস্থান

অজিৎ। কে এই বালক?
বিদেশী সৈনিক বলি দিল পরিচয়।
নাহি জানি কি আশার আশে,
তুচ্ছ করি আপন জীবন—
ফিরে সদা মম শুভ হেতু।
আমা লাগি সহিতেছে কত।
যেন দেবদূত, ত্রিদিব ত্যজিয়ে
ধরাধামে করে বিচরণ,
দুঃখভার বিমোচন হেতু—
মরি কিবা উদার প্রকৃতি, স্বভাব নম্রতাময়,
সুগঠিত সুললিত দেহে
যেন উথলিছে লাবণ্যের রাশি,
বাক্য-সুধা, সরলতাময়
যন্ত্রণার উপশম করে যেন,—
ইচ্ছা হয় ভালবাসি পরাণ ভরিয়া,
আকার প্রকার হাব ভাব, ঠিক তারি মত।

হায় সিন্ধুবালা সে কি হবে ?
ছিঃ ছিঃ হাসি আসে,
পুরুষে হেরিয়া ভাবিতেছি কত কথা,
বাতুল হয়েছি আমি,
সে কেন আসিবে হেথা ?
কিন্তু সামান্য বালক কভু নয়
যুদ্ধ শেষে সবিশেষ লব পরিচয়।
যাই এবে রহি গুপ্তভাবে
দূর হতে হেরি তার সমর কৌশল।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—যুদ্ধক্ষেত্র।

(যোদ্ধবেশে অসি হস্তে প্রমোদ কুমার ও তৎপশ্চাতে বীরমলের প্রবেশ)

বীরমল। আরে দুষ্ট! যুদ্ধসাধ মোর সনে
এ দুর্ম্মতি কেন হ'ল তোর ?
ভুলি কিবা আশার ছলনে
জননীর ক্রোড় ত্যজি আসিলি এখানে
কাঁদাবি তাহারে মূঢ় জনমের মত ?
আগে ভেবেছিনু মনে, উত্তপ্ত শোণিতে তোর
হৃদি বহ্নি নিভাইব মম—
উপযুক্ত দিব প্রতিশোধ।

কিন্তু হেরি তোরে, হয় হৃদে মায়ার উদয়—
শিশু অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিব কেমনে,
অবোধ বালক, প্রাণ লয়ে যারে ফিরে ঘরে।

প্রমোদ। শিশু বলি উপহাস করিছ পামর!
কিন্তু জানিও এ সিংহশিশু—
মাতৃঅঙ্ক হ'তে যথা কেশরী তনয়,
উল্লাসেতে ধেয়ে যায় মল্লরণ হেতু,
তেমনি জননী পদে লইয়ে বিদায়
রণক্ষেত্রে আসিয়াছি আমি,
তব রক্তে মিটাইব রণসাধ আজি—
বন্য পশু তুই, কিবা ফল বৃথা বাক্যব্যয়ে?
যদি মূঢ় হ'স্ বীর, ধর অসি দেখা বীরপনা।
জয় পরাজয় কভু বাক্যেতে না হয়।

বীরমল। এতক্ষণে বুঝিনু নিশ্চয়,
ইচ্ছা তোর যেতে যমালয়।
অভিলাষ যদি মরিবার তরে
ধর্ অসি করে।

(উভয়ের ঘোরতর অসিযুদ্ধ এবং কিছুক্ষণ পরে প্রমোদ কুমারের ক্লান্ত ভাব প্রদর্শন)

বীরমল। সৈন্যগণ!

(কতিপয় সৈনিকের প্রবেশ)

না নাশিও প্রাণে, দুষ্টে করহ বন্ধন।

(সৈন্যগণের প্রমোদ কুমারকে বন্ধন করিবার উদ্যোগ এমন সময় সৈনিক বালকবেশী সিন্ধুবালার অকস্মাৎ

প্রবেশ ও তদ্দর্শনে সকলের স্থিরভাবে
দণ্ডায়মান)

সিন্ধু। (বাম হস্তে প্রমোদ কুমারের হস্ত ধারণ করিয়া)
ক্ষান্ত হ'ন সেনাপতি! ক্ষান্ত হও সৈন্যগণ!
শুন আজ্ঞা কল্লান রাজার—
"আনন্দের দিন আজ তাঁর
আনন্দ উৎসব কালে
তোমরা সকলে, না করিও নররক্ত পাত"।
পুষ্প নামে কন্যা তাঁর রয়েছে জীবিতা।
আছে সে মগধে;—
জানে প্রমোদ কুমার সন্ধান তাঁহার।
তাই মহারাজ পাঠাইলা মোরে
রণরঙ্গ ভঙ্গ করি,
লয়ে যেতে প্রমোদেরে সাথে,
অবিলম্বে পুষ্প লাভ হেতু।

[প্রমোদ কুমারকে লইয়া প্রস্থান।

বীরমল। (সাশ্চর্য্যে স্বগতঃ)
কে এই বালক?
সত্য কি ইহার কথা?
আহা! বৃদ্ধরাজ কন্যাগত প্রাণ;
সুতা তার অদ্যাপিও রয়েছে জীবিতা?
নাহি জানি এ সংবাদে
কত সুখে সুখী হয়েছেন তিনি।
টলে প্রাণ স্নেহ মায়া বশে

হীন ভাব তথা পাইবে কি স্থান?
তাই, অপমান প্রতিহিংসা পাশরি নিমেষে
হেন আজ্ঞা দিয়েছে রাজন—
আকুল পরাণ তার, হেরিতে সে সোণার প্রতিমা;
তবে কেন ভৃত্য হয়ে করি বিঘ্ন দান,
প্রভুর সে আনন্দ উৎসবে।
(প্রকাশ্যে) শুন সৈন্যগণ,
রণ আশা ত্যজ মন হ'তে
চল, অবিলম্বে যাই মোরা প্রভুর সকাশে,
নিবেদি এ বালকের কথা।
হারানিধি লভিবার তরে
বলি তাঁরে মগধে আসিতে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য – রাজ অন্তঃপুরস্থিত প্রাঙ্গন।

(ফুল্লরার প্রবেশ।)

ফুল্লরা। ওহো! পাপিয়সী আমি -
জন্ম মোর পাপের বিস্তার হেতু।
করিনু আয়াস, বিষবৃক্ষ-রোপন কারণ,
উপেক্ষি সবারে, হানি বাজ নারীধর্ম্ম পরে—
এবে জর জর কলেবর;—
ক্ষত মন প্রাণ, নিদারুণ বিষের দহনে।

প্রায়শ্চিত্ত তার, অহর্নিশি চিত্তের বিকার।
অশুভ কল্পনা, অনন্ত ভাবনা.
এবে আতঙ্কে শিহরি,—হেরি ভবিষ্যৎ ছবি তমোময়।
পাপ রাহু গ্রাসে, রাজ্য রবি অস্তমিত প্রায়,
শান্তিহীন, অরাজক এবে।
ষড়যন্ত্র নানা মন্ত্র করিছে বিস্তার,
সুযোগ চিন্তন, ছিদ্র অন্বেষণ, লোলুপ নয়নে।
এসরে অজিৎ—এস বাছা অঞ্চলের নিধি,
করিয়াছি গুরু অপরাধ,
নিজগুণে গুণধর, কর ক্ষমা জননী ভাবিয়া।
সহিতেছ কত আমা লাগি—
হরি! কত বাজিয়াছে কোমল পরাণে;
ক্ষত হৃদি বিষম দংশনে—
মুছিবে কি তাহা, হৃদয় শোণিতে মম?
তাই যদি, তবে বধি পাপীনীরে
হৃদি জ্বালা কর নিবারণ।
মাত্র দোষী আমি, চাহ ফিরে অন্য মাতা পানে,
গরিয়সী জন্মভূমি ভাসে অশ্রুনীরে,
এস বৎস, মোছ তার বারি
রক্ষা কর অকুল পাথারে—
নহে মজিবে সকলি।

(দ্রুতপদে প্রিয়ম্বদার প্রবেশ)

প্রিয়ম্বদা!
বল ত্বরা কিবা সমাচার?

এসেছে কি অজিৎ কুমার ?
হয়েছে কি মগধের জয় ?

প্রিয়ম্বদা। রাণি ! বুক ফাটে বলিতে সে বাণী ;
হইয়াছে পুত্র তব বন্দী শত্রু করে।
গাহিছে সকলে মিলি কহ্লানের জয়।
(স্বগতঃ) যাক্ যাক্ সব পুড়ে ছাই হ'ক্। যেমন কর্ম্ম তার তেমনি ফল হবে ত। আমার কপালে ত রাজবাড়ীর অন্নজল উঠলো। এখন বামনা পোড়ারমুখো কোথা গেল দেখি।

[প্রস্থান।

ফুল্লরা। পুত্র মম বন্দী শত্রু করে ?
যাই ভীষ্মদেব পাশে
ধরিয়ে চরণ, ভিক্ষা লব পুত্রের জীবন।
না. না, অভিমানী কুমার আমার,
শত্রুপদে হেরিলে মাতারে
আত্মহত্যা করিবে তখনি।
কিম্বা কিবা ফল পুত্রেরে ফিরায়ে ;—
অপহৃত রাজ্য মধ্যে ভিক্ষুকের মত
যাপিব জীবন দোঁহে শেষে।
এরি তরে এত হিংসা ?
তার চেয়ে মৃত্যুই মঙ্গল।
পাপমাত্রা পূর্ণ বহুদিন, প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন
কেন তবে শূন্যময় জীবন ধারণ ?
ধিকি ধিকি মনাগুনে জলি দিবানিশি,

থাকিতে উপায়,
কোন্ প্রাণে প্রমোদের নিধন সংবাদ
সহিব নীরবে।
না না, আর কেন
ফুরাল' ত সব—
এইবার কমে যাক্ ধরণীর ভার।
(বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া)
আমা হ'তে পিপাসার উদ্রেক তোমার,
আমারি রুধিরে শান্তি হ'ক্ আজ তার।

(নিজ বক্ষে ছুরিকা আঘাত করিতে উদ্যত এমন সময় প্রমোদ কুমারকে লইয়া দ্রুতপদে অজিৎ কুমারের প্রবেশ এবং ফুল্লরার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আত্মহত্যায় বাধা দান)

অজিৎ। একি মাতঃ? কেন এ বিষাদ?
মাতৃহীন করি দুটি তনয়ে তোমার
সুখে কেন সাধ বাদ।

ফুল্লরা। কেরে! অজিৎ কুমার!
পাপিনী জননী বলি, এতদিনে পড়েছে কি মনে?
সঙ্গে করে এনেছ কি প্রমোদে আমার?

প্রমোদ। (প্রণাম করিয়া)
বন্দি মাতঃ, চরণ তোমার,
তব আশীর্ব্বাদে আজি দাদার সহায়ে
হইয়াছি সমরে বিজয়ী।
দাদা, কোথা সেই বিদেশী সৈনিক?

অজিৎ। মত্ত বুঝি বিজয় উৎসবে।

ফুল্লরা। পূর্ণ হ'ক্ মনোবাঞ্ছা তব, আশীর্ব্বাদে মম—
মগধের সিংহাসনে বসায়ে অজিতে
সেব তুমি চরণ তাহার।
দেখিতে দেখিতে এই সুখের মিলন
নিভে যাক্ আঁখি তারা মম।

অজিৎ। মাতঃ! কেন বৃথা হেন অনুতাপ?
ভুলে যাও অতীত ঘটনা।
চল তুমি রাজপুরে—
রাজমাতা হয়ে, সুখেতে যাপিবে দিন।

ফুল্লরা। লোকমাঝে পোড়ামুখ কেমনে দেখাব?
পাইব কি শান্তি কভু প্রাণে?
অনুতাপে দহি দিবানিশি
অশান্তির দাসী হয়ে যাপিব জীবন,
তার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয় মম।

অজিৎ। ক্ষমা কর মাতঃ মোরে—
মন হ'তে মুছে ফেল অতীত কাহিনী,
আনন্দের দিনে ত্যজ মা বিষাদ।
পাইয়াছি নূতন জীবন,
চল আজি সবে মিলি,
প্রমোদের অভিষেক করি সম্পাদন।

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—রাজপথ।

(নরহরির প্রবেশ)

নর। ভগবান খুব খেলাটাই খেলুলে বাবা, যা হ'ক ভালয় ভালয় যে সব দিক বজায় হ'ল, এই ভাল। আর গোলে মালে কাজ নেই। যাই অনেক পরিশ্রম হয়েছে। এখন একবার নিঝঞ্ঝাটে শান্তিময়ীর শান্তি-ময় ক্রোড়ে বিশ্রাম লইগে। (অদূরে প্রিয়ম্বদাকে আসিতে দেখিয়া) ঐ যে মেঘ চাইতে না চাইতেই জল, আমার বরাত খুব জবর দেখছি, এস' আমার মধুর ভাষিণী, দগ্ধ-বদন-সম্ভাষণ-কারিণী, এস'। এস' এস' দেরি ক'রনা।

(প্রিয়ম্বদার প্রবেশ)

প্রিয়। এই যে তোমার শ্রাদ্ধের যোগাড় কর্ত্তে আসছি।

নর। যে আজ্ঞা ভট্‌চাজ মশায়! তা বলি এ পেশা কত দিন থেকে আরম্ভ?

প্রিয়। বলি ও পোড়ারমুখো বামুন! তোমার তামাসা রাখ, কি হল' বল দেখি? সব যে গেল। ছোট রাজপুত্রও যে বাঁধা পড়েছে শুন্‌ছি। এখন কোথায় পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবে যাও।

নর। যাব আর কোথায়? তোমার ঐ বঙ্কিম নয়নের কোনে। বলি প্রিয়ে কি নিদ্রিতা না জাগরিতা? বলি এ তোমার স্বপ্ন না খেয়াল মাত্র?

প্রিয়। নাও, নাও, তোমার সকল সময়েই ঠাট্টা! বলে কারুর সর্ব্বনাশ আর কারুর পৌষ মাস। তুমি না বড় রাজ-পুত্তুরকে এনে রাজবাড়ীর একটা কিনারা করবে? তা এই বুঝি তোমার কিনারা?

নর। কিনারা ত সব হয়ে গেছে দাদা। এই নরহরি শর্ম্মা যখন এই কুলকুণ্ডলিনীর আঁচলধরে বসেছে, তখন জানবে সবাই কুল পেয়েছে। আচ্ছা ছোট রাজ-পুত্তুর যে বাঁধা পড়েছে, এ খবরটা তোমায় কে দিলে বল দেখি?

প্রিয়। কেন একটা খোঁড়া সৈন্য ছুটতে ছুটতে সেখান থেকে পালিয়ে আসছিল। আমি তার মুখে শুনলুম।

নর। একে খোঁড়া, তায় আবার ছুটছিল, বেঁচে থাক মণি। তুমি যেমন বক্তা, আমিও তেমনি শ্রোতা। যাক্ আর ও সব কথায় কাজ নেই, চল এখন একবার রাজবাড়ীর বাহারখানা দেখবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—প্রমোদ গৃহ।

(অজিৎ কুমার, প্রমোদ কুমার, জয়মঙ্গল, সৈনিকবেশধারী সিন্ধুবালা, কুল্লরা ও সভাসদ্গণ আসীন)

অজিৎ। প্রমোদ! বহুদিন পরে ভাই —
ঈশ্বরের অনন্ত কৃপায় আজি

পাইতেছি আনন্দ অপার।
সামান্য মানব বলি, না ভাবিও সখারে আমার ;
এ হেন সরল প্রাণ দেখি নাই কভু।
আছে আর এক জন,
দেবতুল্য চন্দন সুজন
বাঁধিয়াছে দোঁহে, অভাগারে ঋণ পাশে
জন্ম জন্মান্তরে কভু, নারিব শুধিতে ঋণ।
এদেরি কৃপায়, ভাগ্য-রবি উদিয়াছে পুনঃ।
আয় ভাই, আজ এই আনন্দের দিনে
পিতৃ সিংহাসনে বসাইয়ে তোরে
করি সেই আনন্দ বর্দ্ধন।

প্রমোদ। (অজিতের পদধারণ পূর্ব্বক)
দেব! ক্ষমা কর দাসে,
দাদা তুমি, আমি অনুজ তোমার
প্রভু দাস সম্বন্ধ দোঁহার।
আজীবন অকাতরে তুমি,
যত স্নেহ করিয়াছ দাসে—
একদিনে, ক্ষণেকের তরে
কেন কেড়ে লও প্রভু সেই ভালবাসা?
যদবধি রাজ্যত্যাগী তুমি,
সেই দিন হতে একটী আশায়—
রাজপুরে করিয়াছি বাস।
দিনেকের তরে যদি পাই দেখা,
বসাইয়ে পিতৃ সিংহাসনে,

আজ্ঞাবহ ভৃত্যের সমান
নিত্য সেবি চরণ যুগল,
কি দোষে নিদয় হ'য়ে, করিবে সে আশায় বঞ্চিত ?
বস তুমি পিতৃ সিংহাসনে,
প্রাণ ভরি সেবি ও চরণ
ধন্য হ'ক্ এ জীবন মম।

অজিৎ। (স্বগতঃ আহা! হেন ভ্রাতৃধনে ধনী
ধন্য আমি ধরা মাঝে,
ভাল জানি তোরে
অভিন্ন হৃদয় আমা দোঁহাকার।
(প্রকাশ্যে) উঠ ভাই, ফেলিও না অশ্রু আনন্দের দিনে
ঈশ্বর কৃপায় লভিয়াছি অন্য রাজ্য আমি
সেই হেতু বাসনা আমার :—
রাজ্য ভার দিয়ে তব করে
যাব আমি চৈত্রয়ে ফিরিয়া।

(বীরমল ও তৎপশ্চাতে ভীষ্মদেবের প্রবেশ)

ভীষ্ম। কৈ পুষ্প ? সেনাপতি ! সেনাপতি !
এনে দাও পুষ্পেরে আমার।

সিন্ধু। পিতা! পিতা!

(ভীষ্মদেবের পদতলে পতন ও মূর্চ্ছা)

জিৎ। এযে দেখি নারী ;
সখিগণ এস ত্বরা করি,
লয়ে যাও অন্তঃপুরে শুশ্রূষা কারণ
ভীষ্মদেব বালারে যতনে।

(সখিগণের প্রবেশ ও সিন্ধুবালাকে লইয়া প্রস্থান)

নর। (স্বগতঃ) বাবা পাহাড়ে দেশের মেয়েগুলোকে চেনা ভার। ইনি দেখছি আমার চোখেও ধুলো দিয়েছেন। আচ্ছা দেখা যাক্ কত দূরে গড়ায়।

ফুল্লরা। কহ্লান ঈশ্বর! ক্ষমা কর এ দু'টি বালকে।
পিতৃবন্ধু আপনি দোঁহার,
না বুঝিয়া দুরন্ত বালক
করিয়াছে শত দোষ পদে।

ভীষ্ম। ক্ষমা কর মোরে অপরাধ হেতু।
(অজিতের প্রতি) বৎস অজিৎ কুমার
পিতৃবন্ধু বলি যদি ভেবে থাক মোরে
রাখ তবে বৃদ্ধের বচন।
মর্ম্ম হ'তে কর দূর অতীত কাহিনী—
আজি এই আনন্দের দিনে
দাও মোরে পুরাইতে জীবনের সাধ—
দু'টি কন্যা দিয়ে দু'জনার করে।
দাও আজ্ঞা পুষ্পেরে আনিতে
লয়ে এস চিত্রারে আমার।

অজিৎ। আজ্ঞা তব শিরোধার্য্য মম।
(স্বগতঃ) পুনঃ একি নব অভিনয়,
কাঁপে হিয়া দুরু দুরু না দেখি উপায়;—
পুনঃ হৃদয় অর্পণ, চিন্তা অতি চমৎকার—
কাহার হৃদয়? কারে পুনঃ করিব অর্পণ
প্রাণ বিনিময় সিন্ধুবালা সনে.

প্রাণ কোথা মম,
আছে তথা ছবি মোহিনীর।
আহা আমা লাগি,
আছে বালা আশাপথ চাহি—
মলিন বদন, প্রতিদান ভাল দিব তার ;
না না ধরিয়ে চরণ,
যাচিব মার্জ্জনা ভীষ্মদেব পদে।

(একদিক দিয়া সখিগণ পরিবেষ্টিতা হইয়া সিন্ধুবালার প্রবেশ ও অন্যদিক দিয়া কল্যাণী, চিত্রলেখা ও জনৈক দাসীর প্রবেশ।

সিন্ধু। (দ্রুতপদে কল্যাণীর নিকটে যাইয়া)
মা ! মা !

কল্যাণী। আয় মা, দুঃখিনীর ধন।

অজিৎ। (স্বগতঃ) দয়াময় ! অপার করুণা তব
অধমের প্রতি,
তাই আজি অনন্ত কৃপায়
লভিলাম হারানিধি মোরা।

সিন্ধু। রণক্ষেত্র মাঝে
নিজ আজ্ঞা রাজ আজ্ঞা বলি
শাস্তি হেতু করেছি ঘোষনা,
ক্ষমা চাহে চরণে তনয়া,
কৃত সেই অপরাধ হেতু।

ভীষ্ম। ভুলিয়াছি অতীতের কথা,
ভুলে যাও তোমরা সকলে।
(সিন্ধুবালা ও চিত্রলেখার হস্তধারণ পূর্ব্বক)

এস পুষ্প মা আমার,
আয় চিত্রলেখা—
পূর্ণ-মনস্কাম আজ জনক তোদের।

(সিন্ধুবালার হস্তে অজিৎকুমারের হস্ত ও চিত্রলেখার হস্তে প্রমোদ কুমারের হস্ত স্থাপন।)

নর। (স্বগতঃ) বেশ, বেশ, আর কেন, সব ত হ'ল, এই সময়ে আর একটু চড়িয়ে দেওয়া যাক্না। আসরটা ফাঁক যায় কেন। (প্রকাশ্যে) বলি ওগো নর্ত্তকি-বৃন্দ! তোমরা কি ঘুমুচ্ছ নাকি? বলি সময়টা কি তাও চোখে দেখতে পাও না?

নর্ত্তকী। (নেপথ্যে) দেখতে আর পাচ্ছি না! তবে এই তোমার কনে সাজাতে যা দেরি।

(সুসজ্জিতা প্রিয়ম্বদাকে লইয়া সখিগণের প্রবেশ)

ফুল্লরা। (প্রিয়ম্বদার হস্ত নরহরির হস্তে রাখিয়া)
ব্রাহ্মণ! এই লও পুরস্কার তব।

নর। (স্বগতঃ) বাঃ, বেশ মজাত! লাভটাও বড় মন্দ নয়। ওঃ, মা ঠাকরুণ যে একেবারে কল্পতরু হয়ে বসেছেন দেখছি। একি আমার কপালে, না প্রিয়ম্বদার?

ফুল্লরা। নরহরি, না করিও সন্দেহ মনেতে,
জন্মাবধি প্রিয়ম্বদা আমার আশ্রিতা,
ভাল জানি জাতিকুল তার,
উপস্থিত অবস্থা তাহার
শুধু কালের নিয়মে।
হে ব্রাহ্মণ। মোর অনুরোধে,

পত্নীরূপে তারে করিয়া গ্রহণ—
সুখে থাক দোঁহে।
আহা অভাগিনী জনম দুঃখিনী
কর তার দুঃখ বিমোচন।

অজিৎ। এস সখা করি আলিঙ্গন।

(উভয়ের আলিঙ্গন)

করুন ঈশ্বর মোরে এই আশীর্ব্বাদ,
জন্ম জন্ম পাই যেন তোমা সম সখা।

ফুল্লরা। (অজিৎ কুমার ও সিন্ধুবালাকে এক পার্শে লইয়া ও প্রমোদ কুমার ও চিত্রলেখাকে অন্য পার্শ্বে লইয়া)

শত্রু মিত্র, রাজা প্রজা,
সকলে মিলিয়া
প্রাণ ভরে বল একবার
"জয় জয় মগধের জয়"।

সকলে। জয় জয় মগধের জয়।

সখিগণের গীত।

আকুল ফুলকুল মধু মিলনে.
ফুল্ল প্রাণে মরি বঁধুয়া সনে ;—
এস এস বসন্ত অনিল,
কুহুতান প্রেমগান, আন অবিরল
আন জোছনা রাশি, মধুর নিশি
মেশামিশি নেহারি প্রাণে প্রাণে॥
যার প্রাণ চায় যারে
খুঁজে খুঁজে ভালবেসে পেয়েছে তারে
কত নয়নে কথা, প্রাণে রাহিক ব্যথা,
প্রেমিক প্রেমিকা মগন যেন স্বপনে॥

(পটক্ষেপণ।)

সমাপ্ত।